ঋতু-মঙ্গল

—:(*):—

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

ভবানীপুর, কলিকাতা।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম, এ, বি, এল,

সম্পাদিত

ও

২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, বরদা এজেন্সী হইতে

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

আষাঢ়, ১৩৩৩।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর,

"কালীতারা প্রেস" হইতে

শ্রীপশুপতি বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

—:০:—

সন্ধ্যাতারার কবির শ্রীচরণে।

মহারাজ!

আপনার সাধের ঋতুমঙ্গলের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। আপনি আজ ইহলোকে নাই! যাহা আপনার আনন্দে চন্দনাক্ত হইতে পারিত—আজ তাহা আমার অশ্রুতে লবণাক্ত। সন্ধ্যাতারার পানে চাহিয়া আজ কৃতাঞ্জলি নিবেদন করি, হে সন্ধ্যাতারার কবি, ভক্তের এই অশ্রুময় অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। ইতি—

আপনার সভার দীন নগণ্য কবি

কালিদাস।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। পর্ণপুট, ১ম, ১।০

২। ঐ ২য়, ১।০

৩। বল্লরী, ৸০

৪। ব্রজবেণু, ৸০

৫। রসকদম্ব (কমিক), ।৵০

৬। লাজাঞ্জলি, ।৵০

৭। ক্ষুদকুঁড়া, ।০, ৶০

৮। কাব্যমঞ্জুষা, ৸০

৯। মণিমাল্য, ১৲

বরদা এজেন্সী, কমলা বুক ডিপো ও অন্যান্য প্রধান প্রধান গ্রন্থালয়ে অনুসন্ধেয়।

ঋতু-মঙ্গল

কবিগুরুর আশীর্ব্বাদ

তোমার কবিতা বাংলা দেশের
মাটীর মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল।
বাংলা দেশের প্রতি গভীর
ভালবাসায় তোমার মনটি
কানায় কানায় ভরা, সেই
ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায়
তোমার কাব্যকানন সরস
হইয়া কোথাও-বা মেদুর
কোথাও-বা প্রফুল্ল হইয়া
উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্য
গুলি পড়িলে বাংলার ছায়া-
শীতল নিভৃত আঙিনার তুলসী-
মঞ্চ ও মাধবী-কুঞ্জ মনে পড়ে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঋতুলক্ষ্মী

নিদাঘে তোমার রুদ্রাণীরূপ, ইন্দ্রাণী বরষায়,
শরতে শুভ্রা বাগ্দেবী তুমি, ভাস্বর তব কায়।
শ্যাম হেমন্তে কল্যাণী রমা, অন্নপূর্ণা শীতে,
প্রেম-বসন্তে ফুলধনু রচ' রতিরূপে অটবীতে।
এক চোখে হাসি, আর চোখে ধারা, মেঘে-রচা তব বেণী,
অশেষ শ্যামল বাসবিস্তারে শ্যামলা যাজ্ঞসেনী।
"পদাঘাত তব, শুষ্কশাখায় অশোকের বিকাশক,
সীধু-গণ্ডূষে বকুল বিলসে, আশ্লেষে কুরবক।
পরশে তোমার ফুটে প্রিয়ঙ্গু, মন্দার মধুভাষে,
বদনমারুতে চূতমঞ্জরী, চম্পক মৃদু হাসে;
সঙ্গীতরসে নমেরু বিকসে—নটনে কর্ণিকার,
তিলক কুসুম পুলকে শিহরে—দৃষ্টির উপহার
হস্তে তোমার লীলারবিন্দ, কুন্দ অলক 'পরে,
লোধ্র-পরাগে গণ্ড তোমার পাণ্ডুর শোভা ধরে,
চূড়াপাশে তব নব কুরবক, শ্রবণে শিরীষ-দুল,
চারু সীমন্তে পুলকাঞ্চিত শোভে কদম্ব ফুল।"
ষট্‌পদরুত ষড়্‌রাগে তব লীলাহিন্দোলা দোলে,
মৃত্তিকা 'পরে কৃত্তিকা তুমি ষড়ানন তব কোলে॥

নববর্ষের প্রার্থনা

নবীন বরষ, তোমার কাছে নবীন জীবন যাচি,
আঘাত করেও বাঁচাও, মোরা মরার কাছাকাছি।
হাতে ঐ চক্র রাজে, অন্যে অভয়-শঙ্খ বাজে,
মধুক্ষরণ করছে তোমার আলার মালাগাছি।

কিসলয়ের কম্প্র বুকে আশার বাণী আনো,
ঝরা পাতার পাহাড় চূড়ায় বজ্র তোমার হানো।
লতা তড়াগ কূপে জীবন যোগাও চুপে চুপে,
মেঘ-মৌচাক নিঙড়ে ছড়াও উড়িয়ে মৌ-মাছি।

তড়িৎ-কেতু উড়িয়ে তোমার আসছে ঝড়ের রথ,
বজ্রে মাদল বাজছে, ধূলায় পূর্ণ তোমার পথ।
দের পীড়ক বৈরী যারা দৈবভয়ে মরুক তারা,
মাভৈঃ মাভৈঃ শুনে মোরা তাথৈ তাথৈ নাচি।

বর্ষবরণ

এস—ভারতবর্ষে নবীন বর্ষ, নবীন হর্ষ দিতে।
শত—ভরা ঘটে তোমা ধরাতটে আজি বরি হে নবীন মিতে।
দেশের আশার দীপের দশায়
স্নেহ বরষিবে, আছি ভরসায়,
প্রাণে—প্রেম-কল্যাণ-প্রেরণা জাগাও বিশ্বমানব-হিতে।
এসে—ভরে' দাও তুমি সুরভি হিরণে বনভূমি, মনোভূমি,
দাও—হরিচন্দনে ভরি এ শূন্য মিলনের ডোর তুমি।
কোষ বিদারিয়া শিমুল-তুলায়
ঝরাও যেমন পথের ধূলায়,
যত—লালসা জড়তা উড়াও তেমনি যা আছে মোদের চিতে।
তব—সোনার স্বপন ফুটুক চাঁপায়, অশোকে অশোক-বাণী,
তিঁত—নিম্বতরুও মিঠে হোক্ দিয়ে পুষ্পিত ছায়াখানি,
উজলি অশথদারু-কঙ্কাল,
জাগাও যেমন পেলব প্রবাল,
নব—সুষমা তেমনি জাগাও দেশের শীর্ণ অঙ্গটিতে।
কাল—ঝঞ্ঝার ঘায় জঞ্জালজাল উড়াও এবার আসি,
রোষে—পুড়াও ব্যাধির বিষবিসর্প মারিবীজ রাশিরাশি।
দ্বন্দ্ব দ্বেষের বিষকীট যত
তব রথতলে হোক্ সব হত,
দাও—অ-সুরে নাশিয়া 'কল্যাণ'-সুর মহামিলনের গীতে।

ঋতুসংহার ও কুমারসম্ভব

মত্ত করি করভকে, ফুল্ল করি' কুরবকে,
বসন্ত আসিল চারিদিকে ;
এক পাত্রে মধুব্রত, প্রিয়া সহ পানে রত,
কানন ভরিল শুকপিকে।
রুধিয়া ইন্দ্রিয়গণে, উপবেশি' যোগাসনে,
মগ্ন তুমি মহাসাধনায় ;
কর্ণে কর্ণিকার-ফুল, গলে দুলে বনফুল,
উমা তব অর্ঘ্য আনে পায়।

সহসা ভাঙ্গিল তপ, জ্বলে গেল দপ্ দপ্
অকস্মাৎ তৃতীয় নয়ন ;—
শুষ্ক পত্র মর'-মর', আসিল নিদাঘ খর,
ভস্ম হলো মকরকেতন।
বহ্নিকুণ্ডমধ্যগতা, উমা তপস্যায় রতা,
সূর্য্যপানে রাখি দুই আঁখি ;
তরু-পর্ণ হিমবারি, তোমা লাগি তাও ছাড়ি,
অস্থি চর্ম্ম আছে তার বাকী।

বরিষার বারি ঝরে, জীর্ণ ধরণীর 'পরে,
চাতকীর দীর্ণ কণ্ঠ মাঝে ;—

তপঃশীর্ণা গিরিজারে, তুমি এলে ছলিবারে,
মেঘবস্ত্রে নবছদ্মসাজে।
জলভরা টল মল, আঁখি তার ছল ছল,
পল্লবিত পুলক অঙ্কুর।
শতগুণে কান্তি তার উপচিত পুনর্ব্বার,
সর্ব্বদাহ জ্বালা হলো দূর।

আসিল শরৎ সিত, আমোদিত আলোকিত
কৌমুদী কুমুদী ফুল্লকাশে,
শুভ্র কৈলাসের 'পরে লীলা-শতদল করে
গৌরী আজি হাসে তব পাশে।
সুরভি লহরী ঠেলি, অবিশ্রান্ত জলকেলি,
রচে নীল মেখলা সুন্দর।
মরকত শিলা মাঝে উমার নূপুর বাজে;
সিংহ পায়ে দুলায় কেশর।

হেমন্ত আসিল ধীরে, মধুর সঙ্কোচ ঘিরে
শেফালির আরক্ত বয়ানে।
পাণ্ডুর বদন খানি তুলিয়া তোমার রাণী
চাহে নর্ম্মবিমুখ নয়ানে;
শস্যগর্ভা শালিসমা অন্নপূর্ণা মনোরমা,
দোহদ-লক্ষণ সারা গায়।

পল্লবিনী অঙ্গলতা, পীণশ্রোণিভারানতা,
আকম্পিতা লজ্জায় কুণ্ঠায়।

শীত এল পথে ঘাটে, স্বর্ণ শস্য মাঠে মাঠে,
শঙ্খ বাজে উটজ-প্রাঙ্গণে।
লাজ-বর্ষ গেহে গেহে, নবহর্ষ দেহে দেহে
রোমাঞ্চ ফুটায় ক্ষণে ক্ষণে।
হলুদ কাজল মাখা দুকূলেতে আধ'ঢাকা
কুমারে সে কোলটি উজল;
উমা হাসে তব পাশে, তোমার নয়নে ভাসে
শিশিরাশ্রু আনন্দে উচ্ছল।

চিরমিলন

নিদাঘে তোমারে, স্বামী, কেমনে ছাড়িব আমি
বধি' মোর চিত্ত-চাতকীরে?
ও চরণছায়া বিনা কেমনে বাঁচিবে দীনা
দাহ সহি' ভিতরে বাহিরে?
পাথাখানি ধরি করে বসিয়া শিয়র'পরে
কর বঁধু যদি না ব্যজন,
শীতল আঙুল গুলি না বুলালে রসতুলী,
জ্বলে' যাবে বিনিদ্র নয়ন।

ঘন ঘোর বরষায় বিরহ কি সহা যায়?
ও কথা কয়োনা প্রিয়তম,
দুর্য্যোগ আঁধার রাতে বিশ্বসাথে ঝঞ্ঝাবাতে
কাঁপিব যে দীপশিখা সম।
গৃহখানি নিরজন শুনি মেঘ গরজন
আতঙ্কে যে শিহরিবে কায়।
দূরে যদি রহ তুমি কাহারে আঁকড়ি' চুমি'
অভয় লভিব বল হায়?

শরতের দিনে প্রভু ছাড়িতে কি পারি কভু?
বিশ্ব গায় মিলনের সাম,
কোটরে নিকুঞ্জে নীড়ে নীরে তীরে গিরিশিরে,
কোথাও না বিরহের নাম।
উৎসব-বাঁশরী বাজে গেহে গেহে হিয়া মাঝে,
সবে চুমে প্রিয়ের বয়ান,
জনগণ কোলাহলে মায়ের দেউল তলে
মোর কিগো হবে বলিদান?

হেমন্তের দিনে বঁধু হে মোর জীবন-মধু,
তোমারে ছাড়িব কোন্ দুখে?
শ্যামে ভরে' যাবে ধরা রাসে বিশ্ব রসভরা,
মোরি শ্যাম রহিবেনা বুকে?

শেফালি পড়িবে ঝরি, আমি বা কাহারে ধরি ?
দূর্ব্বাসম হবে মোর দশা।
নয়ন-কমলে মোর দলিবে নীহার-লোর।
হিমে কান্ত একান্ত ভরসা।

হে নাথ শীতের দিনে বাঁচিব কি তোমা বিনে ?
কেবা দিবে আশা তাপ আলো ?
হে মোর অরুণ নব, করুণা-কিরণ তব
মুখে চোখে যদি নাহি ঢালো,
ভালে গণ্ডে উষ্ণশ্বাস তপ্ত চুমা বাহুপাশ
বিনা আর বাঁচিব কি হায় ?
ও হৃদি-কুলায় ছাড়া পাখী হবে প্রাণহারা,
পালক উড়িবে আঙিনায়।

বসন্ত-বাসরে, সখে মল্লীচম্পা-কুরবকে
গাবে অলি মিলনমঙ্গল।
তুমি যদি কাছে রহি ব্যাকুল কামনা সহি
এ যৌবন না কর সফল,
এত যদি কর ঘৃণা, কি গতি আমার, বিনা
দীঘির গভীর কালোজল।
কোকিল মরিবে কেন ? আমারে পাঠায়ো যেন
পত্রপুটে ফণীর গরল।

নিদাঘ

১

মধুযামিনীর মদনোৎসব-সভামণ্ডপ ছাড়ি'
ধূলিঝঞ্ঝায় বর্ষশেষের ধূলোট-যাত্রা সারি',
শুষ্ক অশোক পলাশ পুষ্প দলিয়া বিদায়-পথে
সাথে অনঙ্গ, বীণা, মৃদঙ্গ, 'মধু' ফিরে যায় রথে।

আর পথ দিয়া আসিছে নিদাঘ গিরি মরু উত্তরি'
বাহারের রেশ নাহি হতে শেষ তোড়ী ভৈরবী ধরি',
অঙ্গে ছায়ার উড়ুনী জড়ায়ে, সঙ্গে দয়িতা তৃষা,
মরীচিকা বিভা বিচ্ছুরি' কিবা উজ্জ্বলি' দশ দিশা।
বনের বিরহ ফুটিছে আজিকে নিম্বের তিত ফুলে,
তরু-মর্ম্মের মর্ম্মর সুরে ঘুঘুর কণ্ঠ-মূলে।
মাধবী স্মৃতিরে জাগায় এখনো ফুলহীন মালাডোর
শ্লথ ভূষাবেশ, ফাগে রাঙা-কেশ, ভাঙা গলা, নেশা-ঘোর
মুদিয়া আজিকে 'রজনী-জাগর-রাগ-কষায়িত' আঁখি,
ঢলিয়া পড়েছে তরুণ তরুণী তরুমূলে শির রাখি'।
উত্থানিকার কৈশোর গত—যৌবনে তনু ভরা,
মুকুলিতা লতা শ্রোণিভারনতা আজি বনমনোহরা।
স্তনে সুধারস লভেছে সহসা নারিকেলকুলবধূ,
হলো তা' শাখার মধু-ভাণ্ডার যা' ছিল বৃন্ত-মধু।

বর্ণ-ছটার বিলাসে লালসা ত্যজেছে কুসুমসতী,
রূপ চেয়ে যশে গৌরব ভেবে সৌরভে তার রতি,
খোঁপায় মালতী, হাস্যে চামেলি, মুখে গুঞ্জন ভাষা
এলা-বাসভরা বেলা-বাস পরি মিটায় নাসার আশা।
শুধু নাসা কেন ? সব ইন্দ্রিয় খুসী হয় পলে পলে,
চম্পক-করে ঝঙ্কার-মধু-পরিবেষণের ফলে।
কাননিকা বালা প্রবাল-ভূষায় খুসী তত নয় আর,
পরেছে রঙ্গে সকল অঙ্গে—কনক অলঙ্কার,
মুকুলে লজ্জা ঢাকেনাক আর, দুকূলের প্রয়োজন,
গহনে গহনে বয়ন-কলার তাই এত আয়োজন,
পেয়ারা-কুসুম পশম যোগায় বাবলা, রেশম-গুটী
শিরীষ-কেশর যোগায় তসর, বাকীটা, শিমুল শুঁটী।
কিসলয়ে ছিল যে লঘু মাধুরী ছায়াতে তা' ঘনায়িত।
অণ্ড-সুপ্ত সঙ্গীত আজি বনে বনে ঝঙ্কৃত।
মধুমাসে মধুমক্ষিকাগুলি মধু-উৎসবে মাতি',
মধু-চক্রটি রচেনিক, মধু পিইয়াছে দিবা রাতি,
আজিকে তাদের চেতনা হয়েছে, নাই তাই অবসর,
সঞ্চয় তরে মাধবী-মঞ্চে রচে ভাণ্ডার ঘর।
দূর দিগন্তে গত বসন্ত, কোকিল তবুও ডাকে,
বকুলের বনে, মাঝে মাঝে ঘন তমালের ফাঁকে ফাঁকে,
রতিপতি বুঝি ঋতুপতি সাথে জিনিয়া দুনিয়াখানি,
রেখে গেছে তারে 'নকীব' করিয়া ঘোষিতে বিজয়বাণী ?

২

কে ওই ললনা লতামণ্ডপে নলিনীর শয্যায় ?
ঢালে সখীগণ হরিচন্দন-পল্লব-রস গায়,
আজ নাহি ভয়, লাজ-অভিনয়,—গিয়াছে সজ্জাভার,
উশীরপঙ্ক, পঙ্কজরজঃ অঙ্গে বিলেপ তার।
কুমুদের মালা, মৃণালের বালা, অগুরুপত্রলেখা
হয়েছে ভূষণ, শোভে স্বেদকণ-মুকুতায় বলি-রেখা।
শিরীষে রচিত অবতংসটি কর্ণোৎপল দুটী—
গণ্ড-তাপের চণ্ড প্রতাপে ঝলসিয়া পড়ে লুটি।
শিলার পট্টে লুটায় ললনা,—তেয়াগি খট্টা-সুখ,
কদলীকাণ্ডে গণ্ড পীড়িয়া জুড়ায় তাপিত মুখ।

রুণুঝুনু ধ্বনি 'হংসকে' তুলি হংস-কাকলি জিনি,
স্বচ্ছ শুভ্র মর্ম্মর বুকে, পদ ফেলে গরবিনী,
শিলা-কুট্টিম অই চরণের চুমিয়া লাক্ষারস,
তাপিত উরসে জুড়ায়ে, যেন সে শিঞ্জনে গাহে যশ।

শ্যামা তরুণীর শিথিল ললিত সুশীতল তনুলতা
অশিথিল পরিরম্ভে শিহরি লভিছে সার্থকতা।

প্রিয়ার নয়নে অমৃতাঞ্জনী প্রিয়ের শীতল চুম
গ্রীষ্মকাতর জ্বালাময় চোখে আনে স্বরগের ঘুম,
লুলিত অঙ্গ ঢলে' ঢলে' পড়ে, স্খলিত মেখলাহার,
প্রিয়-করে-রচা সদল মেখলা ধরে' ফেলে বারবার।

ব্যজনে নিরত দয়িত, প্রিয়ার সুপ্তি-শিহর'পরে,
শৈত্য-পরশে শিহরি প্রেয়সী আঁখি মেলি' লাজে মরে।
ইন্দ্রনীলের মত চিক্কন চারু তরঙ্গ তুলি'
কুজনফুল্ল স্ফীত কম্পিত কপোত-কণ্ঠ গুলি
স্তম্ভ-শিখরে মণ্ডলী রচি ধারাযন্ত্রের পাশে
অভিমানিনীরে করে চঞ্চল নিষ্ঠুর পরিহাসে।
আজি এ নিদাঘে অচ্ছোদকূলে তাপসের পরাজয়,
একাবলী সাথে অক্ষমালার হয়ে যায় বিনিময়।
এলায় দুকূল বনবালাকুল গিরিসরিতের ঘাটে,
ভুলিয়া, মৃগয়া যুবরাজ তায় অস্থির বন বাটে।
হেম-মরালের কমলগন্ধি পক্ষতাড়িত বারি
বক্ষে লভিয়া বিরহ জুড়ায় কোন্ বিদর্ভ-নারী ?
যমুনার জলে সন্তরে গোপী অন্তর-দেহদাহে,
মিছে দেরী করি সন্ধ্যায় বরি' পরাণ জুড়াতে চাহে।
যমুনার ঢেউ শতবার ঘুরে আঘাতি' উরোজতটে,
তবু ঘটভরা হয়নাক ত্বরা, এমনি জ্বালাই বটে।
ফুলদোললীলা হইয়াছে শেষ, বনে বেণু নাহি গায়,
সলিলদোলের আসিয়াছে দিন লহরী-হিন্দোলায়।
মন্দাকিনীতে তরী বেয়ে আজ দেবতা এসেছে নামি,
ডুবি আকণ্ঠ মানস সরসে সন্তরে দিবাযামী ;
ভোগবতী হ'তে নাগবালা উঠে মিলে যায় তার সাথে,
জলকেলি করে কমলের বনে ধরি তার দুটী হাতে।

প্রিয়ার কণ্ঠে শোভে ত্রিকণ্ঠী বন্ধুর-পথে লুটে,
যেন মর্ম্মর-সোপানে সোপানে রোহিতের শ্রেণী উঠে।
আলুলিত তার কুন্তল ভার যেন শৈবালরাশি,
মৃদুহিল্লোল রচেছে বিলোল ভঙ্গিমাময় হাসি।
খেলিছে শফরী কেলিচঞ্চল ইন্দীবরের পুটে
কনক-কুম্ভ দুলে তরঙ্গে—পদ-কোকনদ ফুটে।
বাহুর মৃণালে মরাল-কূজনে ভূষা-শিঞ্জন বাজে,
কৌমুদীসম গৌর বরণ উজ্জ্বলি' তনু রাজে,
যৌবন-তটে বাঁধা লাবণ্যসরসীর হিমজলে,
নিদাঘ-নিশীথে ঝাঁপ দেয় কবি অবগাহনের ছলে।



মিঠা সরবৎ নিয়ে আয় সাকী তরমুজ-রস ছানি,
আন্ বেলোয়ারী পিয়ালায় ভরি নিঙাড়ি আঙুর-পানি।
'বিমেনের' এলা দারুচিনি দিয়ে রচি' আন্ তাম্বুল,
'হদ্রমঠের' কস্তূরীবাসে দীল্ কর মস্গুল।

'বসোরার' যত পশারিণী আজ গুল্‌নার বাগ থেকে,
গুলের সঙ্গে আন বুল্‌বুল্ বুকের কাঁচুলী ঢেকে।
উড়ায়ে ওড়্‌না আসমানীরঙা, গুলাবে সিনান করে,
আয় আয় বাঁধ 'ওমানের' চারু মুক্তামালার ডোরে।
দশ-শত-এক আয়েষা লয়লা 'কাসিদা' 'গজল' গানে,
নবনব রাগে আজি এ নিদাঘে 'তর্' ক'রে দে'রে প্রাণে।

মেহেদীপাতায় রাঙায়ে নখর চুয়া-রসে ভুরু আঁকি,
নিয়ে রূপযশ, খস্‌খস্‌-রস-খোস্‌বো বসনে মাখি,
সকল অঙ্গে আনারের শোভা, আয়লো আনারকলি,
কোমরে চামর, নয়নে গুমর, হাজার কলিজা দলি'।

গুটাও গালিচা জর্‌দা-জরীন, পর্দ্দা ফেল'রে টানি,
ছিটাও চামেলি, পিচকারী ভরি ছুটাও গোলাপী পানি।
ফুল-ভাণ্ডার মন্থন করি সারা বসন্ত ধরে'
জমা করিয়াছ যতেক আতর ছড়াও এ ঘর ভরে'।

খুলে দাও আজ শীষমহলের বোরখা ঝরোখা গুলি
চন্দ্রমাতলে কালিন্দীজলে লীলাতরী দাও খুলি'।
সুরা-সরোবর-সোপানে লভ'রে শীতল শয়নসুখ,
হামামে হামামে খোল' ডা'নে বামে তামাম ফোয়ারামুখ

এ নিদাঘে তব কুণ্ঠার অবগুণ্ঠন দাও ফেলি'
কর পরকাশ সুষমাবিলাস লাজ পেশোয়াজ ঠেলি।
এলাইয়া দাও বেণীর বয়ন—নীবিবন্ধন ডোর,
কি হবে ভাবিয়া ? সুড়ঙে সুড়ঙে শূর-'সুন্দর'-চোর।

মরু-নির্ঝরে ইরাণী রূপসী ভরি লয়ে হেম ঝারি,
তরুণ রাহীর অঞ্জলি'পরে ঢালি দাও হিমবারি ;
ঢালো ধীরে ধীরে ওগো সুন্দরি, করপুট দরপণে
ফুটুক ও-মুখবিম্ব, সে জল মিঠে হোক্‌ চুম্বনে।

৪

অসহ্ কর্চ আজিকে অঙ্গে করিয়াছে পরকাশ,
উষ্ণীষ আজি করেছে প্রকট কুঞ্চিত কেশপাশ।
উড়েনাক রথে কেতু পথে পথে, রণ অভিযান শেষ
নাগরের বেশ ধরেছে যোদ্ধা, তেয়াগি সমর-বেশ।
অশ্ব পশেছে মন্দুরা তলে, ভেঙেছে স্কন্ধাবার,
স্মর-পরাভূত শূরগণ আজি বন্দী যে প্রেমিকার।
ধুয়ে মুছে ফেলে রণ-ধূলিমল নর-শোণিতের দাগ,
ধনু ত্যজি আজি বেণুতে ধরেছে মেঘমল্লার রাগ।
প্রিয়ার হসিত গণ্ডের কূপে ডুবিয়া মরিবে বীর,
ললনার প্রেম-পরশে ঘুচাবে ললাটের শ্রম-নীর।

সঙ্কোচ লাজে ছিল ধরা-বধূ শিশিরে বেপথুমতী,
মধুমাসে প্রিয়-পরশ লভিয়া হলো রোমাঞ্চবতী।
আজি তার বিধু-ললাটে বঁধুর উষ্ণ-শ্বসন পড়ে,
রভস-তপ্ত চুম্বন তার—মধুর বিম্বাধরে।
কিছুদিন গেলে তনু স্বেদজলে অবশ হইবে তার,
অভিমানে চোখে বারি বরষিতে হবে তবে অধিকার
তারাদীপে ভরা সুনীলাম্বর-চন্দ্রাতপের তলে
রচিত আজিকে কবির শয্যা শ্যামল দূর্ব্বাদলে!
জ্যোছনা ধারায় পরাগ-ঝোরায় কুঞ্জে করিয়া স্নান
বেঁচে রয় কবি 'চন্দ্রকান্তমণি-জল করি' পান।
পূর্ব্ব পুণ্যে যদি বা ইন্দ্র দিতে চাহে আজি বর,
যেচে লয় কবি কদলী-বিতানে তবে একখানি ঘর,-

তুষার-প্রাচীর, উশীর-ছাউনি, চন্দন কাঠে গড়া,
শীত মর্ম্মরে কুট্টিমরচা, কমলগন্ধে ভরা। *

ডা'ন হাতে তব চামর-ব্যজনী, বামে ঘট ভরা বারি,
নিদাঘের দিনে দেবী হয়ে তুমি এলে কল্যাণী নারী,
তৃষ্ণার ছল করি মা কেবল কাছে কাছে আমি রই,
সাধ যায় তব কুম্ভের মুখে আম্রের শাখা হই।
তৃষিত তরুণ তরুগণে তোয় পান না করায়ে নিতি,
নিজে জল পান করোনা রমণি, এই তোমাদের রীতি।
তরু আলবালে ভরি দাও আজ রসধারা বারবার,
শাখায় শাখায় ফুটিবে ফলিবে আশিস পুরস্কার।
প্রাঙ্গণ' পরি পরিজন-তরু, ঝলসিছে তার পাতা,
প্রান্তর প'রে পান্থের তরে কে অই পুড়ায় মাথা ?
মূর্ত্তা করুণা আর্ত্ত-তারিণী মর্ত্ত্য-দেবতা নারী,
ঝারি হাতে ঢালি দাও তাহাদের ঝারার গঙ্গা বারি।
হিন্দুর নারী দেবী কিনা আজি বুঝে প্রত্যয়হীন,
আর বুঝে বট অশথের মাঝে দেবতা যে আছে লীন।

সন্ধ্যাবেলায় সিন্ধু বেলায় বালুকা খুঁড়িয়া আজি
খেলায় খেলায় রাতি বেড়ে যায় গণিয়া লহরী রাজি।
কোটি কোটি মণিপ্রোজ্জ্বলফণ ফণিরাজগণ সম
চল তরঙ্গ আছড়িয়া পড়ে হরিয়া তটের তমঃ।
হু-হু-হু-হু হাওয়া, শরীর মনের বসন তাহাতে উড়ে,
ব্যসন-বাসনা দূষিত কামনা যায় সব তায় দূরে।

হেথা আসে বায়ু বহে নিয়ে আয়ু অমৃতের দেশ থেকে,
শ্বাস-যন্ত্রের কুঁহরে কুহরে জমা করে' যায় রেখে ;
ছিঁড়ি রথকেতু করে প্রতিহত নিদাঘের অভিযান,
পবন বাণে যে ব্যর্থ তাহার প্রবল অগ্নি-বাণ।
শুনি তরঙ্গ-গজতুরঙ্গ-হ্রেষাবৃংহণনাদ,
দূর হতে ভয়ে নিদাঘ পলায় মনে গণি পরমাদ।
গন্ধ-বহ-ত নহে হেথা বায়ূ নয়নে তন্দ্রাবহ,
অসীম-লোকের সন্দেশ আনে ত্রিদিব-স্বপ্ন সহ।
সন্ধ্যার উপনিবেশে হেথায় বন্ধুর পাদ মূলে
সবে গৃহ ভার ইহ সংসার প্রহরের তরে ভুলে।
নাগর নাগরী জুটে, পরিহরি নগরের উপবন,
উর্ম্মি-দোলায় দুলে দুলে তুলে ফেন-ফুল অকারণ।
কোটি কোটি সিত ফেনিল চামরে ব্যজনের স্নেহদানে,
বিতরে শান্তি সিন্ধু তাহার শরণাগতের প্রাণে।
কলকল্লোল-তালে তালে তার অন্তর নাচে যবে,
স্বর্গ দুয়ারে ঐরাবতে সে আরোহণসুখ লভে।
ত্রিলোক রমার মণি-দর্পণ—হ্রদের স্বচ্ছ নীরে
ডুবিয়া তপ্ত রবিবিম্বটি আসিতে চাহেনা ফিরে।
অঙ্গ এলায়ে শ্রান্ত তাপিত পান্থ, অশথ ছায়
উন্মনা আজি অলস পবনে, যাত্রা ভুলিয়া যায়।
আজি জীবলোক সারা বরষের কর্ম্মের ফুল ফলে,
স্মৃতি-রোমন্থ করে আঁখি মুদি, নিদাঘের ছায়াতলে।



মোহনার মুখ শুকায়ে তটিনী পারাবারে ছাড়াছাড়ি,
বারিধির জলে পড়েছে মকর নদীতে মকরী তারি।

দিবা-দাবদাহ মিলনের বাধা, চীৎকারে চখাচখী,
আজি ব্যবধান, মরুর সমান, কাঁদে তাই সখাসখী।

দাহ-দস্যুর হাত হ'তে কেড়ে কূপমাতা নানা ছলে,
লুকাইয়া রাখে সুধার ভাণ্ড বুকের আঁচল তলে।

কণ্ঠের তৃষা জুড়াতে তথায় তরুণ তরুণী জুটে,
জননীর স্নেহ-'ছায়ামণ্ডপে' হিয়ার তৃষাও টুটে।

নীরবে নিভৃতে সেবায় নিরতা স্নেহে ছল-ছল আঁখি,
শুভ্র ধূসর সৈকতবাসে জ্বালাময় তনু ঢাকি',
নিদাঘ-তটিনী বহে ধীরে ধীরে হিন্দুবিধবা নারী,
বক্ষে নাহিক স্তন্য, কক্ষে আছে ঘটভরা বারি,
রূপ-যৌবন করেছে দাহন হৃদয়ের চিতানলে,
শীতল স্বচ্ছ যা কিছু তাহাই বহিছে চিত্ত তলে।

জীবন-সমরে সহি ক্ষতি ক্ষয়, লাঞ্ছনা শিরে শত,
ছায়া-তরুগুলি আজিকে নিরীহ বাঙালী গৃহীর মত,
বিবরে কোটরে কুলায়ে শিকড়ে পল্লবছায়াতলে,
পোষিতেছে ক'টি অসহায় জীবে চুপে চুপে ফুলে ফলে,
অকপট মূঢ় জানেনাত তারা তরুর যাতনা কত,
কালবৈশাখী ঝঞ্ঝায় কবে বক্ষ হয়েছে ক্ষত।

বাপীর বক্ষ শুকায়, দুঃখে শফরী পঙ্কে লুটে,
অতি দানে সাধু হয়েছে নিঃস্ব অন্ন আজ না জুটে।
কমল-কুমুদ-মণিভাণ্ডার আজি মৃত্তিকাসার,
প্রাণ ভ'রে দান করিতে যে নারে তাই করে হাহাকার।
বুক চিরি শেষ কণিকা শোণিত তাহাও বিলায়ে হায়,
ভিক্ষুক দেখে এবে শুধু তার বক্ষ ফাটিয়া যায়।

ফুলবন ছেড়ে ফলবনে এসে রুচিকর সৌরভে
মধুকর আজি মাধুকরী ত্যজি মেতেছে মহোৎসবে।
তাল-তরু দিতে পারে নাই ছায়া, দেছে ঢের বেশী তার,
দিয়াছে বৃন্ত-ব্যজনীর সাথে অমৃত শস্যসার।
ঘন ছায়া দিতে পারে নাই বলি খর্জ্জুরো নয় হেয়,
নারিকেল সম সেও দেয় আজ খাদ্যের সাথে পেয়।
'তর' করি প্রাণ করি 'মৌজ্' দান তরমুজ মান পায়,
ফলরসে 'বেল' তুষি রসনায় ফুলে তুষে নাসিকায়।
রসালের রসখণ্ডে বিশাল পনসভাণ্ড-পুটে
স্নেহ-দুগ্ধের ক্ষীর পূরি ধরা ধরিয়াছে দুই মুঠে।
বেণুবনে ঘেরা দীঘির সলিলে ছায়াগুলি নো'য় মাথা,
আলসে নামিয়া আসে কালো চোখে যেন নয়নের পাতা।
দাহের গরলে সুনীল জম্বু ডুবে' ডুবে' তায় মরে,
সীমন্তিনীরা যেথায় ক্লান্তি বিরহের দাহ হরে।
বৎসল জলে প্রতি হিল্লোলে মার যেন পাই সাড়া,
পূর্ণকুম্ভ-পয়োধরে ঝরে গৃহে গৃহে সুধা ধারা।

কলস ছলকি' জল ভরি সাঁজে কৃষক-বধূটি ফিরে,
মাঠ হতে গৃহে ফিরিছে শ্রান্ত তৃষিত কৃষক ধীরে।
চলিছে নীরবে চতুর যুবক শব্দ করেনা পায়,
পাছে সে রমণী থমকি অমনি আগে যেতে নাহি চায়।
সিক্ত বাসের শীতল পবনে জুড়ায় তাপিত হিয়া,
তৃষায়ত আঁখি মুদিত তাহার সিক্ত সে রূপ পিয়া।
কণ্ঠের তৃষা শান্ত না হয়ে অন্তর পানে ছুটে,
গ্রাম-বাটে সেই চরণ অঙ্কে তাপিত মর্ম্ম লুটে।

পিয়ালবনের মঞ্জরীরজে পীড়িত যাদের আঁখি
তারা পুনরায় নির্ভয়ে চায় শাল তরুছায় থাকি।
হিন্তাল তলে সান্‌তাল কোল মদিরানন্দে মাতি'
হাত-ধরাধরি নেচে নেচে ঘুরি কাটাইছে সারা রাতি।
মহুয়ার রসে মাতাল তাহারা বাজায় মাদল বাঁশী
শিরে অবিরল ঝরিছে বাদল সোঁদাল দলের রাশি।
বালু খুঁড়ে খুঁড়ে জলে ঘট পূরে কোলবালা সবে তোষে,
তটিনী তাদের জননীর মত, গোপনেই স্নেহ পোষে।
হেরি সানুদেশে গ্রীষ্মবীরের বিজয়যাত্রা শেষ,
গিরিচূড়া হতে গিরিচারিগণ বর্ষণ করে শ্লেষ।



করীর অঙ্গ ছায়ায় ছায়ায় সঙ্গে চলেছে 'হরি',
তৃষ্ণায় 'হরি' হিংসা ভুলেছে শঙ্কা ভুলেছে করী।

নিয়ত উষ্ণ পবন-সেবনে প্রখর তপন করে
শতগুণ হ'য়ে গরল, অহির শরীর দগ্ধ করে।
দলে দলে তারা ছায়ার ভিখারী, শিখিশিখাতলে জোটে,
যদিও ক্ষুধিত ক্লান্ত, কলাপী স্পর্শ করেনা ঠোঁটে।
মণ্ডুককুল হইয়া আকুল আতপতপ্ত জলে,
শরণ নিয়েছে শ্রান্ত ফণীর ফণার ছত্রতলে।
গ্রীষ্মের দাপে বৃক গর্দ্দভে একঘাটে করে পান,
নিত্যবিরোধী দ্বন্দ্ব রচিয়া রাখে পাণিনির মান।
এ নিদাঘতাপ শুধু সহে ছাগ—দক্ষের বরে বুঝি,—
দেখায়ে ভ্রান্ত ভল্লুকে পথ জলাশয় দেয় খুঁজি।
তাপিত ব্যাকুল কৃকলাসকুল না পেয়ে তৃষার জল
অজগরদেহবিগলিত স্বেদ পিইতেছে অবিরল।
পল্বলে দাহ জুড়ায় বরাহ, খুঁজিছে মুস্তামূল,
নিপান-পঙ্কে বিলীনশরীর ক্লান্ত মহিষকুল।
করেণুরে তার নিয়ে গজরাজ নেমেছে হ্রদের নীরে,
কমল-পত্রে শ্যামাতপত্র রচে দয়িতার শিরে।
শুঁড়ের ধারায় সিনান করায় বারবার তারে সুখে,
মৃণালকন্দ ছিঁড়িয়া আদরে পূরে দেয় তার মুখে।
চমরী পেয়েছে অমরীর মান, পুচ্ছ পূজারী তার,
গবয়ের গলকম্বল আজি গলগ্রহের ভার।
কূপে নামি তৃষা জুড়ায় শরভ, হিংসায় কপি চায়,
কদলীকাণ্ড খড়্গে বিদারি গণ্ডার রস খায়।

'কৌস্ত' ঋষির তৃষার সৃষ্টি প্রান্তর-মৃগ যত,*
মৃগতৃষ্ণিকা-লাঞ্ছিত হয়ে জল-ভ্রান্তিতে হত ;
তপের সৃষ্টি উষ্ট্র কেবল রবি-রোষে র'য়ে ধীর,
মরু-পারাবার অবহেলে তরে, লঙ্ঘিয়া গিরিশির।
বিষাণ-তাড়নে বৃষ রোষে ভূমি খুঁড়িতেছে বারবার,
তাপের জ্বালায় মাটীর তলায় পশিতে বাসনা তার।
ছায়ালোভে আজি শষ্পের মায়া ছেড়েছে গোঠের ধেনু,
পাঁচনি তেয়াগি বটতরুতলে রাখাল ধরেছে বেণু।
তৃষার জ্বালায় নিশায় জ্বালায় আলেয়া, উল্কামুখী,
ভাবে লোমকেশ-নিপীড়িত মেষ শূকরই আজিকে সুখী।
বাজি ভাবে আজি শোণিতমথিত ফেনিল ঘর্ম্মে নেয়ে,
সিন্ধু-ঘোটক হওয়া ছিল ভালো সিন্ধী ঘোটক চেয়ে।
পাখী ভাবে আজ, 'পাখাতে কি কাজ—পারি যদি মীন হই',
'কর্কটই সুখী,' মীন ভাবে আজি—'জলে শীতলতা কই ?'
গরবিনী চাঁপা বৃক্ষচূড়ায় ঝলসি পড়িয়া, ভাবে
'এর চেয়ে ঢের সুখ আছে হীন পঙ্কে জনম লাভে।
কাঠ-ঠোকরাটি ঠোঁটের ঠোকরে গণিছে দণ্ডপল,
গগনের ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত 'ফটিক জল।'
দীর্ঘ দিনেরে হ্রস্ব করিতে ঝিঁঝিঁরা করাত টানে,
দীর্ঘতা আরো দুঃসহ হয় ক্লিষ্ট ক্লান্ত তানে।
তাপচঞ্চল সারস মরাল ছিটায়ে পাখার বারি,
সজীব করিয়া রেখেছে এখনো যত রাজীবের নাড়ী।

কুম্ভীর-দেহে শঙ্খ,ককুল ছাড়িয়ে তপ্ত শ্বাস,
ফুলের শীতল গর্ভকুহরে অলিগণ করে বাস।
কপোতকণ্ঠে তাপিত সৌধ তৃষ্ণা জানায় তার,
শুকশারীগুলি আজি বুলি ভুলি শুধু করে চীৎকার।
ভূতলে আজিকে নামেনি চাতকী, দুষিওনা তারে তবু,
বারিকণা সাথে দিতে কি পারিবে প্রেমকণা তারে কভু ?
মদভরে সেত ঘুরেনা গগনে ত্যজি হ্রদ নদীবন,
নিয়ে গেছে সে যে কণ্ঠ ভরিয়া নিখিলের আবেদন।
প্রিয়জন পাশে ব্যর্থ হলেও প্রার্থনা তবু শ্রেয়,
অন্যের কাছে না যাচিতে পাওয়া তাও যে বড়ই হেয়।
দূত অবধ্য—শঙ্খ চিলেরে ভানু নাহি বধে প্রাণে,
মেঘের বার্ত্তা আনিতে গিয়া সে ঝড়ের বার্ত্তা আনে।
অন্য পাখীরা গিয়াছে ভুলিয়া পক্ষের ব্যবহার,
ঝঞ্ঝাজীর্ণ কুলায়ের পুন করেছে সংস্কার ;
বনস্পতির বল্ক-কোটরে কীট খুঁজে খুঁজে ঘুরে,
দাবানল ছাড়া বন হতে তারা ব্যোমপথে নাহি উড়ে।
দাহের ব্যাধিতে অধীর ব্যাধেরা সুলভ শিকার ছাড়ি,
ধরাসনে আজি শরাসন ত্যজি হইয়াছে ফলাহারী।
মৃগয়াসক্ত নরপতি আজ কৃপা করি পশুগণে,
বন ত্যজি ঘুরে মনোমৃগয়ার উপবনে তপোবনে।
বধ্য আজিকে হন্তারো কাছে তৃষ্ণার জল চায়,
'কর' জলদান হয়ো শেষে প্রাণ, ক্ষোভ খেদ নাহি তায়।'

৭

লোকে বসন্তে ঋতুরাজ কয় সত্য তা কভু নয়,
সে-ত যুবরাজ, তুমি মহারাজ সবে গায় তব জয়।
তুমি নিয়মিত করেছ ভারতে উপাসনা-পদ্ধতি,
সকল ঋতুই তোমার রীতিই অনুসরে, ঋতুপতি!
কম্বোজ হতে চামর, কেরল হ'তে চন্দনভার,
কাশ্মীর হতে কুঙ্কুম এনে রচেছ পূজোপচার।
শিলার তপ্ত বিগ্রহে তুমি ঢেলেছ গঙ্গানীর,
তুলসী-শ্রীফল-কিসলয়দল সুরভি শীতল ক্ষীর।
কুসুমে শয্যা, কুসুমে সজ্জা, কুসুমে লজ্জা হরি,
শৃঙ্গারবেশ রচেছ কুসুমমালায় অঙ্গ ভরি।

বালগোপালেরে ননীছানা তুমি খাওয়ালে গোপের ঘরে,
দেবতার তুমি আসন রচেছ পঙ্কজে সরোবরে।
দেবতায় নিয়ে জলযাত্রায় নৌকাবিহার তব,
সরোমন্দিরে হ্রদনদতীরে উৎসব নব নব।
শীতল শিলায় মন্দির তার রচিয়াছ মঠে মঠে,
হিমমণ্ডলে গিরি তরুতলে—অথবা নদীর তটে,
শীতল বলিয়া গর্ভগৃহের পাতাল অন্ধকারে,
অথবা কুণ্ড-নীর-মণ্ডপে মগ্ন রেখেছ তারে।
তীর্থসিনানপুণ্যে দিয়াছ চিতশুদ্ধির প্রথা,
নিত্য সিনান দেয় ত্রিসন্ধ্যা জপে যাগে যোগ্যতা।

শান্তিবারির ভিখারী মোদেরে করেছ যজ্ঞশেষে,
পিতৃলোকের তৃষার কথাও ভাবিতে শিখালে দেশে!
ঘরে ঘরে হয় তোমারি বিধানে ঘটোৎসর্গ ব্রত:
সত্রে সত্রে করুণার ধারা ঝরিতেছে অবিরত।
তৃষিত বিপ্রে ফলদান হতে ফলবান কিবা আর?
জলদান ব্রত তোমার শ্রুতিতে সকল ব্রতের সার।
সকল পুণ্যবোধন-বিধানে মোদের গৃহের দ্বারে,
চূত-শাখা সহ স-ফল পূর্ণ ঘট শোভে দুই ধারে।
সফল পূর্ণ তাহে শাখাময় উৎসব—আয়োজন,
ভবনে পশিতে তোরণ-মালিকা করে ভাল পরশন,
স্নিগ্ধকদলী-তরুমণ্ডলী ছায়ার মাধুরী ঢালে,
তুমি যেই বিধি দিলে একদিন তাই চলে কালে কালে।
ফলফুল কিছু দেয়না যে তরু তারেও দিয়েছ মান,
বেদিকা বাঁধায়ে অঙ্কে তাহার দেবতায় দিলে স্থান।
অক্ষয় বটে হেরেছ শ্যামল বটবৃক্ষের রূপ,
পথের দুধারি ছায়া সঞ্চারি খনেছ অমৃত কূপ।
তব প্রেরণায় রচি' আঙিনায় ছায়ামণ্ডপ খানি
বধূবর শোনে শুভ বন্ধনে কুশণ্ডিকার বাণী।
তোমারি বিধানে কিরীটপিধানে পুণ্যাভিষেক-রীতি,
রাজছত্রটি রাজশিরে ফুটি সদা বহে তব স্মৃতি।
অশনে বসনে নিয়ামক তুমি, তুমি অহিংসা-মূলে,
তোমার শাসনে আমিষ-লালসা এ দেশ গিয়াছে ভুলে।

রিক্ত বসন করেছ তাহারে,—নগ্ন অংসে তার
কেবল শুভ্র উত্তরীয়টি করে শোভা সঞ্চার।
প্রেরণা দিয়াছ সূক্ষ্ম বয়ন-শিল্পের প্রচলনে,
বেণী বন্ধন, মাল্যরচনা, ললনার প্রসাধনে।
সুকল শিল্পে কল্পনা তব সূত্র ধরিয়া থাকে,
রাগরাগিণীরা তোমার দেউলে হরিচন্দন মাখে।
কাব্যে তুমিই কবির সহায়—নাট্যে সূত্রধার,
সরস্বতীর অঙ্গে দিয়াছ সুরভি অলঙ্কার।
কাব্যে বিরহ স্মরশরদাহ যত দ্বেষ, রোষ, পাপ,
ক্লেশ জ্বালা যত লভে অবিরত তব দাহ্—তব তাপ।
তোমারি পুণ্যে গিরি হিমবান মাতামহ মহাগুরু,
তোমারি নিদেশে নদীরে এ দেশে জননী বলার সুরু।
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে' তোমার ঘাটের শীতল গঙ্গা-বুকে,
'জয় মা' শব্দ অন্তর হতে উচ্ছলি উঠে মুখে।
তোমারে সমরে জিনিয়া ইন্দ্র, সম্রাট অমরার,
ইন্দুকে তুমি করেছ বন্দ্য, কুমুদে অর্ঘ্য তার।
পুষ্টির লাগি তুষ্টির লাগি বাড়াও ধরার ক্ষুধা,
রস-পারাবার মথি মেঘে তার সঞ্চিত কর সুধা।
বরষার দানগৌরব ঘটা, শীতের শস্যভার
শরতের শোভা সৌরভছটা, 'মধু'র হর্ষ-হার,
ঋতুচক্রের চক্রবর্ত্তী তুমি যে সবারি মূলে,
সকলেরি বীজ উপ্ত তোমার তপ্ত চরণ ধূলে।

নদী দধিধারা, সীমাশেষহারা বিশাল কানন ভূমি,
ঘনজনপদ, কৃষিসম্পদ সকলি রচেছ তুমি।
দেশের ভাগ্যবিধাতা নিদাঘ, শুভদাতা চিরদিন,
খেদ ক্ষতি ক্ষয় অশুভেরো মূলে আছ তুমি সমাসীন।
হয়েছ সহায় পঞ্চতপায় যেমন যোগীর যোগে,
তৃষা বাড়ায়েছ তেমনি রোগীর রোগে ও ভোগীর ভোগে।
শুধু ইন্ধনই তুমি যোগাওনি ঋষির যজ্ঞানলে,
অলস বিলাস লালসার যাগ তোমার ঘৃতেই জ্বলে।
নৃপেরে করেছ ব্যসন-মত্ত—কামভোগে অভিলাষী,
বীরের করের অসি কেড়ে নিয়ে দিয়েছ মোহন বাঁশী।
ঘর্ম্মে কেবল তনু-চর্ম্মের বর্ণ করনি ম্লান,
দেহের কর্ম্মবল হরি' ক্রমে করিয়াছ ম্রিয়মান।
সুলভ তোমার দান লোভে মজি মোরা আলস্য-পাপে,
সে মূঢ় পাতকে এ দেশ-হতক চাতক জীবন যাপে।
শরীর ছাড়িয়া অলস মানস বেড়ায় পরীর দেশে,
অরাতি আসিয়া ভিতর বাহির জয় করে হেসে হেসে।
নিঠুর নিদাঘ, তব বৃকনাগ মক্ষীমশক দল
কোটি রোগকীট মোদের শোণিত শোষিতেছে অবিরল।
যাচিয়াছে তব দাহ শুধু অবগাহিতে রমণী দেহে,
তৃষ্ণা তোমার ভ্রাতৃ-শোণিতে তৃপ্তি খুঁজেছে গেহে।
ধূলি তব ধাঁধি মোদের নয়ন করিয়াছে শ্বাস-রোধ,
মরীচিকা তব হরেছে মোদের দিঙ্ নির্ণয়বোধ।

বিভব যা কিছু দিয়েছ দিতেছ সকলি সলিলশায়ী,
এ পরাধীনতা হীনদাস্যের জন্য তুমিই দায়ী।*
তবু দিবসেরে কর যথা তুমি পরিণাম-রমণীয়,
তেমনি বিগত বৈভব যত পরিণামে ফিরে দিও।



এ নিদাঘ যেন প্রেমাভিনয়ের বিরহ অঙ্কখানি,
দুর্ব্বাসা যেন অভিশাপ হানি দেয় ব্যবধান আনি'।
বিপ্রলম্ভে সঞ্চারী ভাব সঞ্চার করে ভীতি
নির্ব্বেদ গ্লানি, দৈন্য, জড়তা, অলসতা, মোহ, স্মৃতি।
বিরহ পীড়ন আজি অসহন, রামগিরি-চূড়া'পরে
দাঁড়ায়েছে আজ যক্ষ যুবক দূত-সন্ধান তরে।
বহুদিন গত যক্ষ-বনিতা পায়নি বারতা তার,
বসি বাতায়নে আয়ত নয়নে চাহে ব্যোমে বারবার।

আদি-শৃঙ্গার রস-সঙ্করে সুখ-বসন্ত শেষ,
প্রাবৃটসর্গে মধুর শান্ত করুণের সমাবেশ।
ষড়ধ্যায়ের বিশ্বকাব্যে নবরসে মহামেলা,
মাঝখানে তার এই নিদাঘের বীররৌদ্রের খেলা।
এই অধ্যায়ে কুরু পাঞ্চাল বীরগণ আসে সাজি,
শিশুপাল হাঁকে রাজসূয়ে, ছুটে অশ্বমেধের বাজি।
জামদগ্ন্য কি উঠিল জাগিয়া নয়নে অগ্নি যার,
ধরা-জননীরে বধিতে পরশু তুলিল কি এইবার?

অর্জ্জুন-ভুজ-কানন ছেদিয়া চলে কি বিদেহ-গেহে ?
লুকায়ে রাখিছে জনক যেখানে রামের কনক দেহে !
রক্ষোনাথের রথ কি ধরেছে জটায়ু চঞ্চুপুটে ?
নাগ-বংশের ধ্বংসের লাগি বিনতাসুত কি ছুটে ?
জন্মেজয় কি প্রতিহিংসার জ্বালিল যজ্ঞানল ?
গরল শ্বসিছে হাজার ফণায় 'অনন্ত' অবিরল !
দাহরাজ আজি প্রজার শোণিত শোষিতেছে শত 'করে',
দেশের দারুণ বজ্রশাপ যে নামিবে তাহার'পরে।

বিদ্রোহানল জাগে গৃহে গৃহে গিরি-পঞ্জর তলে,
শমীবন হতে ছুটে দাবানল—সাগরে বাড়ব জ্বলে।
ময়দানবের ভয়ে মানবের হাহাকার উঠে হায়,
গলিত হিরণ ঢালি সে পীড়ন করে বুঝি বসুধায় !
ত্বষ্টার বরে বৃত্র বুঝি রে ত্রিলোক করেছে জয়,
অরুণো যে বাম, বরুণের ধাম নেছে সবে আশ্রয়।
ঈশান-ভবনে তড়িৎস্ফুরণে রাঙায়ে হাজার আঁখি
বাসব আপন অনুচরগণে মাঝে মাঝে উঠে ডাকি'।



উপবাসে ক্ষীণা প্রকৃতি মলিনা বসেছে উগ্রতপে,
দারুণ দুঃখ সহিছে লক্ষ পুরশ্চরণ-জপে ;
যেন অপর্ণা তপোবিশীর্ণা হরের করুণা মাগি,
অনসূয়া যেন দুঃসহ ব্রতে বিশ্বহিতের লাগি।

মরু-প্রান্তরে ধরাজননীর স্তন্যের হবি দানে,
চারিটি কুণ্ডে করিছে কে যাগ চাহি সবিতার পানে ?
টানিয়া আনিবে আর্ত্ত ভূলোকে যাহার পূর্ণাহুতি,
বরুণের বর-করুণার ধারা—বিজয়ী হইবে শ্রুতি।
চাতকী-শিখীর কাকুতি কামনা—কেতকীর বেদনায়,
নীপকুটজের নিভৃত মৌন সাগ্রহ সাধনায়,
বরাভয়ময় সঞ্জীবনের পড়েছে প্রবল টান,
কোটি কণ্ঠের ত্রাহি ত্রাহি রবে দ্যুলোক কম্পমান।
কোটি কোটি বীজ সার্থকতার আগ্রহে, ধূলিতলে,
জপে যে মন্ত্র নিশিদিন, তায় ধাতার আসন টলে।
এ কোন দধীচি ত্রিলোকের হিতে যোগাসনে ত্যজে তনু,
সমাধি ভাঙিয়া সুমেরুশিখরে হুঙ্কারে কোন্ মনু ?
কোন্ পাণ্ডব দহি খাণ্ডবে তুষিতেছে দেবতারে ?
লভি গাণ্ডীব কাঁপাবে বিশ্ব বজ্রের টঙ্কারে।
মরীচিকাগুলি কোন্ সে ঋষ্যশৃঙ্গে ভুলায় নেচে,
যাঁর পদরজে যুগতৃষার্ত্ত 'অঙ্গ' যাইবে বেঁচে।
দুঃশাসনের হৃদিবিদারণ হেরিছে যাজ্ঞসেনী,—
চপলারক্তরঞ্জিত করে রচা হবে তার বেণী।
থামিবে ঝঞ্ঝা, রুদ্রদেবের পিণাকের টঙ্কার,
ভাল-নেত্রের বহ্নি নিভাতে ঝরিবে অশ্রু তাঁর।
কণ্ঠের বিষ ভেদিয়া ফুটিবে বদনে আশিস্ বাণী,
অমৃতে ভরিবে আবার হরের করের করোটিখানি।

মেঘ-তরঙ্গে গিরির শৃঙ্গে হইবে শৃঙ্গনাদ,
প্রাণ-গঙ্গায় ঘোষিবে ডমরু মঙ্গল পরসাদ।
কংস-কারার আর্ত্ত রোদন ব্যর্থ হবে না কভু,
অশোকবনের সতীর বেদনা স'বে না প্রাণের প্রভু।
রবে না মাটীর ভিক্ষাভাণ্ড বেশী দিন ঘরে ঘরে
কড়ি-দিয়ে-রচা সিন্দুর-ঝাঁপি ফিরিবে রমার করে।
হবে সুধাপীন ধেনুর আপীন, শষ্পে ভরিবে মরু,
শ্যামলানন্দে হাসিবে ক্ষেত্র, পুষ্পে ভরিবে তরু।
চক্রগদায় আজিকে ধরার অরাতি করিয়া জয়,
শঙ্খ-সরোজে শ্যামসুন্দর বিতরিবে বরাভয়।
তপনেরে মোরা করিব আপন 'সূর্য্য-হৃদয়' গানে,
অনলে তুষিব স্বাহার মন্ত্রে সুরভি সমিধ্ দানে।
মেরা তপ করি আবার জীবন জাগাবো ভস্ম-তলে,
করুণার বারি ঝরাবো হরির চরণ-কমলদলে।
শাপহতগণ লভিবে জীবন সে বারির পরশনে,
সাঁতারি ধরিবে মকরের দেহ জয় জয় গরজনে।
দেবী মহামায়া ক্রমে দশ মহাবিদ্যার লীলা সারি,
কমলাত্মিকা রূপে বরষিবে করিকুম্ভের বারি।
দেবতা তুষ্টা রাজিবে ইষ্ট বরাভয় লয়ে করে,
কুশল বিতরি সলিলের' পরি মরাল-রাজীব' পরে।
বরুণ-তোরণ গৃহ-প্রাঙ্গণ ভরিবে লক্ষ পোতে,
করুণার ধারা ঝরিবে রাজার হাজার চক্ষু হ'তে।

তরুর আতিথ্য

তরু, তোমার তোরণ তলে, অতিথ্ মোরা দলেদলে
নতুন পাতার নতুন খাতার বিপুল আয়োজনে,
তোমার— ভরা ঘটের সফল শোভার সাদর আমন্ত্রণে।
জুড়াও তরু আজ বোশেখের মরুর তৃষা ক্ষুধা,
তোমার ঘরেই বাড়তী জমা বর্ষশেষের সুধা।

কৃষ্ণচূড়ার বিতান দুলে কিসলয়ের ঝালর ঝুলে,
সোণার ডেলুই জ্বলে সোঁদাল ডালের ফাঁকে ফাঁকে,
আর— ধূপ জ্বলেছে শিরীষ আউচ শাখায় লাখে লাখে॥
তোমার ঘরে পুণ্যাহ আজ ন'বৎ বাজায় পাখী,
দখিণ পবন তোমার ছায়ায় আনছে সবায় ডাকি।

ভাড়ারঘরে দোরখোলা আজ ভোজনলোভীর নাই কোন লাজ
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়ে ভূরি ভোজের পালা,
ঘুরে— বনের বাজার উজাড় করে' হাজার ডালা থালা,
পেঁপের ফালীর ছড়াছড়ি অঠেল বেলের পানা,
ফুলের মধুর ভিয়ানে আজ নেয়াপাতীর ছানা।

কালবোশেখীর ঝর্ণাঝারায়, শিলগলা হিমজলের ধারায়
ফুলের সুবাস যোগ করে' তায় করাও তনুর স্নান,
শিরে— ঝরাফুলের গন্ধে নেয়ে উঠুক সারা প্রাণ,
পুণ্যমাসের ব্রতে তোমার ছাতিম বিলায় ছাতা
বসন বিলায় কৃপণ সিমুল, সেও আজিকে দাতা।

বাদ দেবে আর আজকে কাকে? নিমন্ত্রণের কে খোঁজ রাখে?
জুটেছে সব অনাহূত রবাহূতের দল,
যত— পক্ষী—পশু—মক্ষী—ভ্রমর—পতঙ্গ সকল।
আত্মা মোদের সপরিবার,—পঞ্চগোচর সাথে,
তোমার ঘরে আজকে, তরু, মহোৎসবে মাতে।

উজ্জয়িনীর নিদাঘ

দিনকর-কর উষ্ণ প্রখর রত চরাচর দাহনে.
তড়াগবাপীর ক্ষীয়মান নীর ঘন ঘন অবগাহনে।
গততাপখেদ চারু দিনান্ত, মন্মথ-বেগ ধীর প্রশান্ত,
সুন্দর শুচি চন্দ্র-মরীচি স্পৃহনীয়-রুচি নয়নে,—
এসেছে নিদাঘ ভূধর গগনে গহনে।

এবে ঈপ্সিত পুষ্পামোদিত বিধুমণ্ডিত যামিনী:
ত্যজি পালঙ্ক শিলার অঙ্কে তন্দ্রিতা যত কামিনী।
আজি পরিহৃত ভূষাকাঞ্চন, বাঞ্ছিত সিত পীত চন্দন।
ঘন ঘন ধারাযন্ত্র ধারায়-স্নান করে পুরভামিনী,
বৃষ্টিধারায় যেন সচকিত দামিনী।

নাগর নিকর আজি মর্ম্মর-হর্ম্ম্যান্তর-ভবনে
উশীর-অগুরু-ধূপগুগ্‌গুলুগন্ধমোদিত পবনে,
পান করে সুখে সুন্দরীবধূ— বদনোচ্ছ্বাসকম্পিত মধু,
তান-লয়-যুত তন্ত্রী-সনাথ স্বর-সঙ্গীত শ্রবণে,
করে সার্থক নিশীথে মধুর স্বপনে।

নিতম্বিনীরা শিথিলমেখলা স্বচ্ছ কোমল দুকূলে,
মলয়জ-পরিমল-বলয়িত ভুজবল্লরী-মুকুলে,
হারমণ্ডিত শান্ত উরসে, স্নান-সুশীতল অঙ্গপরশে,
কেশকলাপের ধূপ সৌরভে চম্পা শিরীষ বকুলে
করে নন্দিত ক্লান্ত গ্রীষ্মচটুলে।

তুলে মঞ্জীর হংসকাকলী লাক্ষারাতুল চরণে,
কোকনদময়ী সরসীর স্মৃতি জাগায় শবদে বরণে।
স্বেদ-নিষিক্ত দুকূলে প্রকটে, স্নাত লাবণ্য নারীতনু তটে,
দুলে পাণিপুটে উশীরসুরভি ব্যজনী ঘর্ম্ম-হরণে,
সুপ্ত কামনা বহ্নি জাগায় স্মরণে।

সৌধের কূটে চন্দ্রশালায় নাগরীরা যাপে এ রাতি,
নেহারি তাদের নগ্ন সুষমা হেরিয়া মুখের শ্রীভাতি,
নিন্দি আপন চন্দ্রিকারাজি লজ্জাপাণ্ডু চন্দ্রমা আজি।
ভবন-জ্যোৎস্না গগন-জ্যোৎস্না দুইই যাহার অরাতি,
সে প্রবাসী আজি জাগে বিনিদ্র এ রাতি।

বর্ষাবরণ

১

বর্ষা এসো, বর্ষা এসো, চাতক ডাকে ফটিকজল,
মরা ডালে জাগাও কলি, মরা গাঙ্গে লাগাও ঢল।
পূরাও তুমি পুকুর নালা জুড়াও আবার চড়ার বুক,
ঘুচাও আবার ধূলির জ্বালা মুছাও কাতর ধরার মুখ।

বর্ষা এসো, বর্ষা এসো, ডাহুকী গায় বোধন গান,
মাছেরা পা'ক নবীন জনম, গাছেরা পা'ক নূতন প্রাণ।
তৃণের আঁকুর জাগ্‌তে চাহে ঘুচাও তাহার দাহের ডর,
বর্ষা এসো ডাক্‌ছে তোমায় খেয়ার নেয়ে নায়ের' পর

বর্ষা এসো ময়ূর আবার দেখাক নাচন-রঙ্গ তার,
কদমকলি ডাকছে খালি শিউরে তোল' অঙ্গ তার।
বন্ধ টুটাও, গন্ধ ছুটাও, গুম্‌রে মলো কেয়ার ঝাড়
বর্ষা এসো হুড়্‌মুড়িয়ে ভেঙ্গে আবার দেয়ার দ্বার।

ফুলের বুকে জাগাও মধু ফলের বুকে সরস শাঁস,
তোমায় ডাকে পুকুর পাঁকে চখাচখী সারস হাঁস,
বর্ষা এসো ভরসা এসো, এসো ভুবনবাসীর বল,
বর্ষা, ঘন হর্ষ আনো, ডাকে ধীবর চাষীর দল।

২

এসো— যুবজন-কবিগণ-মনোহরণী,
বাহি— ছল ছল কল কল জলে তরণী।

এসো— মুহু মুহু পুলকিত চারু নীপপুঞ্জে,
ধাতকী কূটজ যূথী কেতকীর কুঞ্জে,
দাদুরীর কলরবে মধুপীর গুঞ্জে,
এসো— ধরা পথে মরকত-শ্যামবরণী।

এসো— গিরিদরী ভরি খর ঝরণারি হর্ষে,
অনারত ঝর ঝর প্রাণরস বর্ষে,
ধূসরে শ্যামল করি' ও-চরণ স্পর্শে,
আর— অমল কমল দলে ভরি ধরণী।

এসো— পুলকিত পল্লীর খল খল হাস্যে,
হরষিত কৃষাণীর ঢল ঢল আস্যে,
চপলায় চমকিত আলোকিত লাস্যে,
অই— ঘন ঘন মুখরিত তব সরণী।

নববর্ষায়

আজি—পুষ্পে পুষ্পে নবীন মাধুরী এলে ফিরে,
নব—শষ্পে শষ্পে শ্যাম নিবিড়তা আসে ঘিরে।
আজি—স্বর্গে মর্ত্তে মিলন মহিমা জলে থলে,
অয়ি—মুগ্ধে কান্তে ফিরে এসো হৃদি শতদলে।
আজি—শৃঙ্গে শৃঙ্গে মিলাইছে প্রেমে মৃগমৃগী—
আজি—ভৃঙ্গে ভৃঙ্গে শোভিল কমলে ভরা দীঘি,
হের—বৃক্ষে বৃক্ষে জড়াইছে লতা মনোরমা,
মম—বক্ষঃ কক্ষে ফিরে এসো প্রিয়া প্রাণোপমা।
আজি—অঙ্গে অঙ্গে প্রেমশিহরণ ঘনঘন,
ঘটে—কুম্ভে কুম্ভে বাজিছে কাঁকন ক্বনক্বন।
বন—কুঞ্জে কুঞ্জে কেকার কাকলী বিষভরা,
মম—কর্ণে কর্ণে সুধাভাষা প্রিয়ে আনো ত্বরা।
আজি—চক্ষে চক্ষে চপল চাহনী হলো বাঁকা,
আজি—বক্ষে বক্ষে উদাস পরাণী ফাঁকা ফাঁকা।
ছিঁড়ি—মর্ম্ম-গ্রন্থি ডাহুক ডাহুকী ডাকে শুধু
এত—বর্ষা-হর্ষে তুমি বিনা সখি সব ধূ ধূ।
আজি—বজ্রোৎকীর্ণা চকিত চপলা খনে খনে,
কূজে—মন্দ্রোৎকণ্ঠা বিহগ বিহগী বনে বনে,
আজি—ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে করে নদনদী কোলাকুলি,
মম—নেত্রে নেত্রে বিহর' প্রেয়সি হুলি-হুলি।

বর্ষা-হর্ষ

মীন-কটাক্ষে পীন পয়োধরে পুলিনের শ্রোণি-তটে
কলতরঙ্গে প্রকৃতি অঙ্গে যৌবনজয় রটে।
করি স্নানশেষ পরি' রাণীবেশ ধূপধূমে কেশ খুলি',
কেতকীর রজে বর তনু মেজে শোভে বনবধূ-গুলি।
দিগ্‌বালিকার লীলা-শালিকায় বলাকা-মালিকা দুলে,
সর্জ্জ-কাননে অর্জ্জুনবনে কলতান তারা তুলে।
ত্যজি ফুলধনু ধরি' জলধনু স্মর ধারাশর হানে,
ত্যজি ধূলিভার ফুলরেণু-হার সমীরণ বহি' আনে।
মৃণাল-কন্দ পাথেয় লইয়া মরাল 'মানসে' চলে,
দাদুরী মদির মাধুরী বিলায় তমালতিমিরতলে।
বন্যার পরে তরণীরা দোলে পণ্য-পীবর বুকে,
ধন্য আদরে ধরণীর কোলে কৃষক-ধীবর সুখে।
বিলোলা বল্লী তরুরে জড়ায় পীবর পাণির ডোরে,
ব্রজের স্মৃতিতে নীপের অঙ্গ উঠে রোমাঞ্চে ভ'রে।
যূথী প্রিয়ঙ্গুকলিদের কেহ ফুটিতে কি আছে বাকী?
আজিকার মিলনোৎসব দিনে কে মুদে রহিবে আঁখি?
চন্দ্রকজালে আজি শিখণ্ডী বিথারে ইন্দ্রজাল,
মেঘমল্লার-সঙ্গীত সনে নেচে নেচে দেয় তাল।
ডাহুক ডাহুকী চাতক চাতকী সরোবরে চখাচখী,
মুখোমুখী আজি চঞ্চু মিলায় মিলে যত সখাসখী।

কৃপাভাণ্ডার করিয়া উজাড় ছড়াইছে ভগবান
মেঘ-মৃদঙ্গ তালে তালে উঠে শত তরঙ্গ.তান।
দধি-মঙ্গলে চরাচর আজি নেচে দেয় গড়াগড়ি,
বনকীর্ত্তনে ক্রমে ক্রমে প্রেমে বুকে বুকে জড়াজড়ি।
পল্লীনগরে ক্ষেতে তরী' পরে উল্লাস-কলরোল,
একসনে যেন মিলেছে ঝুলন রাসরথ আর দোল।

ইন্দ্র-ধনুর তোরণের তলে নামে ইন্দ্রের রথ,
চক্র-পীড়নে গুরু গর্জ্জনে চপলাচকিত পথ,
উটজাঙ্গনে ইন্দ্রবরণে কুটজ ছড়ায় লাজ,
সিত ফেন-দধিঘট শিরে নদী হুলু দেয় তায় আজ।

কবি ধর গান মল্লার-তান উল্লোল বরষায়,
ভামিনীরা আজ মানিনী থেক' না শুভখন বয়ে যায়।
ঢালো গ্রামবধূ কাজরীর মধু 'সুরট'-পুরটপুটে,
নাগর-জীবন নিগড়ে বেঁধেছ আজি কে সৌধকূটে?
কামিনী-কানন আজিকে শোভন কামিনী-আনন প্রায়,
যূথিকা-বীথিকা ডাকে তোমা, শুন' সুরভি গীতিকা গায়।
এস আশাভরে আষাঢ়-বাসরে লাজ কাজ সাজ ফেলি,
সুর তটিনীতে পুরকামিনীরা কর আজ জলকেলি।
লীলা তরঙ্গে ধারা-সঙ্গমে জড় জঙ্গম জুটে—
বরষা আজিকে হরষ ছড়ায় সবে এসে লও লুটে'।

জগজ্জীবন

তুমি শুধু বায়ু-জল-ধূম-জ্যোতিঃসন্নিপাতে জড় অচেতন,
একথা যে মিথ্যা ঘোর একথা মানিতে মোর ব্যথা পায় মন।
তুমি যদি জড় তবে, কে আর সজীব ভবে? জীবনভাণ্ডার,
মৃতসঞ্জীবন তুমি তোমারি জীবনে বাঁচে এ ভবসংসার।

মরুতে ফুটাও ফুল, শিলাস্তরে রসাঙ্কুর, শ্মশানে জীবন,
লভি তব, হে পর্জ্জন্য, সুধা-সুমধুর অন্ন, বাঁচে প্রাণিগণ।
লৌকিক জীবনধর্ম্ম পালনা, নাস্তিকে তাই জড় বলি' জানে,
ব্রহ্মসম আপনারে ব্যক্ত করিয়াছ তুমি কোটিকোটিপ্রাণে।

ঝুলন

আজকে গগন-বৃন্দাবনে ঝুলন ঝুলিল,
মেঘের তমাল পর্ণঘনে মাতন তুলিল।
এলায় বেণী ঘাঘ্‌রা ঘুরে উতল বায়ে ওড়না উড়ে
হিন্দোলায় আজ নীলাম্বরীর বাঁধন খুলিল॥

আজকে গগনঘনগহনভুবন ভরিয়া,
কদম-কেশর কেতক-পরাগ পড়্‌ছে ঝরিয়া।
মৃদঙ্‌ বাজে ধূম্রবনে ময়ূর নাচে দিগঙ্গনে
ইন্দ্রায়ুধের ছটায় তাদের কলাপ দুলিল।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

আষাঢ়ে আদি-বাসর পুন আসিল অই ফিরিয়া,
নিবিড় ঘোর মদির মোহে দিগ্বিদিক ঘিরিয়া।
কাজল চোখে অমিয়া ঝরে, সজল পাতা নমিয়া পড়ে,
অতীত স্মৃতি জাগিছে ধীরে ব্যথিত চিত পীড়িয়া।

কে কোথা আজি বিরহী আছ জড়তা হতে জাগ'রে ;
চপলাতরী ভেসেছে হের বেদনা-শোক-সাগরে।
কুটজ-ফুলে ভরিয়া ডালা যূথীবকুলে গাঁথিয়া মালা,
অর্ঘ্য রচি' স্বর্গচারী দূতের কৃপা মাগ'রে।

দরদী সে যে ঘুনিয়ে তাই ঘনায়ে আসে গোপনে,
বয়ান তার করুণা মাথা, সহানুভূতি নয়নে।
ভুবনে যেন আড়াল করি, নিভৃত রচি' কণ্ঠ ধরি'
শুধায় তোমা কোন বারতা পাঠাবে প্রিয়া-সদনে।

বারতা তব বিরহ-দূত প্রিয়ারে তব বলিবে,
ভব-বিদিত কুলে সে জাত কখনো নাহি ছলিবে।
দিয়াছে কবি নিদেশ যবে, যুগে যুগে তা বহিতে হবে,
বিরহ-লিপি তাহার বুকে দামিনী হয়ে জ্বলিবে।

হিয়ার হ্রদে প্রিয়ার মুখ ফুটিছে কার পুলকে ?
সুখীরো, শুনি, উদাস মতি নামিলে মেঘ ভূলোকে।
বিরহী তরে উদাসমনা ফেলিও কৃপা-অশ্রুকণা,
দীনা ধরারে করোনা ঘৃণা রহিয়া সুখে দ্যুলোকে।

হে কবি, তুমি কল্পলোকে পাঠালে কোন্ বারতা ?
প্রতি জনমে জাতিস্মর দূতটি স্মরে সে কথা।
প্রিয়ারে প্রতিলিপিটি তার পাঠাই মোরা, ভাবিনা আর,
বহিয়া বুকে অমর তারে করেছে ঘন-দেবতা।

মেঘ-মসীতে লিখিল তব চপলাময়ী লেখনী,
স্মৃতি-ফলকে প্রতি পলকে গুমরে আজো সে ধ্বনি।
প্রেম-তৃষারে চাতকীরূপ দিয়াছ মেঘে, হে কবি-ভূপ,
ত্রিলোক লাগি লিখেছ কবি একের লাগি লেখ'নি।

হে কবি তুমি,—জানিনা কোন অলকাপানে চাহিয়া,
শোকেরে শ্লোকে সান্দ্র করে' নৃ-লোকে গেলে গাহিয়া।
উজ্জয়িনী-রাজসভার পূজ্য যিনি, কি ব্যথা তাঁর ?
খুঁজেছ কোন দ্যুলোকে কূল মেঘের তরী বাহিয়া ?

হে কবি, অভিশাপের কথা ব্যথিত চিতে স্মরি যে,
ইহ-জীবনে নির্ব্বাসনে কাহারে দূত বরি হে ?
অলকাস্মৃতি ভূলোক-তীরে উদাসী করে এ প্রবাসীরে,
স্বদেশে যাব' কবে যে ফিরে, অকূলে কোথা তরী রে !

যৌবনের অভিশাপ

নব আষাঢ়ের শুভ বাসরের মুরজতান,
অলকার বাণী কানে দেয় আনি শিহরে প্রাণ।
ছুটেছে রুধির শিরায় শিরায় চঞ্চলিয়া,
উঠেছে মদির মনে বনে নীপ মঞ্জরিয়া।
আজি স্বাধিকার-মত্ত আমার এ যৌবন,
হে চির-তরুণ, করিছে করুণ আকিঞ্চন।
আজি অভিশাপ দূর কর তার, ক্ষমিয়া মোহ,
সব অপরাধ, অবোধ প্রমাদ, চপল দ্রোহ।
মধুমাসে যথা পিকেরে ভ্রমরে চকোরে ক্ষম',
শরতে যেমন মরাল সারস মকরে ক্ষম,'
আজিকে যেমন ক্ষমিছ শিখীর মদোৎসবে,
তেমনি নিলাজ যৌবনে আজ ক্ষমিতে হবে।
ঝুলনের দিন মিলনের দিন এসেছে আজ,
আজি যৌবনে ক্ষমিবার দিন, হে রসরাজ।
আজি যদি তুমি নাহি ক্ষম' তার চঞ্চলতা
চপল কিশোর, ব্রজলীলা তব কথার কথা।
গোলোকে থাক' না, থাক' তুমি তবে ব্রহ্মলোকে,
মিছা কথা তবে কেঁদেছিলে কবে সীতার শোকে,
গীত-গোবিন্দে তুমি নাই, শুধু গীতায় রহ,
মদনমোহন নহ, মদনের পিতাও নহ।

ইন্দ্রধনু

বিজয়-তোরণ! যবে লাঞ্ছিত ঝঞ্ঝা পলায় দিগ্‌বিদিকে,
জাগো তুমি নভে, কি-যে তুমি তাহা শুধাবোনা কোন বৈজ্ঞানিকে।
আজো তোমা জানি, বাল্যেরি মত, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে রঙীন সেতু,
রচিত গগনে দেবতাগণের এপারে গমনাগমন হেতু।
তোমার মাঝারে মণিরতনের স্বপন হেরি যে উন্মাদনা,
আলোকতত্ত্ব দৃগ্‌বিজ্ঞানে দিতে পারে তার একটি কণা?
ওগো প্রেমধনু, মণিহেমতনু, নহ কল্পনা, তুমি যে ধ্রুব,
আছে বিধাতার মহিমার বেদে কেমনে লভিলে ও-তনু শুভ।
প্রথম যেদিন উদিলে গগনে, বিভুর রঙীন্ উত্তরীয়,
কেমনে মোদের বীজী-পুরুষেরা বরিল তোমায়, হে চিরপ্রিয়?
যখন প্রথম চারু জ্যোতি তব পড়িল গিরির তরুর 'পরি,
আশিস্ লভিতে জননীরা বুঝি শিশুগুলি হাতে তুলিল ধরি'?
কুসুমের ধূপ ধরণী জ্বালায়, আগমনী গায় ডাহুক চখা,
তোমার কান্তি গায়ে মাখি গায় জয়গান শিখী,—তোমার সখা।
তব মহিমায় হয় রমণীয় গিরিবন তরু তটিনী সবি,
উজ্জ্বল নিধি রচে জলনিধি তোমার বিম্ব বক্ষে লভি'।
জরাজর্জ্জর সকলি বিশ্বে, তেমনিটি আছ, হে চিরনব,
প্রথম যেদিন চারু তারুণ্যে জাগিলে উজলি' আদিম নভঃ।
একই রূপ তুমি কেমনে রাখিলে যুগে যুগে তাঁর বিধান ছাড়া,
মানবে প্রথম হর্ষ যা' দিল পুরাণো কি হয় তাহার ধারা?

প্রাচীন কবিদের বর্ষা

নীলাম্বরের তমালবনে ফুট্‌ল তড়িৎ মঞ্জরী,
চন্দ্রকচূড় পীতাম্বর আজ দোল খেলে তায় সঞ্চরি ;
গোঠে— গোপাঙ্গনা উন্নয়নে, দেখ্‌ছে কি তাই ক্ষুণ্ণ মনে ?
আজ্‌কে শিখী কোকিল হ'লো, চাতক হলো চঞ্চরী।

পুষ্পিতা আজ বন্ধ্যাভূমি ফুট্‌ল কোমল কন্দলী,
মল্লীদলে বল্লরী আজ ভর্‌ল শ্যামল অঞ্জলি।
যূথী— শিলীন্ধ্র-সু-গন্ধভারে, পথ খুঁজে পাই অন্ধকারে।
চন্দ্র গলে, সূর্য্য গলে, বজ্রেরও যায় মন গলি'।

এমন দিনে বিদায় দিয়ে আপন প্রাণের বন্ধুরে,
নীপের শাখার দীপের শিখায় শলভ হয়ে মন পুড়ে।
বৃথা— কুটজ ছিটায় দধির কণা, পথিকবধূ অধীরমনা,
সর্প হয়ে তুল্ল ফণা স্মরের শায়ক বন জুড়ে'।

"এমন দিনে কে র'বে হায় বঁধুর' পরে মান করি ?"
মধুপ আজি বল্‌ছে শোন' মধুর সুরে গান ধরি ;
যেন— মেঘাবৃত শশীর কলা, কোষাবৃত অসির ফলা,—
কেতক, আজি গন্ধ হানে, কখন্‌ বা নেয় প্রাণ হরি'।

২

সানু-কন্দরে অনুমন্দ্রিত গিরি-প্রপাত মিশিছে নদে,
যেন গজানন-কণ্ঠ গরজে ভৃগুরাম সহ রণোন্মদে।
দাত্যূহ নীড় ভেঙে ফেলে আজ, কপোতেরা নব কুলায় রচে,
শিখিরাজ গিরিনাট-মণ্ডপে বারিদ-বিতানে মাণিক খচে।
বেতসী-কুসুমে বাসিতসলিলা কুঞ্জসরিৎ বেত্রবতী,
বায়ু, গজাহত সল্লকী-দলগন্ধ বহিছে মন্দগতি।
পূর্ব্বপবনে গিরিবনশ্রী বিহগী হইয়া উড়িতে চায়,
স্ফূট কদম্বে আজিকে তাহার শত সহস্র ডিম্ব ভায়।

কেলি-কদম্বে কল কাদম্বে মেঘমালা আজ কাদম্বিনী,
পীনশিলীন্ধ্র কন্দল দলে মেদিনী আজিকে মেদস্বিনী।
সাশ্রুনয়না বিদ্যুন্ময়ী 'কৃষ্ণা' দিবস রাণীর কেশে,
সর্জ্জের সাথে 'অর্জ্জুন' আজি বিজয়মাল্য পরায় হেসে।
রাজগৌরবে বারিধর শোভে শ্রীদামিনী তুষে আলিঙ্গনে,
কলাপীচারণ,—স্তুতি সঙ্গীতে, প্রাচ্য সমীর,—সংবাহনে,
অশনি করিছে শাসন-ঘোষণা, দ্বিজ চাতকেরা যাচক দ্বারে,
ইন্দ্রধনুটি রাজলক্ষ্মীর শৌর্য্য-গরিমা দিয়াছে তারে।

গণ্ডমদিরাসক্ত ভৃঙ্গে শ্রুতিপল্লবে তাড়ায় গজ,
অবশাঙ্গের জড়িমা দূরিতে মাখে মধুকর কেতকীরজ,
কেতকীকুঞ্জে ক্ষতবিক্ষত জুড়াইতে যায় কামিনী-বনে,
পরশে পাখার ঝরে দল তার—মধুকর আজি প্রমাদ গণে।

৩

ভৃঙ্গনীল দেহে চপলাপীতধটী, বকালী-শঙ্খ শ্রীহস্তে,
চরণ-বিক্রম করে কি নারায়ণ আজিকে বলিরাজ-মস্তে ?
সঘন ব্যোম ধৃতরাষ্ট্র সম, শিখী দুর্য্যোধন সম গর্জ্জে,
কোকিল, দ্যূতজিত ধর্ম্মরাজসম নীরবে হৃত দেশ বর্জ্জে।
ভ্রাতারা অনুগামী হংসসম, ভেক কর্ণসম মাতে হর্ষে,
ভীষ্ম-দ্রোণসম গ্রীষ্ম-দ্রুমগণ অশ্রু নতশিরে বর্ষে।
বৃষ্টিধারা ঝরে রূপালীজরি যেন দামিনী-দীপালোকে ঝলিয়া,
ছিন্ন অম্বর-পটের দশাসম বারিদ পড়ে আজি গলিয়া।

আর্ত্তনাদ করে বিরহি-হৃদি-সম নীরদ চলি গিরি শিখরে,
ব্যজন করে তারে শিখীরা শিখা মেলি' মণির দ্যুতি তায় ঠিকরে
হৃষ্ট দর্দ্দুর পঙ্কক্লেদ-জলে মেতেছে ভূরি ভোজে তড়াগে,
নীপের দীপ জ্বলে তটবীতমঃ হরি ষড়্জে গায় শিখী সরাগে।
মেনকালিঙ্গনে ঋষির তপ' সম নিশীথনাথ আজি মগ্ন,
গণিকা-নারীসম চপলা চঞ্চলা রয়না এক দেহে লগ্ন।

প্রবল ধারা শরে তড়িৎ কেতু রথে অশনি দুন্দুভি বাজিয়ে,
দিবসনাথে জিনি' হরিছে তার 'কর', বিজয়ীপয়োধর আজিকে
সোমের আঁখি ঝুরে ব্যোমের বনে-বনে, জ্যোছনা হৃতা মেঘাবরণে
গলিত বল্মীক, গলিল বাল্মীকিচিত্ত যথা সীতাহরণে।
সুরেশ নানা সুরে বাজায় বনবীণা, দিবস-নিশা-ভেদ লুপ্ত,
গগন দ্রবীভূত বজ্রানলে, মহী কমল-আঁখি মুদি' সুপ্ত।

৪

নীপ-সৌরভে ভরি দশদিশি নৃপ-গৌরবে আজ
অই—এসেছে প্রাবৃট্ রাজ।
সজল জলদ গজযূথ তার, তড়িতে কেতন উড়ে,
সঘন অশনি—মর্দ্দলে ধ্বনি ঘোষিছে অবনী জুড়ে,
আজ—প্রাবৃট পশিল পুরে।

মেঘের মন্দ্র শুনি মাতঙ্গ মেতে উঠে মদ ভরে
রোষে—অনুহুঙ্কার করে।
ষট্পদগণ কট-মদ-লোভে গণ্ডে তাদের বসে,
উৎপল ভ্রমে নৃত্য-বিতত শিখীর কলাপে পশে।
হ্রদে—তেয়াগিয়া তামরসে।

গিরির দগ্ধ হৃদয় জুড়ায় প্রেমময় মেঘগুলি
করি—বারবার কোলাকুলি।
সমূলে উপাড়ি তীর-তরু, নদী আবিলসলিলমতি,
রূপবতী—হতভাগিনীর মত চলে যথা উপপতি
কূলে—কে রোধে তাহার গতি?

তড়িতে পাখ্না পুড়িয়া যাক্ না—চাতকী ছুটিছে তবু
তাকে—ডেকেছে প্রাণের প্রভু।
কুলের অবলা সহসা সবলা করে দূরে অভিসার,
স্বভাব-চপলা চপলা দূতিকা সহায় হয়েছে তার
পথে—চমকিয়া বারবার।

নিতম্বিনীর শ্রোণিচুম্বিত লম্বিত কেশ-পাশে,
চারু—স্ফুট কদম্ব হাসে।
ত্যজি অনঙ্গে অঙ্গনা আজি ইন্দ্রদেবেরে পূজে,
সন্ধ্যার মেঘ-মন্দ্রে কৃপার ইঙ্গিত বলি বুঝে,
ত্বরা—বন্ধুর গৃহ খুঁজে।

প্রেয়সী কানন-রমার আনন রাঙায় প্রাবৃট-রাজ
চুমি'—ভাঙ্গায় তাহার লাজ।
শোভায় কুটজে কটিতট, শ্রুতি তরল মুকুতা ফলে,
কবরীতে দেয় সুরভি করবী, মালিকা যূথিকা-দলে
তার—মালা গেঁথে দেয় গলে।

লভি নববারি দাহ তাপহারি, আজি ধরা-নারী সুখে
ধারা—স্নান করি কৌতুকে,
ইন্দ্রগোপের বিদ্রুম, নব তৃণ মরকত রাজি,
নব কন্দলী ইন্দ্রনীলের রম্য ভূষায় সাজি—
রূপে—বরবর্ণিনী আজি।

নববারি-সেকে রোমে রোমে জাগে নারী-দেহে অঙ্কুর,
কালো—অগুরুতে ভুর ভুর।
পৌর প্রাসাদে বজ্রের নাদে কামিনীরা কাঁপে ডরে,
মানিনী ভামিনী মান ভুলি নিজ দয়িতে আঁকড়ি' ধরে,
ভয়ে—নিশীথ-শয়ন' পরে।

পথিক-দয়িতা শয্যাশায়িতা মরে খর স্মর-শরে,
তার—নয়নে বরষা ঝরে।
তনু-দাহ অনুলেপনে মাল্যে দূর হয়নাক আর,
একে একে সবি অঙ্গের ভূষা করিয়াছে পরিহার
লঘু—দুকূল হয়েছে সার।

চলে বায়ু অতিমন্থরগতি শীকর-নিকর বহি'
ধীরে—বিরহিচিত্ত দহি'।
মন্থরতর চলে পয়োধর বিষে অন্তর জরে,
প্রবাসিজনের দণ্ড প্রহর মন্থরতায় ভরে,
তার—গজগমনারে স্মরে।

নভঃসতীর পীন পয়োধরে দুলিছে তড়িৎ হার,
মরি,—হরিতে হৃদয় কার?
শৈল-শিখরে শিখা বিস্তারি' শিখীরা লাস্য করে,
ময়ূর-পুচ্ছ ধরি যেন গিরি মৌলি-চূড়ার 'পরে
আজ—গিরিধারিরূপ ধরে।

"সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং"

সন্তপ্ত-শরণ মেঘ, বন্ধু তুমি, দ্বিধা নাহি তায় ;
একই দশা দুজনের ব্যথাময় এই বরষায়।
তুমিও গাহিছ বন্ধু মোরই মত বিরহের গান ;
থেকে থেকে চপলায় চমকিয়া উঠে তব প্রাণ।

গুমরি গুমরি বক্ষে গুরুব্যথা তোমারো বিহরে,
বজ্র-গর্জ্জে মোরি মত তোমারো-ত হৃদয় বিদরে।
আমারি মতন তব বেদনায় সকলি আঁধার,
কালিমায় ডুবে যায় কর্ম্মহারা নিখিল সংসার।

কাঁদিতে কাঁদিতে তুমি মোরি মত ঘুমাইলে হায়,
সুখস্বপ্ন হের বন্ধু ইন্দ্রধনু বর্ণের আভায়।
সুখ-চন্দ্রে বক্ষে ধরি যামিনীতে বিনিদ্রনয়ন,
চন্দ্রিকায় রচ' তুমি কল্পনার মিলন ভবন।

দূরে রহি মোরি মত বিরহিনী তোমার শিখিনী,
মিলনের উৎকণ্ঠায় কেকাকণ্ঠে কাঁদে একাকিনী।

কাজরী

শোভন গহনে ঘন হরিৎ ঘটা,

ত্বরা—বনে এস সই

সঘন গগনে হেন তড়িৎ ছটা,

মোরা,—কোণে কেন রই ?

কি কথা শুনাল দেয়া নীপের কানে—

সে যে—শিহরে শাখে,

রজনীগন্ধা কেয়া গন্ধ হানে—

অলি—বিহরে ঝাঁকে,

বুল বুল কূজে মুহু গুলবাগানে—

শিখী—ক্রৌঞ্চ ডাকে,

ষোলসাজে সেজে এস বনের পানে—

নাচ'—তাথৈ তাথৈ ।

কবরী দুলায়ে এস ঘাঘরা পরি—

এস,—কলসী কাঁখে,

মঞ্জীর-রবে সারা নগরী ভরি'—

এস—নোলক নাকে,

বরষা চলিয়া যায়, এসেছে তরী,—

ফিরে—পাইবে তাকে,

ফিরিবে না যৌবন বিশবছরী—

তুমি—কাঁদনা যতই ।

শ্রাবণ-প্রশস্তি

বাসব-ভবন হতে এলে নামি বিলাসী শ্রাবণ,
মূর্ত্তিমান আনন্দ প্লাবন।
কলকণ্ঠে কল্লোলিনী দূতী তব শ্রোণিভারানতা,
দু'কূল আন্দোলি চলি দিগ্‌দিগন্তে বহিছে বারতা।
সাজিল গগন-বধূ এলোকেশে চপলা-মালায়,
কপোলে চুম্বন দিলে মেঘে ম্লান চাঁদ হ'য়ে ভায়।
সাজালে বসুধাঅঙ্গ শ্যামশষ্পাস্মিত শোভা দিয়া,
কদম্বকূটজ-হারে গন্ধভারে কবরী রচিয়া।
বনান্ত-অঞ্চল চুমি চঞ্চরীরা মাতিছে গুঞ্জরি',
কর্ণে তার অর্জ্জুন-মঞ্জরী।

মিলন মঙ্গলময়,—মদমত্ত চঞ্চল যৌবন,
লয়ে তুমি এসেছ শ্রাবণ।
মদালসা ময়ূরীর নৃত্যগীতে দিলে মধুরিমা,
ভূধর-বধূরে দিলে সুধা-উৎসে মেনকা-গরিমা।
চাতকীরে চিত্ততোষ কেতকীরে সুরভি উচ্ছ্বাস,
মরুর কঙ্কালে দিলে সঞ্জীবন শ্যামল উল্লাস।
নবীন পল্লবভূষা বল্লরীরে তরু-আলিঙ্গন,
সমীরণে, প্রকৃতির সিক্তালকে স্নানান্ত-চুম্বন।
দিলে অন্ধকার পথ, অভিসারে চলিছে কামিনী
পথে দূতী দিয়াছ দামিনী।

পরক্ষণে তোমা হেরি হে শ্রাবণ রাখালের বেশে,
ইন্দ্রধনু-শিখিচূড়া কেশে।
শাঙলী ধবলী ধেনুপবিবৃত শ্বেত শিলা'পরে,
গলে বকফুল মালা, ব'সে আছ উদাস অম্বরে।
তোমার মুরলী তানে পুলকিত প্রিয়ঙ্গু-মুকুল,
হিয়ঙ্গুফেনিল ছুটে দুগ্ধনদী প্লাবিয়া দু'কূল।
দূর্ব্বা রোমাঙ্কুর জাগে প্রান্তরের সর্ব্ব দেহময়,
কেতকী কত কি কথা কামিনীর কানে কানে কয়
প্রাক্তন-জন্মের প্রীতি এতদিন আছিল পাশরি,'
স্মরাইছে তোমার বাঁশরী।

তোমার মদির মোহে ছিল যারা আবেশবিহ্বল
বেণু-তানে হইল চঞ্চল।
তেয়াগি কণ্ঠেরে তৃষা জ্বলে' উঠে মনের ইন্ধনে,
প্রসুপ্ত দক্ষিণ বায়ু জেগে উঠে স্নায়ু-কুঞ্জবনে।
কুররী কুররে যাচে, ক্রৌঞ্চ তার বাঞ্ছিতারে চাহে।
দাহুরী ডাহুকী আজি ছাতিফাটা মত্ত গীতি গাহে।
মরালী মরাল মাগে, মৃগী মৃগ, ময়ূরী ময়ূর,
নব মেঘ-দূত রচে যুবকবি বিরহবিধুর,
আঁখির কজ্জল দিয়ে লিপি রচে ওে
মুগ্ধা বালা আজি সাহসিকা।

তার পর একি হেরি যুবরাজ হে শূর শ্রাবণ,
কোথা তব বিলাস ভবন ?
একি সাজে সাজি এলে ত্যাজি বংশী বনফুলহার,
বর্ম্মে তনু আবরিয়া, অংসে ধনু, করে তরবার,
চতুরঙ্গে রণরঙ্গে সঙ্গে শত তুরঙ্গ কুঞ্জর,
বৃংহণ হ্রেষণ-ধ্বনি ঝনঝনি রথের ঘর্ঘর,
ঘোষিছে সমরযাত্রা, বজ্রময় কোদণ্ড-টঙ্কার,
জ্বালায় বাড়ব-বহ্নি ভয়ঙ্কর উঠে হুহুঙ্কার,
দিগ্বারণ-কুম্ভ টুটি' অন্তরীক্ষে ছুটে মদধারা,
পথধূলি ফেন-পুঞ্জে হারা।

এ সজ্জা হেরিয়া তব রণমল্ল সশস্ত্র শ্রাবণ,
শশব্যস্ত ভয়ে ত্রিভুবন।
পথ ছাড়ি এস্ত ধরা স্তব করে জুড়ি দুই পাণি
আসন্ন আশঙ্কা স্মরি উন্নয়ন স্তব্ধ অরণ্যানী।
সন্তান ছুটিয়া মাতৃবক্ষোদুর্গে লভিছে আশ্রয়,
প্রিয়েরে আঁকড়ি ধরে নববধূ লজ্জা করি জয়,
পথঘাট জনশূন্য, রুদ্ধ দ্বার ভবনে ভবনে,
বন্য জীব ছুটে গ্রামে, গ্রাম্য জীব ছুটে যায় বনে।
লুকাইয়া নামি উষা দ্বার ঠেলে ধীরে ঘরে ঘরে,
দিবসের আঁখি মুদে ডরে।

তারপর একি হেরি কোথা ভেরী রথ করিগণ ?
একি সাজে সাজিলে শ্রাবণ ? •
কীর্ত্তনে নর্ত্তন তব হেরি আজি বিশ্ব-নদীয়ায়,
ঢল ঢল কান্তি, আঁখি ঢুলু ঢুলু প্রেম-মদিরায়।
প্রেমাশ্রু ঝরিছে তব দরদর আনন্দ উন্মাদে,
রসের তরঙ্গ উঠে মেঘময় মৃদঙ্গ-নিনাদে।
ধূসর সোনার অঙ্গ ব্যথা পায় ধূলায় কাদায়,
ইন্দ্রলোকে শচীমাতা দশা দেখে করে হায় হায়।
দ্রুম-লতিকায় নদী-পারাবারে প্রেম বিতরণ
মেঘে মেঘে আজি আলিঙ্গন।

নাচিয়া উঠেছে বিশ্ব, একি দৃশ্য তোমার কীর্ত্তনে,
হৃদি নাচে তোমার নর্ত্তনে।
করতালি দিয়া নাচে নদ নদী নানা রঙ্গ ভরে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে, তরী নাচে উত্তরঙ্গ 'পরে।
পল্লীর মালঞ্চ-কুঞ্জে নাচে শ্যামা পল্লীবধূগণ ;
কুন্তিকা কলস্বী নাচে সরোবরে সঞ্চারি' যৌবন।
মেখলা দুলায়ে নাচে নিতম্বিনী নিসর্গ-সুন্দরী,
সারস মরাল নাচে তব রস-পাথারে সন্তরি'।
নাচিছে নিখিল প্রাণ তোমা সনে স্বর্গবসুধার
তার সনে হৃদয় আমার।

অকস্মাৎ সব শেষে একি বেশে আসিলে শ্রাবণ,
সৌম্যকান্তি নয়ন-পাবন।
লম্বমান জটাজুট, বক্ষ-তটে কাশশ্মশ্রু-ভার,
রুদ্রাক্ষ-মালিকা কণ্ঠে, দীপ্ত নেত্র শ্রীকরে ভৃঙ্গার,
হোম-ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রক শোভে ভালে ত্রিধারা-সঙ্কাশ,
সোমগন্ধি স্বেদ-বিন্দু সিক্ত করে কৃষ্ণাজিনবাস।
ধূমকষায়িত নেত্র,—হোত্রশেষে সাফল্যে উজ্জ্বল,
ছিটাইলে শান্তি-বারি, মূর্ত্তিমান যেন তপঃ ফল,
সঞ্জীবন-হর্ষে পুনঃ জীব-লোক জাগিল অমনি,
করি উচ্চে জয়জয়ধ্বনি।

যজ্ঞ হতে পর্জ্জন্যের অন্ন হ'তে জীবের জীবন,
জন্ম দিলে দেবর্ষি শ্রাবণ।
তারপর একি হেরি বিস্ময়ে যে কণ্টকিত কায়,
বসিয়াছ যোগাসনে রুদ্ধশ্বাস কোন সাধনায়?
অনাবর্ষ, শোষ, দাহ, তর্ষ আদি সুরারি-বিনাশে,
আপন অশনি-অস্থি দিতে চাহ ভৈরব উল্লাসে?
সিন্ধুতে স্বনিল শঙ্খ, বসুন্ধরা মন্দার-সুরভি,
দুন্দুভি বাজিল স্বর্গে, পুষ্প-বৃষ্টি করে চন্দ্ররবি।
বাঁচাইলে বিশ্বভূমি দিয়া তুমি জীবন আপন,
জয় জয় বিজয়ী শ্রাবণ।

ভাদরে

আজিকে মধুর ভরা ভাদরে,
ঝরে নভে নীরধারা,　　　ঘরে ঘরে ক্ষীরধারা,
দাদুরী মুখরা হলো আদরে।

ছুটে ধারা টুটে' কারা গিরিদরী বিদারি'
হ্রদ-সরোবর নব সরসিজে শ্রীধারী,
নাহি কোন প্রয়োজন আজি লাজ দ্বিধারই,
মিছে নিষেধের বাঁধ বাঁধ'রে।

মীন-বিনিময় করে আজি বকবকীরা,
নিশীথেও মিলে আজি যত চখাচখীরা,
ঘরে নীরে কলরব করে সখাসখীরা,
নবীন মাধুরী দয়িতাধরে।

বুকে ব্যথা পুষি বৃথা মিলনের প্রয়াসে,
কোন শাপে কোন পাপে, বঁধু তুমি, প্রবাসে?
সকল বাঁধন ছিঁড়ে ফিরে এস স্ববাসে,
মিছে কেন মেঘদূতে সাধ'রে।

যুথহীন হয়ে মীন ঘুরেনাক সরসে,
ফুলবধূ হেসে মধু ঢালে অলি-পরশে,
গিরি-উরসিজ ধরা ঢাকে লাজে হরষে,
নিখিল আকুল হলো বাদরে।

শরতের গান

বরিষা গতে মরাল রথে শরৎ এলো বঙ্গে,
চকোর কলবিঙ্ক অলি মকরকেতু সঙ্গে।
বরিষে লাজ লতিকা শাখী স্বাগত গায় চক্রবাকী,
সিনানে-শুচি ধবল-রুচি বরিল ধরা রঙ্গে।
তরল পথে মরাল-রথে শরৎ এলো বঙ্গে।

বন-দুহিতা অপরাজিতা করবী হলো ফুল্ল,
সিত বকের শাখায় শত বকের শিশু দুল্লো।
বাতাবি নাগরঙ্গ-বনে পশিল চোর সঙ্গোপনে।
ফুটিল আজি কমলরাজি কান্তানন তুল্য,
অরুণাধরে হাসিটি তার শেফালিবনে ফুল্ল।

গগনরাজ খুলেছে আজ বিরাট দানসত্র,
বিথারে শোভা শীর্ষে কিবা সিত বারিদ ছত্র।
লহরী নাচে পাইয়া মণি, আঙিনা হলো সোনার খনি,
বাড়ায়ে পাণি হয়েছে ধনী নিঃস্ব তরুপত্র,
কিরণদান-সূত্রে—মণি-হিরণ-দানসত্র।

ছাতিম ছায়ে পাতিল ঘর-করনা বনলক্ষ্মী,
ফুটিল পায়ে থল-নলিনী জুটিল মধুমক্ষী।

ধের ঢেউ কাশ কুসুমে   আল্‌তা মাখে ও-পদ চুমে'
ছন্দোহারে বন্দে তারে অযুত বনপক্ষী।
ছাতিম তলে সদলবলে জুটেছে বনলক্ষ্মী।

গর্ভভরে নীবার শালি ঢলিয়া পড়ে ক্ষেত্রে,
সরসী রসচপলা চায় চল সফরী-নেত্রে।
নদীরা আজি অধীরা নয়,   তটের বিধি মানিয়া বয়,
নন্দী গিরি-পুলিনে সদা শাসিছে হেমবেত্রে,
ইক্ষু চাহে ঘোম্‌টা খুলে চক্ষু মেলে' ক্ষেত্রে।

চপলা আজি অচলা হলো সন্ধ্যারাগপুঞ্জে,
চাতক এসে অলির বেশে ফুলের দেশে গুঞ্জে।
জলের বান শুকিয়ে ব্যোমে   আলোর বান তপনসোমে,
মেঘের রঙ লুটিয়া ভুমি শ্যামলা শতগুণ যে।
ইন্দ্রধনু কোটিধা হলো বনকুসুম-কুঞ্জে।

শরতে বারি অমল পূত মুক্তাভাতিযুক্ত,
'ভারত'-পাঠে জনমেজয় যেন কলুষমুক্ত।
মদির লোল বাসনারাজি   শান্তশুভ শাসনে আজি।
বিভুর কৃপাবিভব ধীরে নীরবে উপভুক্ত।
গগন বন, জীবন, মন, পাবন-রূপযুক্ত।

২

ঘুমিয়ে ছিলাম অঝোর-ঝরণ কাজল বরণ রাতে,
আজ ধরা তোয় চিন্‌তে নারি মানসহরণ প্রাতে।
সুধার ফেনার ফেনায় ভরা কল্প ভুবন স্বপ্নে গড়া,
একোন্ ধরা ? কৈ পরিচয় নেইত ইহার সাথে।

আষাঢ় সাঁজে ভাস্‌ল আমার মেঘদরিয়ায় তরী,
নাচ্‌ল কিবা তাহার গ্রীবা দিবস-বিভাবরী।
ঘুম এলো মোর তার দোলনে নিয়ে এলো মনপবনে
কোন্ অজানা কোন্ অচেনা দেশের কিনারাতে।

কুঞ্জ হেথায় বরে আমায় সেফালিকাগুলি,
মরাল আমায় আগায়ে লয় স্বাগত গায় অলি।
ঘরের ছেলে ফির্‌লে ঘরে বরণ-ঘটা কিসের তরে ?
অতিথি আজ হ'লাম বুঝি স্বপ্ন-অলকাতে !

৩

সপ্ত রঙে ব্যাপ্ত শরৎ বঙ্গভূমির অঙ্গ ভরি'
শোভন প্রতিবিম্বটি তার রামধনুতে গগন' পরি।
'রক্তিমা' তার বোঁটায় বোঁটায়, বন্‌বাগানে শিউলি ফোটায়,
বিশ্বে রাঙায় থলকমলে জলকমলে রঙীন্ করি'।

'নীলিমা' তার গগনজোড়া পুষ্পিত হয় ইন্দীবরে,
কালো কেশের তার 'কালিমায়' অপ্‌রাজিতা বন্দী ক

'হিরণ বরণ' তরুণ উষায়, ধরায় শোভায় হিরণভূষায়,
অরুণ কিরণ ঝরণা-ধারায় তরুর শিরে পড়ছে ঝরি'।

'ধবল বরণ' তরল হলো দুগ্ধ-ধারায় গোষ্ঠ-গেহে,
কুমুদী কৌমুদী ফুটায় নিশীথিনীর কৃষ্ণ দেহে।
ঢেউ খেলে যায় কাশের দলে, হাঁসের পাখায়, কাসারজলে,
নীল দরিয়ায় ভাসায় অযুত পা'ল-তোলা শ্বেত মেঘের তরী।

'পিঙ্গবরণ' মধুর ধারায় ভৃঙ্গে মাতায় গুঞ্জরণে,
'ধূসর ধূমল' ধূপের ধোঁয়ায় গন্ধ বিলায় পূজাঙ্গনে।
জুড়ায় নয়ন মানসহরণ, মাঠে মাঠে 'শ্যামল বরণ',
শস্য-ধনে বাংলা মায়ে করেছে রাজরাজেশ্বরী।

৪

শেফালি, তুই শরৎ ঋতুর পুষ্পিত স্বরূপ,
মাধুর্য্যে তোর মুগ্ধ বিভোর মাতুল মন-মধুপ।
তোর মাঝে পাই কুমুদ-কমল উশীর মৃগমদ্-পরিমল,
পুড়ছে রে তোর গন্ধকোষে দেব দেউলের ধূপ।

শরৎ অরুণ ইন্দ্রধনু সন্ধ্যারাগের ছটা,
বিরচিল তোর বোঁটাতে দীপান্বিতার ঘটা,
উজল শিশির-বিন্দু মাঝে তরল হ'য়ে ইন্দু রাজে,
বিলসে তায় স্বচ্ছ বিমল নদীতড়াগ কূপ।

জ্যোৎস্নাধবল পাপ্‌ড়িতে তোর মরাল পাখা মেলে,
কাশ-দরিয়ার ঢেউগুলি তায় শরৎ বায়ে খেলে।
নরনারীর মিলন সরস, মহোৎসবের পুণ্য পরশ,
দিয়াছে তোর মধুকোষে মাধুরী অনুপ।

৫

শরৎ এসেছ ভারতে আবার বরষ পরে,
আমি দীন কবি, কি গান রচিব তোমার তরে?
সমাদরে রবি উজল হিরণ কিরণ জালে,
রচেছে ভূষণ তোমার উরসে তোমার ভালে,
শশী তব দেহে চারু লাবণ্য-মাধুরী ঢালে,
ধরণী তোমায় কাশের চামরে ব্যজন করে।
আমি দীন কবি, কি গান রচিব তোমার তরে?
গোষ্ঠ-জননী দিল তব ভোগে শুভ্র ননী,
বনরাণী ছিল পূজায় শেফালি সন্ধ্যামণি,
ইন্দিরা তোমা কন্দ শঙ্খে করেছে ধনী,
ইন্দ্রধনুতে ইন্দ্রাণী তব তোরণ গড়ে,
আমি দীন কবি, কি গান রচিব তোমার তরে?
যুগে যুগে কবি রচিয়াছে তব বরণগীতি
কালিদাস তোমা দিয়াছে প্রাণের অগাধ প্রীতি,
তোমায় বরিতে ভারবি সহসা ভুলিল নীতি,
রবি কবি তোমা বর্ষে বর্ষে হর্ষে বরে।
আমি দীন কবি, কি গান রচিব তোমার তরে?

৬

াজ—শ্বেতকমল আর রক্তকমল একই সরোবরে,
লাস্য করে, হাস্য শোভায় বিশ্ব-মানস হরে।
লক্ষ্মী বাণী আজকে দোঁহে কমলবনের সমারোহে
পাশাপাশি এই শরতের বক্ষে বিরাজ করে।

মরাল গাহে বাণীর পায়ে, কাশের চামর দুলে,
লক্ষ্মীমায়ের আশিস দুলে শস্য-শ্যামল কূলে।
শ্রীর অঙ্গের শ্রীমাধুরী উথ্‌লে উঠে বঙ্গ জুড়ি',
বাণীর বীণা বাজ্‌ছে বনে পর্ব্বতে নির্ঝরে।

মহাশ্বেতার অঙ্গ-বিভায় শুভ্রা বিভাবরী,
সকল নদীই সরস্বতী কলস্বরেশ্বরী।
দোঁহার চিরদ্বন্দ্ব আজি ছন্দ হয়ে উঠ্‌ছে বাজি',
বিতরে আনন্দ শুভ মোদের ঘরে ঘরে।

৭

শরৎ আসিল শারদীয়া মার বোধন-বাঁশরী বাজিল ঐ,
পূজার আরতি কে করিবে তার আজিকে ভারতে সুরথ কই?
কাথা রঘুনাথ, শায়কে আবার কে আঁখি উপাড়ি' দেবে উপহার?
কে গাবে চণ্ডী? কার কাছে আজি পুষ্পাঞ্জলি-মন্ত্র লই?

শরৎ আসিল, সুতরা তটিনী, সুগম আবার যাত্রাপথ,
দিগ্বিজয়ের লগ্ন আসিল কোথায় আজি সে বিজয়-রথ?

অশ্বমেধের সে তুরগ কোথা? বিশ্বজিতের কই রাজহোতা?
পরীক্ষিতের পরিষৎ কোথা, কোথা গীত হবে মহাভারত?

শরৎ আসিল কোজাগরী নিশা জাগায়ে রাখিল এ চরাচর,
কমলা আবার শ্রীচরণ দুটী রাখিল অমল কমল'পর।
লক্ষ্মীছাড়া এ ভারত মাঝারে ঘটাসমারোহে কে পূজিবে তারে?
কোথা ধনপতি, জগৎ শ্রেষ্ঠী, কোথা শ্রীমন্ত, লখীন্দর?

শরৎ আসিল ধবল অমৃত গলিয়া পড়িছে চন্দ্রমার,
শিউলী, ছাতিমে মেঘে কাশে হাসে বন্যা এসেছে শুভ্রতার।
এত যে আলোক এত শুভ্রতা অমার আঁধারে খদ্যোত যথা—
ঘুচা'ল না হায় দেশ-মানসের একটি কণাও অন্ধকার।

৮

বসন্ত কি শরৎ হ'য়ে আস্‌লে ফিরে মোদের ঘরে?
স্পর্শে তোমায় সেই শিহরণ, তেম্নি আবার মধু ক্ষরে।
তেম্নি কানন পুষ্পমদির, সেই বারতাই বইছে সমীর,
তেম্নি সুরে ভোম্‌রা অধীর, গুঞ্জরে ফের কুসুম 'পরে।

তবু তোমায় চেনাও কঠিন, বদ্‌লে গেছে বেবাক ঢং,
বদ্‌লে গেছে গায়ের গালের হাতের পায়ের ঠোঁটের রঙ।
পরাগ-ভূষার তলায় দেখা যাচ্ছে শিথিল বলির রেখা,
ব্যথায় পরুষ কণ্ঠ তোমার শুন্‌ছি সারস হাঁসের স্বরে।

উত্তরীয়ে শুভ্র হেরে চিন্‌বেনাক হঠাৎ কেউ,
চাচর চিকুর ধবল হয়ে খেল্‌ছে শিরে কাশের ঢেউ।
ই সে বিলাস-চপলতা নাই সে চটুল কলকথা,
ভক্ত তুমি মন্দিরে আজ কমল-কুমুদ অর্ঘ্য করে।

৯

বোধন বাঁশী বেজেছে ঐ অলস আবেশ ছেড়ে দে' ভাই,
জড় অসাড় ঐ জীবনটাকে উৎসাহে আজ নেড়ে নে ভাই।
ড়িয়ে নে ছিন্ন বীণাই কুড়িয়ে নে রুগ্ন সানাই,
ছেঁড়া কাপড় গিঁঠিয়ে নে ছেঁড়া কাঁথা ঝেড়ে নে ভাই।
াচননীরের বোধন-ঘটে সাজায়ে নে' হৃদয়-তটে,
শীর্ণ করে বরষ 'পরে জীর্ণ কুটীর সেরে নে ভাই।
াস্‌ছে মা যে কুটীর দ্বারে আগায়ে কর বরণ তারে,
দেখ্‌তে ফিরে পাস্‌ কি না পাস্‌ চরণকমল হেরে নে ভাই।

১০

জ—বিজয়ার রাতে দাও ভাই দাও বুকভরা কোলাকুলি,
আজিকার মহা-মিলনে মিলিতে চাই ভাই খোলাখুলি।
রি দেখা-দেখি মন কষা-কষি, মাখালে মাখিলে ছড়াইলে মসী,
আজি ভুলে যাও সব অপরাধ ত্রুটী পরমাদ গুলি।
রিয়াছ যারে ঘৃণা অনাদর আজিকার শুভদিনে সে সোদর,
ধুয়ে দি'ক আজ নয়নে বাদর সব মলিনতা ধূলি।
ই বিজয়াই জীবনে এখানে, শেষ কিনা হায় তাইবা কে জানে?
বিজয়া যে আজ পরাজয়া হবে ক্ষমা যদি যাও ভুলি'।

আগমনী

শত শত শ্বেত আলোক কপোত নামিল দেউল চত্বরে,
পাখার বাতাসে উড়ায়ে হতাশ অন্ধকার,
সুষমার খনি কুসুমতরণী প্রজাপতি পাখা পা'ল ভরে,
আনিছে বহিয়া তব অঞ্চল গন্ধভার।
বৎসর পরে আসিছ আবার জননি,—বৎসবৎসলা,
বোধনোৎসবে নন্দনগণ বন্দমান,
শিশু শশিদূত ঘোষিছে বারতা,—ধরণী হর্ষ-চঞ্চলা,
দিশি দিশি শুভশংসি সূচন,—ছন্দোগান।
বিম্বিত তব তনু লাবণ্য—স্ফটিক স্বচ্ছ অম্বুতে—
ইন্দ্রধনুতে,—পরিবেষ মুখ চন্দ্রমার,
দিগ্বধূগণ করিছে বরণ,—শুভ্র অভ্র কম্বুতে,
কলকাদম্বে লম্বিত তব কণ্ঠহার।
যেখানে যেখানে ফেলিছ চরণ জাগিছে চেতনা উল্লাসে
হাসিছে গরবে করবীর স্থলপদ্মচয়।
স্মিত সুধারস পরশে হরষে মরুতেও আজি ফুল হাসে
অলির কণ্ঠে ঝুরু-ঝুরু মকরন্দ বয়।
ভরেছে তোমার করুণার দানে আদরের উপঢৌকনে
গৃহমালঞ্চ, ফলের মঞ্চ, ক্ষেত্রবন।
পীবর শ্যামল নীবার শালির চিক্কণ রূপ-যৌবনে
সান্ত্বনা তব জুড়ায় ক্লান্ত নেত্রমন;

শ্মশানে মশানে সহসা শিহরি' শবদেহ আজি দেয় সাড়া,
উঠিয়া বসেছে শয্যালগ্ন রুগ্নগণ,
পাষাণে পাষাণে রস-সঞ্চার, তৃণ-রোমাঞ্চ,—বয় ধারা,
ভগ্ন তরীটি খুঁজিয়া পেয়েছে, মগ্ন জন।
পল্লল রচে প্রণামাঞ্জলি কমল-কুমুদ-কুট্মলে
কৌমুদী রচে পথে পথে তব আলিম্পন।
দাঁড়ায় দুধারি মাথা হেঁট করি তরু ভেট ভরি ফুলফলে,
আলতা পরায় পুষ্পিত জবা-ডালিমবন।

আয় গো জননি, ক্ষীণ নিরন্ন শোকবিষন্ন দীন দেশে
আসিতেই হবে কেমনে এড়াবি স্নেহের টান?
সন্তান তোর পথে প্রান্তরে ঘুরে নিতান্ত হীন বেশে
পাষাণি, তোর কি গলিবেনা ঐ মায়ের প্রাণ?
দীনের এ ঘরে বরষের পরে শ্রীচরণ ধূলি দান করি',
ধর শাকান্ন,—পরমা ছিন্ন জীর্ণ চীর।
এ দশা হেরিলে মহিষাসুরেরও মমতায় যাবে প্রাণ ভরি',
সিংহবাহিনি, সিংহেরো ব'বে অশ্রুনীর।
পর-বশ ভুজে কর, দশভুজে, অজেয়,—শক্তি সঞ্চারি'
ক্লৈব্য কালিমা কুণ্ঠাকুণ্ঠ কলুষ হর।
দে'মা সমৃদ্ধি—সাধনা সিদ্ধি,—দৈন্য-জড়তা সংহারি'
মহিষদলনি, মেষেরে আবার মানুষ কর।

আবাহনী

আসিছ বরদে, আবার ভারতে কিরণের রথে শোভন শরতে,
তব—বরণ-দীপালী ফুটেছে সেফালিকুঞ্জে
স্নেহ যে তোমার আগে হ'তে গলি কূলে কূলে দুলে উঠিছে উছলি,
তব—স্তন্য-ফেনিল পুষ্পিত কাশপুঞ্জে।
সবার লাগিয়া কৃপাসম্ভার, আনিছ আশিস্ স্নেহ-উপহার,
মাগো—বিশ্বম্ভরা ভরিবে সকল শূন্য,—
মোদের জন্য কাম সে ধন আনিবে না? বৃথা রোদনে বোধন?
মাগো—মোরা কি রহিব চির-বঞ্চিত ক্ষুণ্ণ?
আনিছ ঝরণা ধেনুর আপীনে, সঙ্গীত নব বেণুর বিপিনে
মাগো—কবির বীণায় আনিছ নবীন ছন্দ;
কপোত-কণ্ঠে সুষমা পেশল, কেশরীর শিরে কেশর কোমল,
চল—মদির সমীরে আনিছ মধুর গন্ধ।
করীর কপোলে মদ-গৌরব, হ্রদ-নদী-নদে মীন-বৈভব,
যত—পক্ষিমাতার গর্ভে নীবন ডিম্ব,
সন্ধ্যার তরে সিন্দূর-রেখা, ইন্দ্রধনুর ললাটিকা-লেখা,
দীন—গোষ্পদ বুকে রুচির চন্দ্রবিম্ব।
লভিতেছে উষা গজমোতিহার কোকনদভূষা তড়াগ-কাসার,
পুন—লভিছে মুক্তা ভ্রূণ-পুট-তলে শুক্তি,
লভিছে মুক্তি শশী তারকারা, লভিছে মুক্তি মধুমদধারা,
হায়—আনিবেনা শুধু মোদেরি লাগি'মা মুক্তি?

আমন্ত্রণী

বোধন-সানাই কানে পশে নাই প্রাণে বাজে নাই তোর ?
ওরে পরবাসী ছিঁড়ে ফেল ফাঁসী কাজ-অকাজের ডোর।
গুটাও গ্রন্থ সুশীল ছাত্র,—পুন জীবন্ত হও,
উঠাও যন্ত্র যন্ত্রীরা,—আর কেন যন্ত্রণা সও ?
কে কর গোলামী ? কেবল সেলামই করিয়াছ বারোমাস,
উদ্ধত বলে বলুক সকলে, আজো কেন ক্রীতদাস ?
দরকার হলে ছুড়ে দাও ফেলে আজি সরকারী চাবি,
চালাও বন্ধু না-ছোড়বন্দ সব আব্‌দার দাবী।
হাতে আছে কাজ ? প'ড়ে থাক আজ, তুমি কি মজুরমুটে ?
রো'ক গোঁজা মিল, তুমি সোজা খিল খুলে চলে' এসো ছুটে'।
ভাঙো পা'-র বেড়ী, হবে বুঝি দেরী মাইনে পাওনি বলি' ?
অচল র'বেনা সংসার, এস 'চাইনে' বলিয়া চলি'।
ট্রেনে ভিড় বড় ? যার লাগি জড় হয়েছে ষ্টেশনে সবে,
তারি লাগি তুমি এসো ভিড় ঠেলে, দাঁড়িয়ে গেলেই হবে।
বাঁশরীতে বাজে বারোঁয়া রাগিণী তব আঙিনায় হোথা,
সব আয়োজন ঠিকঠাক তবু তুমি প'ড়ে আছ কোথা ?
একমাস হতে উন্মনা হ'য়ে মা আছেন পথ চেয়ে,
দূর দিগন্তে প্রতিতরী পানে অনিমিষে চায় মেয়ে।
হাজার কাজের মাঝেও গৃহিণী একটু সময় পেলে,
শুধু বার বার দিন গণে, আর তপ্ত নিশাস ফেলে।

শিউলির আলিপনে আঙিনায় ঠাঁইটুকু নাই ফাকা,
অলি-পাখী-ফুলে আবাহন-সভা রচেছে দাড়িম-শাখা।
কলা কাঁধি গুলি ঠেকিছে মাথায় এ-ঘর ও-ঘর যেতে।
ফল-সঞ্চয় করে রাখে গৃহ উঠানে আঁচল পেতে।
বুধু ঢালে দুধ এত যে, পুরোণো কেঁড়েতে ধরেনা আর।
দেরী যে করিছ? পাও নেই বুঝি এই সব সমাচার?
সহরে পচিয়া কেমনে জানিবে শরৎ এসেছে দেশে,
গৃহে ভাণ্ডার ভরপূর আর পিণ্ড গিলিছ 'মেসে'?
আসুক ঝঞ্ঝা আসুক বৃষ্টি, এস, মা'র ডাক শোন',
রসাতলে যাক্ সকল সৃষ্টি, ওজর করোনা কোনো।
নিজে ধরো দাঁড়, টানো গুণ, ঠেল' কাদায় গাড়ীর চাকা,
আস্‌ছ ত বাড়ী! ক্ষতি কি, হোক্‌না হাত-পা-গা কাদামাখা
হারিয়েই যদি যদি যায় কিছু, যাক্, খেদ ক'রে কিবা ফল?
পথে মুটে যদি না জুটে, ভেবোনা,—নিজ কাঁধে পাবে বল।
কত ভুল হবে, কি হবে তা' ভেবে, কত রয়ে' যাবে পড়ে'?
তালিকা মতন বরাতী জিনিস কিনেছত ভাল করে'।
দোকানে ধন্না মিছে, বিছে-দুল দিবে কি স্বর্ণকার?
থাক্ থাক্ দেরী করোনাক আর নিয়ে কাপড়ের পাড়।
হাসি মুখে শুধু এসো দ্বারতলে গোধূলির ধূলি মাখি'।
সাঁঝ দীপ করে জননী আদরে নিয়ে যাক্ ঘরে ডাকি'।

প্রাচীন কবিদের শরৎ

(ঋতুসংহার-ভট্টিকাব্য-রঘুবংশ-কিরাতার্জ্জুনীয়-ও-শিশুপালবধ হইতে)

নবোঢ়া-বধূরূপে শরৎ এলো, সবে তোল-লো হুলুরব বরণে,
কমলে ফুটে মুখ, মরাল-কাকলীতে নূপুর বাজে তার চরণে।
পক্ক নব আশুধান্য-পীতিমায় অঙ্গরাগ তার শরীরে,
ফুল্ল-চল-কাশ-কুসুম-সিতিমার বসনে শোভে কিবা মরি রে।
রজনী সুধাকরে, কুমুদে সরোবর, কৌষ অংশুকে অবলা,
ছাতিমে বনভূমি, মরালে নদী-নদ, মালতীফুলে লতা,—ধবলা।
ক্রৌঞ্চযূথে রচি কণ্ঠমালা, পরি' শফরীগুম্ফিত রশনা,
কাঁপায়ে শ্রোণিভার বিশাল পুলিনের তটিনী করে জয়ঘোষণা।
সমীরে চঞ্চল শুভ্র নির্জ্জল বারিদমণ্ডল ধাবিত,
গগন নৃপসম ধবল উত্তম চামরে আজি পরিষেবিত।
সকল তনু ভরি' তারকা-ভূষা পরি' আজিকে বিভাবরী-ললনা,
ক্রমোপচীয়মান নবীন যৌবনে রাজিছে কিবা শশিবদনা।
আজিকে মীনকেতু তেয়াগি শিখিগণে মরালরাজ সহ বিলসে,
তেয়াগি নীপ-শাল কুটজ অর্জ্জুন সেফালিকুঞ্জে সে নিবসে।
তরুণারুণ করে প্রভাত সরোবরে হৃষ্ট বধূমুখ ফুল্ল,
কুমুদী ম্লানমুখে মুদিয়া পড়ে দুখে প্রোষিতভর্ত্তৃকা তুল্য।
হংস-কলনাদে প্রিয়ার ভূষা-রব শুনিছে পরবাসী একাকী,
বন্ধুজীবে হেরে অধর-শোভা তার, ইন্দীবরে হেরে সে আঁখি।

পবন কৈরব-কমল-সৌরভে, পরাগ-গৌরবে,—মন্দ,
সলিল অকলুষ, পঙ্কহীন ধরা, শঙ্খে বাজে শুভ ছন্দ।
কেদার শালিতৃণে, নিপান নব-মীনে, গোষ্ঠ ভরা পীন ধেনুতে,
সারসে নদীধারা, নবীন তেজে তারা, শোভিছে অলি ফুল-রেণুতে।
কনক-ফুলদলে শোভিছে ভুজলতা, মালতীদামে শোভে কবরী,
সুরভিতনু আজি নাগরী চন্দনে, কুসুমে মৃগমদে, শবরী।
আজিকে বিধুরূপ ধরেছে মনসিজ কিরণশর হানে তৃষিতে,
বিতরে আজি জলধৌত নভঃ কলধৌত অবিরল নিশীথে।
নিপান পল্বলে এমন জল নাই যেথায় ফুটে নাই নলিনী,
এমন শতদল কোথাও ফুটে নাই যেথায় জুটে নাই 'অলিনী'।
এমন অলি আজ কোথাও নাহি, যার নাহিক গুঞ্জন বদনে,
এমন গুঞ্জন শোনেনি কোন' জন পটু যা নয় মনোমোদনে।
অলির ধ্বনি শুনি হরিণী আনমনা হংসরবে ব্যাধ উদাসী,
ছিলায় জুড়ি শর ছুড়িতে ভুলে যায়, শরৎ সকলেরই শুভাশী।
স-ঘন গিরিবনে সিংহনাদ প্রতিনাদিত হয়ে মুহু বিহরে,
কেশরী তারে প্রতিদ্বন্দ্বিনাদ ভাবে, সরোষে শটা তার শিহরে।
পলাশপাণি নেড়ে, ভ্রমরে আজি হেরে ভূষিত কুমুদীর পরাগে,
সরোজ অভিমানে সরোষ দিঠি হানে, তাড়ায়ে দেয় তারে তড়াগে।
ধুপে শোভাময় অরুণ কুবলয় স্রোতের ঘাতে রয় কাঁপিতে,
শিখায় চঞ্চল সধূম হোমানল-সমান শোভে তারা বাপীতে।
শ্যামল তটছবি অমল জলে রাজে, ছায়ায় শোভা হৃত বিচারি',
রুষিয়া তটদেশ শাসিছে শোভাচোরে স্থলেও শতদল বিথারি'।

জলের ফুল-বন, স্থলের ফুল-বন, দোঁহার পানে দোঁহে নেহারে
নিলীনষট্‌পদ-কুসুম-আঁখি মেলি', শোভায় কেবা জেতে, কে হারে?
উজ্জ্বল জলাশয় নয়ন ঝলসায়, হিরণ দ্রবময় উথলে,
তরুণ অরুণের কিরণ-মালা যেন গলিয়া রাশীভূত ভূতলে।
পংক্তিশোভা শালি-গুচ্ছ-দলগুলি দুলিছে তৃণহীন ভূমিতে,
সফলযৌবন পীবর-চিক্কণ, দেখিলে সাধ যায় চুমিতে।
শৈবালাস্তৃত কাসারে ফুটে ফুল, ফুল্ল মনে হয় কেদারে,
সহসা শফরীর লম্ফে জাগে নীর, বিভাগ করি ভ্রম দ্বিধারে।
ফেনিল সৈকতে স্রোতের রেখা টানি পাথার চ'লে গেছে খেলিয়া,
আতপে শুকাইছে দুকূলখানি যেন তটিনী, দুই কূলে মেলিয়া।
বপ্রকর্দ্দমে বিষাণ মণ্ডিত,—বিচরে মদভরে ষণ্ড,
স্বেচ্ছাহারে পরিপুষ্ট অরিজয়ী,—মূর্ত্ত মদ যেন চণ্ড।
মরাল, সৈকতে পুণ্ডরীকে লীন, সফেন সিত তার সকলি,
বর্ণ হেথা হারে, ধরায়ে দেয় তারে কর্ণে পশি তার কাকলী।
কিবা শ্রীভঙ্গীতে নবনীনন্থন চলিছে সঙ্গীত সঙ্গে,
গোপাল-বনিতার বিপুল শ্রোণিভার চপল অনিবার রঙ্গে।
পঙ্ক-ঘন ঋজু আজিকে পল্লীর বরষা-বঙ্কিম বীথিটি,
দু'পাশে কেশশোভা, শকট-নেমি-রেখা রচিয়া গেছে তায় সীঁথিটী
পঙ্কহীনা মহী,—শঙ্খরুচি দেহে অঙ্কে ধরে শ্যাম ঋদ্ধি,
বর্ষভরা শ্রম সফল করি'—করে হর্ষ-কল্যাণ বৃদ্ধি।
আজিকে ব্যোমে নাই বলাকাহার-শোভা জলদ-জলধনু-লীলা সে,
তবু তা' মনোরম; স্বভাব-সুচারুর কি হবে কৃত্রিম বিলাসে?

শ্রাবণপ্রিয়া দিগ্‌বধূর পয়োধরে দামিনী-হার নাহি বিরাজে,
পাণ্ডু কৃশা, তবু অঙ্গ ভরি' তার বিরহজাত নব শ্রী রাজে।
মরালরব ত্যজি কে শোনে কেকা আজি? শিখীরা রয় খেদে নীরবে,
কালের গুণ এই, গুণেরই জয় জয়, শুধুই পরিচয়ে কি হবে?
সময়ই বলাবল করে সুনিয়মিত, নীরব তাই আজ দাদুরী,
নতুবা কেকা কেন আজিকে হেয় হেন, সারস-রবে কেন মাধুরী?
সহে না অরি-ভব দারুণ পরিভব, শিখীর শিখা লাজে গলিত।
নদীর তটশির হারায়ে স্রোতোনীর লজ্জা-ক্ষোভে কাশ-পলিত।
ক্ষেত্রে শোভে হেমবরণা শালি-লতা, ইন্দীবর ফুটে নালীতে,
তাহার সৌরভ-লাভের লোভে শালি নমিয়া পড়ে যেন আলি-তে।
গাভীরা ছুটে আসে আভীর-পুরী পানে ভিজায়ে মাটী দুধবাদরে,
বহিয়া উপায়ন আপীনভরা ক্ষীরে, বৎসগণ লাগি সাদরে।
মৃণালে কোকনদে পঙ্ক শালিতৃণে জলের শোভা নানা বরণে,
ইন্দ্রশরাশন-খণ্ড যেন গলি' উজলে ইন্দিরা-চরণে।
বৎসতনু আজি লেহন করে ধেনু, পুলক রোমে রোমে উছলে,
যজ্ঞাহুতি, ঋক্‌মন্ত্র সহ যেন মিলিত বিশ্বের কুশলে।
চপলাভয় নাই, শুভ্র নীরদের ছত্র-ছায়াতলে গগনে,
পাখীরা ছুটে আজি সুরভি সুশীতল শীকরময় বায়ু সেবনে।
কৃষক-বধূ আজি পাহারা দেয় ক্ষেতে গোষ্ঠ-গীতি শুধু গাহিয়া,
শস্যলোভ ভুলি মুগ্ধ মৃগগুলি আয়ত চোখে রয় চাহিয়া।
গগনে উড্ডীন অরুণ নখমুখ আজিকে পুন শুক-সারিকা,
হরিত পল্লবে লোহিত ফুলদলে গ্রথিত যেন বন-মালিকা।

কপোত-পাঁতি, রাঙা চঞ্চুপুটে পীত ধান্য-মঞ্জরী হরিয়া,
উড়িয়া যায় নভে ইন্দ্রায়ুধে কিবা সুনীল দিক্‌সীমা ভরিয়া।
ইন্দ্র-বাণ, 'বাণকুসুমে' আছে ফুটে, শোণিত ঝরে আজো জবাতে,
ঐরাবত গেছে তেয়াগি কঞ্চুক, জ্বলে তা' উষারুণ-প্রভা-তে।
কুসুমবাস-বারিশীকর-রেণুহারী সমীর যাবে কত ছুটিয়া ?
ভারে যে ট'লে পড়ে, ধরা সে পড়ে স্বগে, পশরা লয় সবে লুটিয়া।
বারিদময় তমঃ গলায়ে রবি আজ আঢ্য করে হ্রদ-সরিতে,
হরিল ধন যার, হাজার গুণ তার, দেয় সে ভাণ্ডার ভরিতে।
সপ্তপর্ণজ গন্ধ লভি গজ, 'মত্ত অরি গজ অদূরে',
ভাবি' সে মদ ঢালে গণ্ডে কটে ভালে শুণ্ডে আগুলিয়া বধূরে।
মাতাল হয়ে মদ-গন্ধে সমীরণ মাতায় মধুকর-নিকরে,
বারণযূথ পানে যাবে কি যাবে বনে—তাহারা দোটানায় কি করে ?

'কুম্ভযোনি' ব্যোমে উদিয়া যে কলুষ ঘুচায় আজি নদীকাসারে,
তা' আজি বিদ্রোহি-হৃদয়ে পশি ধীরে মলিন করে তার আশারে।
সু-প্রতরা নদী, পঙ্কহীন পথ, সূর্য্য উজ্জ্বল আকাশে,
বিজয়যাত্রার সময় এলো, বাজে তূর্য্য সুরভিত বাতাসে।
ত্যজিল সুরপতি শ্রীধনু, তুলি নিল বিজয়-ধনু শূর নৃ-পতি
পুণ্যনীরাজনা-বিধানে ভাস্বরী আয়ুধমালা তার শ্রীমতী।
ধবল কৈরব-ছত্র এক হাতে, অন্য হাতে কাশ-ব্যজনী,
বিদায় দিতে বীরে, জ্যোৎস্না-দধিঘট ধরেছে শিরে আজ রজনী।

হেমন্ত *

এলো হিমঋতু লয়ে গিরিশিরে সিতিমা, পাণ্ডুতা লয়ে বনে লোধ্রে
পক্ক শালির শীষে লয়ে নব পীতিমা, পিঙ্গল করি হেম-রৌদ্রে ॥
প্রান্তর শোভে মোতি-মরকত-বিত্তে, বাপী আর শোভেনাক পদ্মে
আশা-শতদল ফুটে কৃষীবল-চিত্তে, এলো রমা হিমবতী-ছদ্মে ॥
মক্ষীরা জুটে আজি তালীরস-কলসে, পক্ষীরা জুটে শালিক্ষেত্রে।
দিগ্বধূদের দিঠি পীত-রূপে অলসে, অঞ্জন আঁকে তাই নেত্রে ॥
শেষবিদায়ের বাণী গুঞ্জরে শেফালি, জল-ছলছল ম্লান চক্ষে।
একে একে নিভে যায় কৌমুদী-দীপালী, দীপদশাধূমায়িত কক্ষে।
কুঞ্জ ছাড়িয়া যায় মীনকেতু ক্ষুণ্ণ, পুরে পশি রহে নিঃশঙ্কে।
শিঞ্জিনী দিয়ে বাঁধে, তূণ তার শূন্য, কেতু তার লীন হ্রদ-পঙ্কে ॥
ব্যোমে নাহি প্রেমলীলা চন্দ্রিকা-চকোরে, ছাড়াছাড়ি স্বর্গে-ও-মর্ত্ত্যে।
মিত্রতা হল আজি 'কর্কটে' 'মকরে', পশে ভেক কচ্ছপ-গর্ত্তে ॥
রবি দক্ষিণে চলি' দক্ষিণ-নয়ানে তপ্ত মদিরা করে বৃষ্টি।
বহ্নির রক্তিমা তন্বীর বয়ানে নবীন-সুষমা করে সৃষ্টি ॥
ঝিল্লিকা গায় আজি কুঞ্জের পূরবী, খদ্যোতে শোভে লুপ্ত বৃন্ত।
কস্তুরী হ'ল আজি বিলাসের সুরভি, পুষ্প ফুটে না চিরদিন ত ॥
অঙ্গে নগ্ন করি, মঙ্গল শিশিরে 'পর্ব্ব'-সিনান করে ইক্ষু।
সারাবছরের শ্রম ফল দেয় কৃষিরে, আজ্ সে কার বা কৃপাভিক্ষু ?

---

* কুঞ্চিকায় কবিতাটির ছন্দের পর্ব্ববিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ওটাও শীতল-পাটী, ছুড়ে ফেল ব্যজনী, তুলায় তনুটী কর লগ্ন।
দিন আজি ক্ষীণতনু, পীন আজি রজনী, দীর্ঘ স্বপনে হও মগ্ন॥
কামিনী-গণ্ড শোভে কালীয়ক-তিলকে, ধুপসুরভিত কেশগুচ্ছ।
শুষ্ক মালিকা তুলে বাতায়নে, কীলকে অনাদৃত চমরীর পুচ্ছ॥
রাজ্য ফিরায়ে নেছে গিরিরাজ, ফিরিছে উত্তরবায়ু তার ভৃত্য।
পীড়ক, পালক আজি,—পালকেরা পীড়িছে কৃপণ বিলায় কৃপাবিত্ত॥
মিত্র-দেবতা আজি সত্যই মিত্র, কৃপা নাই বরুণের বক্ষে।
বৃত্রারি নিজে হলো অকরুণ বৃত্র, বহ্নিই জীবগণে রক্ষে॥
ক্ষেত্রের ডালি শোভে নবশালিধান্যে, আলি তার শোভে দ্রোণ-অর্কে।
থালি শোভে পিষ্টকে মধুপরমান্নে, জাগে ভোগ কোটি মধুপর্কে॥
হিমবায়ু বাড়াইল বিরহজ বিকারে, বিরহীর কিবা অবলম্ব?
পরাণ বাঁচাতে স্মরে আজি প্রাণাধিকারে স্মরে তার ঘন-পরিরম্ভ॥
দীর্ঘ রজনী পেয়ে প্রণয়ের নাটিকা অভিনীত ছত্রিশ অঙ্কে।
বহু নায়িকার রূপ ধরে গৃহনায়িকা মানভান করে নিঃশঙ্কে॥
সহজ রমণীরাগ এ-নিশীথে প্রকাশে, মুগ্ধা সে সহসা প্রগল্‌ভা,
নব মধুরিমা মিলে পুরাতনা সকাশে, স্বীয়া আজি পরকীয়াকল্পা।
শুষ্ক, তরুণাধর অকরুণ বায়ুতে, সিক্ত, সরস বধূচুম্বে।
শিশির-সিন্ধু তরে যুবজন বাহুতে ভর করি' উরসিজ-কুম্ভে॥
বঁধু চায় কান্তা-রে আরো ভালবাসিতে গাঢ়ালিঙ্গনে টানে অঙ্গে।
অশ্রু-বেপথু স্বেদ সীৎকার হাসিতে ষড়ঋতু-লীলা বধূ সঙ্গে॥
গন্ধবসন আজি পরিহিত শরীরে, পঙ্ক-বিলাস নাহি বস্ত্রে।
জলকৌতুক শেষ, পরিষ্কৃত তরীরে শিল্পী পীড়ন করে অস্ত্রে॥

তাম্বূল সুম্বল বিলাসোপকরণে—কম্বল সুখাসন অঙ্গ।
নারিকেল-ক্ষীর আজি হেয়, তৃষাহরণে পেয় নারীকুল-মুখ-মদ্য ॥
সুখ নাই হীরামণিমৌক্তিকহিরণে, কিরণে যায় না হিম-খরতা।
পীবর-তরুণীতনু-সুনিবিড়-পীড়নে ঘুচে যুবজন-তনু-জড়তা ॥
স্মর-শর আজি বিধে'-গাঁথে তনু তনুতে, হৈমমিলন অবিভাজ্য।
নিশ্বাস-বিনিময়ে অণু মিশে অণুতে, যুগ্মে ভরিল প্রেমরাজ্য ॥

হেমন্তোৎসব

(১)

আজিকে বাঙালীর হিন্দুসংসারে,—মধুর মিলনের দিবসে,
ছুটিল বাধাহারা স্নেহের রসধারা যা ছিল জমা সারা বরষে।
শাসন-তর্জ্জনী শাস্ত্র আজি তুলি
হরে না স্বাধীনতা ধরেনা দোষগুলি,
গভীর অন্তরে মন্ত্র জাগে যাহা,—সকল তন্ত্রের সার সে,
আজি এ-উৎসবে লাগেনা ঢাকঢোল, হাঁকেনা পুরোহিত সরোষে।

ললাটে লেপি চুয়া অর্পে পান-গুয়া বিপ্রে গোপবালা পরশি',
দাসীরা লভে শাড়ী প্রভুর ছেলেদের মাথায় শুভাশিস্ বরষি'।
ভৃত্যে বলি 'দাদা' আজিকে ধনিবালা,
সমুখে ধরে পর-মায়ভরা থালা।
কমল-পাণি আজি সুরভি রক্তিম হরষে চন্দন ঘরষি'।
পল্লীসংসারে আজিকে ভাইবোন যাহারা ছিল শুধু পড়শী।

নগর হতে আজি এসেছে ধনিজায়া কাঙাল ভাইটির ভবনে।
ভ্রাতার খেদবাণী করেছে কুণ্ডলে মলিন নিষ্প্রভ শ্রবণে।
সোহাগে ঢল ঢল নয়ন জল-ছলে
মুক্তা বরষে সে ভ্রাতার কুন্তলে।
যে ভ্রাতা ধনশালী—দুখিনী ভগিনীর সাজায় স্নেহডালি যতনে,
একটী ফোঁটা তার হাতের চন্দন কেনে সে হেমমণি রতনে।

আজিকে হেনদিনে শ্বশুর-গৃহ-কোণে ভাসিছে কেগো আঁখিসলিলে,
শাশুড়ী রেগে সারা, 'মা-মরা ভাইটিরে চুমিতে যাব', আজ বলিলে।
যতনে কত কি যে সকলে রক্ষিয়া,
বুকের অঞ্চলে রেখেছে সঞ্চিয়া,
সে দুটী দিন তবে বিদায় মাগে,—তার, চরণে আবেদন দলিলে
সারাটি বৎসর জীবন-পথ তার পিছল হবে আঁখি-সলিলে।

আজিকে সাত ভাই চম্পাসম এই বঙ্গ উজলিয়া জাগ'রে।
ভ্রাতৃ-গরবিনী পারুল ভগিনীর স্নেহের পরশন মাগ'রে।
কাহার ভাই নাই কে কাঁদে ধূলি' পরে ?
তাহার আঁখি জল মুছাও স্নেহ-ভরে,
একের অভাবেরে ডুবাও সাতটির স্নেহের সাত সুধাসাগরে,
আজিকে বাঙালীর জাতীয় জীবনের পাবন মিলনের বাসরে।

(২)

মিল'— মর্ম্মের টানে মঙ্গল দিনে বঙ্গের ভাই ভগ্নী,
আজি— মন্থন কর' চিত্তসমিধে নিষ্ঠাযাগের অগ্নি।
এসো— পুণ্যসিনানে নির্ম্মল প্রাণে শুভ্রবসন অঙ্গে,
এসো— বৎসর-ধরি-সঞ্চয়-করা সস্নেহ সুধা সঙ্গে।
ওগো— বিশ্বে আজিকে নিঃস্ব আছে কে, বিত্ত কি শুধু অর্থে?
আজি— ভগ্নী ভ্রাতার সম্প্রীতি হ'তে সম্পদ্ কিবা মর্ত্তে?
সবে— বঙ্গে আজিকে সঞ্চার কর' ঐক্যের নবশক্তি,
আজি— উক্তি-ও-কাজে ব্যক্ত হউক বাল্যের অনুরক্তি।
মিল'— মঙ্গল-দিনে অঙ্গন-তলে বঙ্গের সুত কন্যা,
একই— অঙ্কে সবারে চুম্বিয়া হোক দুঃখিনী মাতা ধন্যা।

আহা— ভ্রাতৃ-অভিধা-গৌরবে হয় দস্যুও সতী-ভৃত্য,
আর— ভগ্নীনামের আহ্বান শুনি নির্ভীক নারী-চিত্ত।
সদা— জাগ্রত করে ভগ্নী, ভ্রাতার শৌর্য্য-গরিমা সুপ্ত,
ভ্রাতা— আশ্বাসে করে ভগ্নীর ভীতি সঙ্কোচলাজ লুপ্ত।
আহা— অগ্য তাদের হৃদ্য মিলনে বঙ্গে নেমেছে স্বর্গ,
হেন— সৌম্য মিলন সম্পদ হতে কাম্য কি অপবর্গ?
থাক'— এম্নি মধুর সখ্য প্রীতিতে ভগ্নীভ্রাতায় যুক্ত,
হবে— নন্দন-সুধা সংসার ছায়ে অক্লেশে উপভুক্ত।
মিল'— নির্ম্মল মনে মঙ্গল ক্ষণে কার্ত্তিকে শুভপর্ব্বে,
আজি— অঙ্গমাতার অঙ্কে এবং বঙ্গমাতার গর্ব্বে।

আজি— নিষ্ঠার দুধে শ্রদ্ধার ক্ষুদে পক্ক যে পরমান্ন—
নব— দূর্ব্বা বিতরে দীর্ঘজীবন, ঋদ্ধি বিতরে ধান্য।
লাজ— কুণ্ঠিতা ত্যজি গুণ্ঠনভয়-সঙ্কোচ-বাধাবন্ধে,
আজ— হিন্দুর গৃহমন্দির ছায়ে বন্দনা গায় ছন্দে।
কার— যত্নের ধন ভ্রাতৃরতন মৃত্যু-সাগরে মগ্ন,
আহা— অস্থ সে-শোক সহ্য হইয়া কণ্ঠের স্বরে লগ্ন—
কার— দুঃখের মেঘে অশ্রুর বেগে উৎসব আজি ক্ষুণ্ণ,—
শত— ভ্রাতৃ-হৃদয় সস্নেহে কর পূর্ণ সে হৃদি শূন্য।
মিল'— মর্ম্মের টানে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মরাজের গর্ব্বে,
ক্রূর— অন্তকে আজি গদ্‌গদ্‌চিত ভগ্নীর প্রীতি-গর্ব্বে।

প্রীতি— তন্ত্রের পূত মন্ত্রে ভগিনী রক্ষার টীকা অঙ্কে,
লভে— কুগ্রহ যত নিগ্রহ তার কল্যাণময় শঙ্খে।
তার— চন্দনচূয়া-বিন্দুর ভাতি অন্তর করে হৃষ্ট,
আজ— ভগ্নীর হাতে রন্ধনে শাকব্যঞ্জনই কত মিষ্ট।
আজি— ভ্রাতৃমতীর গর্ব্বের দিন, বন্ধ্যা বলি' সে গণ্য,
ভ্রাতা!— ভগ্নীরে আজি গৌরব দিয়ে পৌরুষে কর ধন্য।
কর— প্রার্থনা, হোক অক্ষয় তার সিন্দূরটীকা, শঙ্খ—
তার— সম্পদে গৃহকক্ষ ভরুক সন্তান-ধনে অঙ্ক।
মিল'— মঙ্গল-দিনে সুন্দর প্রাতে বঙ্গের সুতাপুত্র,
ধরো— শ্রদ্ধায় মণিবন্ধে আজিকে মঙ্গল-রাখীসূত্র।

শেফালি

অশুভ আমার পরশ-বাতাস আমি অভাগিনী শেফালি,
ছুঁয়োনা, আমি যে কানন-রাণীর সন্ধ্যাবিধবা দুলালী।
কালি ছিল মোর বাসরশয়ন, কান্তের সাথে হইল মিলন,
কত রসাবেশ আলাপ অশেষ জ্বালিয়া জোনাকী দীপালী,—
প্রভাতের বায়ে প’ড়েছি ঝরিয়া আমি রে বিধবা শেফালি।

এখনো রয়েছে তাম্বুল-রাগ অধরের কোণে লাগিয়া,
এখনো এ-দেহে জাগে রোমাঞ্চ মধুসনে রাত্তি জাগিয়া।
স্বেদকণা পরিরম্ভ-দলিত—তিতায় এখনো অঙ্গ দলিত,
কান্তের মধু চুম্বন ঘন বৃন্তেরে গেছে দাগিয়া,
সব নিয়ে আমি পড়েছি ঝরিয়া ধূলির শরণ মাগিয়া।

নেমেছে দ্যুলোক যখন পুলকে কালি কিসলয়-শয়নে,
ইন্দ্রধনুতে ভরেছে স্বপ্ন,—তন্দ্রাজড়িমা, নয়নে!
কালকীট নাগে দংশিল ছলি’, তনু নীলায়িত, ফুরাল সকলি,
ফুলমাঝে আমি বেহুলার মত দারুণ দুঃখ-সহনে,
হ’তে সহমৃতা চলেছি বালিকা, রৌদ্র-চিতার দহনে।

ছুঁয়োনা ভগিনী, আমি অভাগিনী, বরিতে চলেছি মরণে,
মোর ঠাঁই নাই পুণ্য পুকুরে,—অথবা দেবতা চরণে।
যদি ব্যথা পাও, এ সতীবধূর নিয়ে যাও শুধু সীঁথির সিঁদুর,
শাড়ীটি রাঙায়ে পরিও বালিকা, রেখ এ সখীরে স্মরণে,
রক্ত আমার ‘পীত’ হবে তব বধূ—মঙ্গলাচরণে।

নবান্ন

আজি বঙ্গের পল্লী-নিলয়ে নবীন ধান্যে নবান্ন,
পুরাতন হায় লভিছে বিদায় নূতনের আজি প্রাধান্য।
বাজায় শঙ্খ কুল-বধূগণ, ঘরে দ্বারে আজি রচে আলিপন,
ভিক্ষুকে আজি করে বিতরণ কৃপণো অদ্য বদান্য।
আজি বঙ্গের পল্লীভবনে, সোণার ধান্যে নবান্ন।

অতিথিরে আজি ডেকে-আনে গৃহী, শ্রদ্ধায় সে-যে আরাধ্য,
কাকচিলো আজি লভিয়া প্রসাদ, ত্যজেছে ঘৃণ্য-অখাদ্য।
ক্ষেত হতে এসে আজিকে, কমলা স্নান-পূত শুচি শ্লথ-কুন্তলা,
ধরেছেন হাতে অন্নের থালা,—ব্যঞ্জন তাহে বাহান্ন।
আজি এদেশের আলয়ে আলয়ে পরমোৎসবে নবান্ন।

দেবগণ, প্রেত-পিতৃপুরুষ আছেন যাঁহারা পরত্রে,
তাঁহাদের সনে পংক্তিভোজন হয় আজি হেথা একত্রে।
নিঃস্ব বলিয়া ছিল যে মলিন, পেয়েও প্রতুল সে-ও দানে দীন,—
আজি জীবে জড়ে বিতরণ করে প্রভাত-হইতে-সায়াহ্ন,
পরমোৎসবে হাসি কলরবে আজিকে বঙ্গে নবান্ন।

বহুদিন হতে অর্দ্ধ অশনে দেহ হয়ে গেছে বিশীর্ণ,
খেতে পাওয়া চেয়ে দিতে না পারিয়া বক্ষ তাদের বিদীর্ণ।
এ দানসত্রে এই শুধু ব্যথা, ভাবেনা দাতারা আখেরের কথা,
লক্ষ্মীর সুত ভিক্ষা যে মাগে দুঃখ কি ইহা সামান্য?
আজি বঙ্গের পুণ্য ভবনে নবীন ধান্যে নবান্ন।

অন্ন-মঙ্গল

আজি—ভুলিনাই তাঁরে ভুলিনাই,
যাঁর করুণায় কনক-ধান্য বৎসরান্তে গৃহে পাই।
দারুর ভাজনে নব তণ্ডুলে বিরচিয়া নৈবেদ্য দেউলে
লক্ষ্মীমায়ের শুভ সংসারে পশিবারে অনুমতি চাই।

ভুলি নাই তাঁর হীন সন্তানে অতিথি তারা-যে ঘরে ঘরে,
গর্ত্তে কোটরে যারা রয় আর চালে বাসা বাঁধে, জলে চরে।
কীট পতঙ্গ ভূচর খেচর আজি আমাদের কেহ নয় পর,
সর্ব্বভূতের পর্ব্বোৎসবে পংক্তি ভোজনে লভে ঠাঁই।

ভুলিনি ভৃত্য বন্ধুস্বজনে, পায়সে সবারে করি খুশী,
সিত তণ্ডুলে পিণ্ডক রচি পিতৃগণেরে আজি তুষি।
নাহি ভেদ আজি ভূলোক-ত্রিদিবে জাতকে-মৃতকে প্রেতে-জীবে-শিবে
অন্নকূটের কূটমল্লিকা সবারি পাণিতে শোভে তাই।

বরষের ক্ষুধা-যজ্ঞে আজিকে প্রথম আহুতি বরষণে,
অন্নপ্রাশন স্মৃতিটি জাগায় ক্ষেত্রজননী মনে মনে।
দুধে-ক্ষুদে মাখা মায়ের প্রসাদ বিলায় মরতে অমৃতের স্বাদ।
পুন "অন্নদা-মঙ্গল"-গীতি বঙ্গের ঘরে ঘরে গাই।

হেমন্ত নিশীথে

বর্ষা-রাতে জাগাইতে করতে ডাকাডাকি,
তবু আমার ভাঙ্‌তনাক ঘুম,
হাতে করে' পাতায় ধরে' খুলেও দিতে আঁখি,
গণ্ডে আমার খেতে হাজার চুম।

হতাশ হয়ে ছেড়ে দিতে অঙ্গ দুলানো—,
ঘুমত আমার ভাঙ্‌তনাক ত্বরা।
এম্‌নি তোমার পরশ, প্রিয়, সকল-ভুলানো
এমনি মোহন, ঘুমে মগনকরা।

আজ্‌কে তুমি এসো বঁধু হতাশ হবে না,
সারানিশি রইব আমি বসি,'
পড়্‌বে ঢুলে—রাত্রি জাগা তুমিই স'বে না
হেরব কোলে সুপ্ত বদন-শশী।

আজকে হঠাৎ এসো যদি আমার গৃহদ্বারে,
ডাক্‌তে মোরে হবেইনাক স্বামী,
হবেনাক দ্বারে আঘাত দিতেই একেবারে
পাঁয়ের ধ্বনি চিন্‌বো শুনে আমি।

তুমি যখন কাছেই ছিলে—এমনি পোড়া বিধি,
ঘুমে পড়ে' তোমায় হারাতাম,
স্বপনেও পাইনা বুকে আজ্‌কে তোমা-নিধি,
আজকে নাহি স্বপনেরও নাম।

শীত

শীত এলো দ্বারে, ভয় কেন? তারে বরণ কর',
গ্রীষ্মের চেয়ে নয় সেত কভু ভীষ্মতর।
ওকি? ত্বরা দ্বার বাতায়ন কর' বন্ধ কেন?
ভরসা পাওনা? বরষা ফিরিয়া আসেনি জেন'।
কাঁপিতেছ নাকি? মিছে ভয় তাকে করিছ অত,
ভয়ে যে ভয়াল আগুনেরি হলে শরণাগত!
গগনে ভানুরে দেখি তবে আজ জানালা খোলো,
তপন আবার বহুদিন পরে আপন হলো।
কার কথা শুনে' মিছামিছি কোণে লুকাও ভয়ে?
দেখ'না সে কত ভেট উপহার এনেছে বয়ে'।
সারা মাঠখানি ভরে' গেছে দেখ সোণার ধানে,
মটর সীমের হরিৎ ডুবেছে বেগুনী বানে।
দোচালা আঙিনা ভরেছে তোমার সজিনা ফুলে,
দো-জমির মাটি ফেঁপে ফেটে উঠে পীবর মূলে
শোভিছে কমলা গিরি-কমলার হাজার করে।
শুষ্ক খেজুর কণ্ঠে মধুর সুরস ঝরে।
মসিনার ক্ষেতে মৌমাছি যেতে পিইছে মধু,
বাসকে বাসক-সজ্জা লভেছে কানন-বধূ।

বদরীর বনে মাধুরী পেয়েছে বালক-বুড়া।
খই হয়ে ফুটে রসের ভিয়ানে 'কনকচূড়া'।
প্রান্তর-ভূমি তিল-তিল রূপে তিলোত্তমা,
হেথা পাবে, কবি, রূপসী-নাসার কুসুমোপমা।
সুরভি তারায় ভরেছে অড়র বনের নিশা,
শোণের শোণিত 'পীত' হয়ে হরে নয়ন-তৃষা।
আফিমের ফুলে রঙীন হইয়া স্বপন ফুটে,
জমে ব্যথাহরা রসায়ন তার বীজের পুটে।
আঙিনার কোণে পালঙ রচেছে পালঙ্ক্ খানি,
শায়িত তাহাতে পীবর লতিকা পূতিকা রাণী।
পাকা কৎবেল চালিতা নাসার জড়তা হরে,
তরু-শাখে র'য়ে রসনা-মরুরে সজল করে।
অতসীর বনে খেলে প্রজাপতি আতস্‌বাজী,
শমী-নিদ্রিত বহ্নি, কুসুমে জেগেছে আজি।
স্নেহমধুময় সরিষার ক্ষেতে চমক লাগে,
ফুলে আলো করে তৈলে সে আলো জ্বালার আগে
আজি আকন্দ নীলকণ্ঠের গাঁথিছে মালা,
ধুতুরা সাজায় অঘোরনাথের পূজার ডালা।
কেদারনাথের ভ্রূকুটী আজিকে যবের শীষে,
শাসনে তাহার ক্ষুদের সঙ্গে দুধ যে মিশে।
বেগুনের গুণে ব্যঞ্জন পরমান্নে জিনে,
'আগুন আগুলি' সরিয়া থেক' না এমন দিনে।

মাঠে মাঠে বাজে শোনো মাঝে মাঝে রাখালী বেণু,
রমার রথের চাকায় উড়িছে পথের রেণু।
বন হতে মৃগ ছুটিয়া এসেছে ধানের মাঠে,
কোণ হতে তুমি জুটিবেনা এসে সোণার হাটে ?
শীতের হাতের দণ্ডের ভয়ে পালাও বঁধূ ?
দণ্ডটি তার ইক্ষুদণ্ড—যষ্টি-মধু !

শীতের প্রতি

হে ঋত্বিক ঋতুবর, ত্যাগবীর, হে শীত প্রবীণ,
আড়ম্বর-সমারোহ-শূন্য তব তপস্যা-বিপিন।
করেছে নিবিড় চিন্তা তব কেশে খালিত্য প্রকট,
লাঞ্ছিত করিয়া গেছে লোল চর্ম্ম সহস্র সঙ্কট।
ইন্দ্রিয়-গবাক্ষগুলি দীর্ণ-ভগ্ন, পূর্ণ লূতাজালে,
জয়পরাজয়-ধারা এঁকে গেছে বলি-রেখা ভালে।
পেলব কামনা-বল্লী তব আজি পলিত গলিত,
'যোগ-রূঢ়,' তপঃশীর্ণ জপজীর্ণ, যা' কিছু ললিত।
আজি নাই দৃপ্ত কণ্ঠে বজ্রঘোষ ঘোর ঘনদলে,
বিদ্যুৎ-ভ্রূকুটী রোষ-ঘূর্ণনেত্রে আজি নাহি জ্বলে।
তরঙ্গের চল লাস্যে আজি নাই যৌবন-বিলাস,
কূজনের কল হাস্যে নাহি আজি প্রমত্ত উল্লাস।

অশোক-কদম্ব-চম্পা-সেফালিকা-মল্লিকার মালা
শুকায়েছে উপবনে, শূন্য আজি প্রেমোৎসবশালা।
তোমার দেউল শূন্য, পূর্ণ শুধু শুষ্ক পত্রহারে,
দশা-তৈলহীন দীপে, শূন্য কুম্ভে, ধূপভস্মভারে।
একে একে শেষ এবে জীবনের পর্ব্ব-পূজা সব,
শূন্য দোল-রাসমঞ্চ, স্তব্ধ আজি শঙ্খঘণ্টারব।
ঋণত্রয়ে মুক্ত তুমি, গৃহধর্ম্ম সাঙ্গ করি ক্রমে
আচার্য্যের দর্ভাসনে বসিয়াছ তৃতীয় আশ্রমে।
অপূর্ণেরে পূর্ণ করি' অস্ফুটেরে স্ফুট ক'রে তুলি'
পরিণত কর তুমি, অপুষ্ট সে চিত্তবৃত্তিগুলি।
ঝরাইয়া দিয়া ভ্রান্তি-কুসুমের চিত্রবর্ণ দল,
প্রবুদ্ধ করাও তুমি তার বুকে সত্য-তত্ত্বফল।
মোহমগ্ন গৃহিজনে তেয়াগিতে ফুলধূলি খেলা
ডেকে বলো, 'দিন যায়, শেষপ্রায় জীবনের বেলা'।
উচ্ছৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিয়া, উদ্ধতের গতিটি কমায়ে,
ছিন্নভিন্নে শৃঙ্খলিয়া, বিশৃঙ্খলে গুছায়ে জমায়ে,
শেষ দিবসের কথা শ্মশানের ভৈরব সংবাদে,
গর্ব্বেরে কাঁপায়ে তুলো, কাঁদাইয়া দাও অপরাধে।
ভাবাও, নীরবকর্ম্মী কর বিশ্বে, ঋষি-দার্শনিক,
হট্টগোল, কোলাহল, তর্কদ্বন্দ্বে দাও শত ধিক।
কুন্দ-শুভ্র কর আজি মসীকৃষ্ণ অশিষ্টের মন।
হউক বিস্ময়ে ভয়ে **লোধ্র**-পাণ্ডু অবিশ্বাসী জন।

৭

অশ্রুর **নীহার**-স্নানে তাপ আজি হোক অনুতাপ,
কৃচ্ছ্র-কণ্টকিত বৃন্তে ফুটে রো'ক ভক্তির **গোলাপ**।
বেদনার নীলার্চ্চিরে **অর্ক**সম করি কণ্ঠহার,
দ্রোণপুষ্প-পুঞ্জে কর শুভ্র তব জ্যোতির বিস্তার।
পূর্ণাহুতি-লাভে নিভে হবিঃপানক্লান্ত হোমানল,
প্রবৃত্তির পরিপাকে যে নিবৃত্তি, তাহাই অটল।
প্রকৃতির গতিপথ ধরি শেষে আসুক কাননে,
অবশ্য ডাকিবে তুমি ভোগক্লান্ত অধিকারী জনে।
ভোগ যার রোগমাত্র, সুধাতেও অরুচি যাহার,
তৃষ্ণা নাই, পান করে, ক্ষুধা নাই, অশুচি আহার,
অভ্যাসে সেবিয়া শুধু করে মধু-মদিরা বমন,
কাশ-শুভ্র কেশ যার, মৃত্রসার ফুলের কঙ্কণ,
তাহারে ডাকিতে হবে, কি যোগাবে ভোগের ভাণ্ডারী ?
সকলি—বিস্বাদ তিক্ত।—কেবা তার হইবে কাণ্ডারী ?
ধুতুরা ফুলের পাত্রে পান করি নীহারের নীর,
ভক্ষিয়া **পলিতপত্র** আজি তারা হোক্ তপোবীর।
ক্লান্ত যারা মরীচিকা ইন্দ্রধনুশ্ছটার বিভ্রমে,
তারা আজি হোক শান্ত মোহমুক্ত তোমার আশ্রমে।
অন্তঃপুর হতে ডাকো ভোগরত যযাতি-মণ্ডলে,
হেমন্তে বসন্ত-সুখ যারা চাহে ভুঞ্জিতে সবলে।
'জ্ঞানকাণ্ড' কহ যোগী, ঘেরি তব পুণ্য হোমানল,
বসুক অঞ্জলি জুড়ি যত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর দল।

পৌষ-বরণ

এসো— কনক-আভায় উলসি উজলি তালবীথি, শালবীথি।
গাহি, লোকপাল রমার দুলাল, তোমার বরণগীতি।
এস° গ্রামপথ করি চঞ্চল লুটায়ে সরিষাফুলে অঞ্চল,
তব— বেগুনী রঙের উড়্‌নী খানায় ধূলা মাখায়েছে ক্ষিতি।

তোমার ঠোঁটের শীস্ গান গুলি শিহরে যবের শীষে,
বিঁধেছে কি কাঁটা ও-চরণ-তলে ? আহা ব্যথা পেলে কিসে ?
বসেছিলে বুঝি খেজুরতলায় ? রস ঝরে তাই তাহার গলায়,
আহা— পথ হেঁটে তব শ্রম-নীহারে যে ললাট গিয়াছে তিতি'।

লুব্ধ আশায় অকুলি-বিকুলি করিতেছে ছেলেগুলি,
কি আছে ও-ভাঁড়ে ? মৌমাছি উড়ে ! এনেছ ত পিঠেপুলী ?
গাঁদাবাগানেই নামাও পশরা, পা ধুয়ে ও-ঘাটে, সয়নাক ত্বরা,
হেথা— দ্রোণকুন্দের মাল্যে বন্ধু লও হৃদয়ের প্রীতি।

শিশির

শিশির রে তুই স্বপ্ন ক্ষণিক, আঁধার-সাগর-সেঁচা মাণিক,
জহরী—নয়ন-এ মোর এ মন-বণিক তোর মাধুরীশোভায় ধনী।
তৃণবালার নাকের নোলক, কিরণবালার মুকুরফলক,
সায়রে—কমলিনীর হাস্য-পুলক,—কুমুদিনীর অশ্রু-মণি।

অরুণ-বাজির কেশর-ঝরা স্বেদকণা, তুই তিতাস্ ধরা ;
তমসায়—স্নানের-শেষে-গড়িয়ে-পড়া উষাসতীর অলক-বারি ।
জাগ্‌রে শিশির আঁখির পাতায় জাগরে আমার প্রাণের গাথায়,
আমার এ—কল্প-নাগের হাজার মাথায় সাজা'রে তুই নিধির সারি ।

কুন্দ

আজি—অতসী গাঁদা হেমগরবে মগন সুখস্বপনে
দৈন্য-হিমে,—ফুল না ভুল ?—জাগিনু হেথা গোপনে,
তাদের আভা লভিয়া মম অশ্রু হলো ভূষণসম,
সকলে ক্ষম' সাহস মম, বরিতে প্রেম-তপনে
পুষ্পময় শুভ্র লাজ আমি এ বন-ভবনে ।

বাণীরে সঁপি বরণ মম লভিনু যাহা তুষারে,
অলিরে সঁপি মাধুরী টুকু, পরাগ সঁপি উষারে ।
কুটায়ে প্রিয়াদন্ত-রুচি কবিরে সঁপি হর্ষ শুচি,
রবিরে সঁপি নীহারটুকু সুরভি করি জীবনে,
পল্লী-রমা-কেশে বরিব মরণ শেষে,—এ-বনে ।

নিষ্ফলো ত হ'ব না, যবে জনম ভবে হইল,
বিন্দু দিয়ে সিন্ধু,—শিলাখণ্ডে যথা শৈল ।
যেটুকু ধন আমার প্রাণে লজ্জা কিসে সেটুকু দানে ।
জগৎভরা জগদীশের কুসুমময় শয়নে
ধন্য হবে দৈন্য, তাঁর নখের কণাবহনে ।

ইন্দিরা

আজি— ইন্দিরা মাগো, মন্দিরে জাগো নিঃস্বনি' শুভশঙ্খ
কর— মঙ্গলময় বঙ্গ-নিলয়, প্রাঙ্গণ, বেদী—অঙ্ক।

কর— বণ্টন, কোটি অঞ্চলে আজি কাঞ্চনময় ধান্য।
হোক্— কঙ্কণ-হেম-ঝঙ্কারে আম-তণ্ডুলো পরমান্ন।
লভি—বাঞ্ছিত ধন মিষ্ট
হোক—লাঞ্ছিত জন হৃষ্ট,
হোক— আশ্বাস লভি নিঃস্বেরা শুভ বিশ্বাসে নিঃশঙ্ক।

করে— ক্রন্দন শিশু-নন্দন, চায় স্তন্যের রসে তুষ্টি,
তব— সন্তান পায় লুণ্ঠিয়া চায়—অন্নের মধুমুষ্টি।
হর'—'রক্তের' ক্ষুধা, চুষে
স্নেহে,—বক্ষের সুধাকুম্ভে,
শীত— কুঞ্চিত পীত অঞ্চলে হরো দুঃখের ধূলি-পঙ্ক।

মাতঃ— মন্যু দূরিয়া পুণ্যে পূরিয়া ধন্য কর' এ-দেশ মা
যত— ভগ্ন-হৃদয় রুগ্নের ক্লেশ দৈন্যের কর শেষ মা।
দিয়া—সান্ত্বনালোক শান্তি—
হরি',—যন্ত্রণাশোক ভ্রান্তি,
কর'— বঙ্গের তনু-মর্ম্মেরে পুন নির্ম্মল অকলঙ্ক।

লক্ষ্মীমাড়ন

আজিকে আমার ভরেছে খামার সোনার বৈভবে,
বাজাও শঙ্খ, দাও হুলুরব, ছড়াও খৈ সবে।
বাউরী-বাঁধনে পালায় গোলায় বেঁধেছি লক্ষ্মীরে,
বিদায় দিয়াছি আজিকে সকল ঝামেলা ঝক্কিরে।

কম্পিত কলকণ্ঠে কপোত মেতেছে ধান-বনে,
ছাগ হাঁসগুলি করে কোলাকুলি আজি এ প্রাঙ্গণে।
আজিকে ঘুচাবো বাকী-খাজনার বকেয়া ঝঞ্ঝাটে,
সুদ-সহ-দেনা শোধিব, ডরিনা নবাবে সম্রাটে।

কমলার বিয়ে দেব ঘটা করে' আস্‌ছে বৈশাখে,
ঘরে এত কাজ, চলেনাক, 'বেচু' আনুক বৌমাকে।
নতুন করিয়া ছাওয়া হবে ঘর এবার ফাল্গুনে,
কত কি যে সুখ-সঙ্কল্পের রেখেছি জাল বুনে।

মা'র সাথে মাসী যাক্‌ গয়া কাশী গোলায় ধান তুলে,
ভরতি 'করচ,' কর্‌তে খরচ পারব প্রাণ খুলে।
আছে আছে মনে বেচুর মায়ের বায়না খোটধরা.
খোকার কোমরে পাটা দেব আর তাহারে গোট-ছড়া।

ঝঙ্কৃত-করতালিতে নাচাও স্নেহের ধনটীরে।
নতুন চালের ভোগ দিয়ে এস মায়ের মন্দিরে।
পথ-ভিখারীকে আন আজ ডেকে দাতার গৌরবে,
তুলসী-মঞ্চ কর আমোদিত ধূপের সৌরভে।

গাইগুলি আজি রেখেছি যত্নে গোয়ালে চট্ট ঘেরে'
নতুন খড়ের গুণে ঢালে দুধ ভরিয়া ঘট কেঁড়ে।
আজি শুভযোগ লক্ষীর ভোগ পায়সে পিষ্টকে,
খেজুর আখের রসের ভিয়ানে সকলি মিষ্ট রে।

তেল-হলুদের ধূমধাম আজি সরিষা অঙ্গনে
মটরের চারা পিচকারী হানে বেগুনী-রঙ্গণে।
আহেরির বেড়া ফুলে-ভরা আলু-ক্ষেতের আ'ল ভরে',
বরবটি শুটী করে লুটোপুটি ঘরের চাল ভরে'।

রামধনু লুটে মোর আঙিনায় দোপাটি সীমফুলে,
অকালের হোলী খেলে গাঁদাবন আবীরে হিঙ্গুলে।
লক্ষীর দয়া দেখি এ-গৃহের বিরাজে চৌপাশে,
লালপেড়ে শাড়ী পরি' পাকশালে মোড়ল-বৌ হাসে।

ক্ষেতকুড়ানীরো ঘরে ধোঁয়া ওঠে, পেয়েছে খড়কুটো,
এবার—বাদলে ভিজিবেনা তার রবেনা ঘর ফুটো।
ঘটভরা জলে ঘুচায়েছে ধূলা দ্বারের তালবোনা,
আঁক' লক্ষীর আনাগোনা-পথে আজিকে আলপনা।

ধানের ধূলায় ঢাকিওনা নাক আজিকে অঞ্চলে,
মেখে লও গায়ে মায়ের পায়ের ধূসর মঙ্গলে।
লক্ষীর জীবে বলোনাক কিছু, খাক্ সে পেটভরে',
ইতুবট ছোঁও ভোরে সাঁজে নিতি মাথাটি হেঁট করে'।

এ গৃহে এখন লক্ষ্মী আছেন বাহিরে অন্দরে,
রহ সবে শুচি নিষ্পাপরুচি বিনীত অন্তরে।
সব তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে রাখ', ঘুচাও মন্‌মলা,
কলহ তর্ক করোনা, লক্ষ্মী—হবেন চঞ্চলা।

কৃষি-সঙ্গীত

আজি—সুখের লক্ষ্মীমাসে
শতশত বাঁকী ভরি ঝাঁকা ঝাঁকি পশারা লইয়া আসে।
ইতুর পাঁচালী **মুন্তৈর** মন্ত্রে ডাক শুনে বারবার
এলেন জননী মাঠ হতে, ঘাটে পা'দুটী ধুলেন তাঁর।
দিয়ে নবান্নে করুণা-সুধার প্রথম আস্বাদন,
পিছে পিছে এলো সারা বছরের সঞ্চয়-করা ধন।
আজি—মসীসেবকের দল,
মসীমাখা মুখে দেখে কিবা কৃষি-লক্ষ্মীর সেবাফল।

আজ—বাড়ীতে আসেনি মা
*হিংসায় কেহ একথা বলিলে মোরা-ত শুনিবনা।
বেগুনের ক্ষেতে হেরেছি শিশুরে তাঁহার স্তন্য পি'তে,
দুলিছে 'কাজল লতা' গুলি ঐ সীমের মাচানটিতে।

হেরেছি তাঁহার কবরী বিনানো মড়ায়ের পাকে পাকে,
বরবটী-শুটি থোকায় থোকায়—আঙুল নেড়ে কে ডাকে ?
আজ—মা যদি আসেনি রে,
এতদিন পরে ঢেঁকির উপর পা'ড় দিল তবে কে ?

রাঙা—অতসীর গাছে গাছে
ছেলে ভুলাইতে বাজে ঝুমঝুমি, নখগুলি ফুটে আছে।
গাঁদাবনে তাঁর সীঁতির সিঁদুর, কুঁদবনে তাঁর শাঁখা,
হাসে ফুটে খই—আলিপনে ঐ চরণ-চিহ্ন আঁকা।
ভরে রাঙা বীজে পুঁইলতা, চুনি আল্‌তা চরণ মূলে,
হিঙুল আঙুলে ক্ষুদের পিটুলি আস্‌কেতে উঠে ফুলে'।
আর—বাড়ীটীর আশে পাশে—
উড়ে অঞ্চল বায়ু-চঞ্চল শরফুল—বন-কাশে।

আর—আসেনি মা আজ যদি,
বাড়ে কেন এত ভাঁড়ারের পুঁজি, ভাঁড়ে কেন এত দধি ?
ভাতে ভরা থালা—খড়ে ভরা পালা, গোলা খালি নাই কারু,
খেজুরের গুড়ে জালাভরা ঘরে, ডালাভরা মুড়ি লাড়ু।
ভরিয়া উঠান দো-চালা মাচান ধরেছে নানান ফল—
লক্ষ্মীর স্নেহ মমতার মধু ইক্ষুতে টলমল।
আজ—মা যদি আসেনি তবে
সারা বছরের সুখের বিধান কেমনে পেলাম সবে ?

বসন্তের গান

(১)

(ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দে সঙ্গীত)

বন্দে অনিন্দ্যাঙ্গি বসন্তরাণী।
মন্দস্মিতে চারু প্রসন্নপাণি।

এস— পুষ্পাসবারক্তিম নেত্রপর্ণে,
রক্তপ্রবালোজ্জ্বল রম্য বর্ণে।
জাতী-পরাগান্ধ ভৃঙ্গাঙ্গনা বৃন্দ-
সংঘুষ্যমানা তব দিব্য বাণী॥

এস— সৌগন্ধ্য-মত্তাম্র-লবঙ্গ-কুঞ্জে,
মন্দার-চম্পা-নবমল্লী-পুঞ্জে,
সংবর্দ্ধনা-দক্ষ বৈতালিক প্লক্ষ-
বৃক্ষে বিহঙ্গী শত ঐক্যতানী॥

এস— সুস্নিগ্ধ নেত্রে কবিকণ্ঠ-ছন্দে,
লাবণ্যবল্লী-ভুজপাশ-বন্ধে,
সঙ্গে তপোভঙ্গ- বন্ধু প্রিয়ানঙ্গ,
লোলাক্ষিভঙ্গে ছলি' বিশ্বপ্রাণী॥

(২)

এস এস মন্দিরে জননি !
এস—শীত-শিশিরাহতে ভীত নীরব-নভে
গীত-সুনন্দিত করি' চির এমনি ॥

এস—পিকশুক-কুহরিত কুঞ্জে,
এস—দিকে দিকে রবিকর-পুঞ্জে,
এস—অলিকুলগুঞ্জনে, কলিকুলরঞ্জনে,
ফুলমধুভুঞ্জনে পুলকিয়া অবনী,
আনো বনকান্তারে জীবনী ॥

এস—আম্রমুকুলে মৃদু গন্ধে—
এস—তাম্রপ্রবালে লীলানন্দে,
এস—নন্দনাগত-দূত— মন্দমারুতে ধৃত
চন্দনধারাপূত করি সারা ধরণী।
এস ছায়াপথে বাহি তরণী ॥

শত—কবিকরধৃত বীণাযন্ত্র,
মাতঃ—গাহে তব আগমনীমন্ত্র।
এস—অন্ধ তমসাবৃত— মন্দধী মোহমৃত—
দ্বন্দ্বপীড়িত চিত্তে ধরি ধ্যানসরণী।
অন্তরে এস তমোহরণি ॥

(৩)

এস—বসন্ত মউবনে—করি,—শীতান্তে বন্দনা,

আনো—জীবন্ত যৌবনে—হরি'—কৃতান্ত-লাঞ্ছনা ।

জাগো—জাগন্ত সুগন্ধে—জাগো,—নিশান্ত-সুছন্দে,

হাসো—প্রশান্ত আনন্দে—গাহি—সঙ্গীত-সান্ত্বনা ॥

সব—দুরন্ত আর্ত্ততায় সংহর' প্রেম গৌরবে,

আধ—ফুটন্ত ব্যর্থতায় সম্বর 'মধু সৌরভে ।

এস শ্রীমন্ত পান্থ হে—স্বাগত প্রোষিত কান্ত হে,

স্নিগ্ধ সৌম্য শান্ত হে—হর' বিরহের যন্ত্রণা ॥

কর ফুলন্ত মৃত্তিকায়—এসো জ্বলন্ত প্রান্তরে,

জ্বালি'—নিভন্ত বর্ত্তিকায়—ঘুচাও ধ্বান্ত অন্তরে ।

এস—কাননের তন্ত্রীতে, এস—মিলনের গ্রন্থিতে,

এস—শকুন্ত-সঙ্গীতে—সাথে শুকপিক চন্দনা ॥

(৪)

ফাগুন এসেছে আগুন জ্বালায়ে গগনে গহনে অন্তরে ।

দীপক গাহিয়া অগ্নি-বীণায় অগ্নিমন্থ মন্তরে ।

অশোক-পাটল-শাখায় শাখায়, জ্বালায়ে তুলেছে শিখায়-শিখায়,

নাচায়েছে মরীচিকার রেখায় দূর দিগন্ত-প্রান্তরে ॥

সান্ধ্য রবির অভ্র-চিতায় সারা বরষের জঞ্জালে,

তরুণ—হিয়ার উদ্দীপনায় অতীত স্মৃতির কঙ্কালে,

বিহরীর বুকে জ্বলেছে অনল, জাগর-রক্ত আঁখি ছলছল,

দীর্ঘ শ্বসনে হৃদয় বিকল তরল অনলে সন্তরে ॥

কুজ্ঝটি-ধূম বিদারি' জ্বলেছে যজ্ঞে, উষার আশ্রমে,
ধূর্জ্জটিভাল-নয়নে সূর্য্যে মধ্যদিনের সংক্রমে,
স্মর-বেদিকায় জ্বলে' উঠে ধূপ, অনলের ধূলি ধরে ফাগরূপ,
হোলীর লীলায় তাতায় মাতায় যতেক আবেশ-মন্থরে ॥

(৫)

আজি এই মধু—মাসে মাধবিকা মৃদু—হাসে,
বধূর মধুর—ভাষে অধরে মদিরা—ধারা।
পিয়ালের 'পিয়া—লাতে' সখীসাথে অলি—মাতে,
মহুয়া মলয়—বাতে টলে মদে মাতো—য়ারা ॥
"মধুজা" মধুতে—স্নাতা, সিন্ধুতে মধু—বর্ষ,
ছায়াপথে মধু—গাথা ইন্দুতে গলে—হর্ষ।
পথধূলি ফুল—রেণু মধুধারা ঢালে—ধেনু
বনে বাজে মধু—বেণু গোপীজন দিশে—হারা ॥
গোলাপের রাঙা—গালে বুলবুল বুনে—লজ্জা,
বকুলের ডালে—ডালে দোয়েলের ফুল—শয্যা।
মুকুলের মধু—হাসে কোকিলের স্বর—ভাসে,
সোনালুর প্রেম—পাশে পারুল পাগল—পারা ॥
নিখিল মিলন—মাগে বুকে বুকে মধু—আশা,
পথে পথে রাঙা—ফাগে উড়ে ঘুরে ভালো—বাসা
অশোকেরা মধু—রাগে ফুটে উঠে বাগে—বাগে,
শ্মশানে সুষমা—জাগে পাষাণো হাসিয়া—সারা ॥

(৬)

আহা ও— রঙের আগুন কে জ্বালিল ঐ ফাগুনের বন জুড়ে?
ও আগুন— ছাইয়ে গেল, ছাই হলো যে শ্যামল স্বপন সব পুড়ে।
আগুনের—আঁচ লেগে ঐ হাজার পাখী
সঘনে—এক সাথে আজ উঠ্‌ল ডাকি,
আগুনের— রাঙা রাঙা আঙার গুলো ভোম্‌রা হয়ে যায় উড়ে॥
আগুনে—নটকোনা-বন ফট্‌ফটিয়ে ঐ ফাটে,
শিমুলের—পুড়্‌ল পাতা, জ্বলছে আগুন তার কাঠে।
ও আগুন—ঢেউ খেলে অই উঠ্‌ল গিয়ে
পলাশে,—গাব গাছে দ'য় ঝিল মিলিয়ে,
ও-শিখা— বাদাম বনের ফাঁকে ফাঁকে লক্‌লকিয়ে যায় ঘুরে॥
আগুনের—আঁচ লাগে সব সখাসখীর অন্তরে,
তড়াগে—চখাচখী বন ছেড়ে ঐ সন্তরে,
ও আগুন—মলয় বায়ে যায় বেড়ে অই,
ও আঁচে—তরুণীদের প্রাণ বাঁচে কই?
আগুনের— ফুল্‌কি গিয়ে হল্‌কা ছড়ায় বিরহিণীর প্রাণ-পুরে॥

(৭)

আজ ফাগুনে বাউল বাতাস, বেণুর বনে বাজায় বাঁশী,
ও তার—ঝাঁক্‌ড়া চুলে ঠিক্‌রে পড়ে, কৃষ্ণচূড়া রাশিরাশি।
খোলা মাঠের 'তলাট' ভরি, গোঠের পথে ধূলোট করি
বেবাক উলট পালট করে, গোধন হারায় অবাক চাষী।

বাউল বাতাস হয়েছে আজ মউলবনে মাতোয়ালা,
আম্‌বউলের বৌলি কানে, গলায় দোলে অশোকমালা,
ঐ দেখ তার পাগল নাচে, আট্‌কে গেল পলাশ গাছে,
গেরুয়া আলখাল্লাখানি,—বন বাগানে ছুট্‌ল হাসি।
পানকৌড়ি ডুব দিয়ে ঐ ডুব্‌কি বাজায় তালে তালে,
গাব্‌গুবাগুব্‌ বাজায় ঘুঘু রঙীন গাবের ডালে ডালে।
চরণে তার হাজার ভ্রমর, ঘুঙুর বাজায় ঝমর-ঝমর,
উদাস বিভোর পরাণ আমার চায় হ'তে তার সেবাদাসী।

(৮)

শিশির ঋতুর অবসানে **অকালে** কি বর্ষা এলো ?
নানান্‌ রঙের জলদ মালায় কাননভূমি ভর্‌ল যে লো।
ঐ না লো সই গগন-সীমায়, ইন্দ্রধনু তায় দেখা যায় ?
ও গাছে কি ময়ূর নাচে ? মেঘের সাড়া বুঝিই পেল।
মুখে লাগে বাদল ছিটে মিঠে ঠেকে অধর কোণে,
শচীপতি ভুলে কি আজ পশ্‌ল রতির কুঞ্জবনে ?
দামিনী কি নাচ্‌তে এসে জিভ কেটে অই দাঁড়ায় হেসে ?
অশোকশিমুলবনে, কি তার হাসির চমক থিতিয়ে গেল ?
মেঘেরা সব মন্দ্র ভুলে কর্‌ছে কূজন-কানাকানি,
সমীরণের চঞ্চলতায় হবেই সবি জানাজানি।
বাদল ঝরে গুঞ্জরণে, মাদল বাজে কুঞ্জবনে,
দোলের আগে আমের বাগে ঝুলন ডেকে আন্‌লে কে লো ?

(৯)

বঁধু— এস এস খেলি হোলি মানস-দোলে,
আজি— দখিন পবনে হৃদি-দুয়ার খোলে।
মধুর সায়ংকাল, কুম্‌কুমে লালে লাল,
তায়— অপরূপ রূপ হেরি নয়ন ভোলে॥
ওই— ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সঙ্গে,
হের— নাচেরে চাঁচরে আজ চরাচর রঙ্গে,
প্রেম-ঘন তান ভরে, মন মন্ অন্তরে,
যত— ছন্দেরা গেয়ে ঘুরে মধুর বোলে॥
আজ— চৌদিকে মৌ মৌ অগুরুর গন্ধ,
তায়— তাথই তাথই নাচে অথই আনন্দ,
তনু ফাগে জ্বল' জ্বল' অনুরাগে টল' টল',
ঘন— ঝম্প ডম্ফ ধ্বনি, মৃদঙ্ তোলে॥
আজি— উৎসবময় কর নবীন বসন্ত,
তায়— উৎসারি উল্লাস-উৎস অনন্ত।
জড়িমা মগন কর, মধুর লগনে ভরো,
শুধু—"হোলী হ্যায়, হোলী হ্যায়", সঘন রোলে।

(১০)

বহুবরষ পরে **জীবনবসন্ত** আজ এয়েছে,
বরে'নে তায় বরে'নে।
তাহার হাতের জয়-পতাকায় কি লেখা ঐ রয়েছে,
পড়ে'নে তা পড়ে'নে।

নবীন আশার কিসলয়ে মনের তরু মুঞ্জরে,
কল্পবনে স্বপ্ন-ভ্রমর আবার বুঝি গুঞ্জরে,
কুঞ্জবনের সুগন্ধে ঐ উদ্দীপনার আনন্দ,
জীবনটি তোর ভরে'নে ভাই ভরে'নে।

কীচকবেণুর কুহরে ঐ পাগ্‌লা হাওয়া ভৈরবী
বাজায় ঘন গহনে,
শুক্‌নো পাতা দেয় উড়িয়ে, উন্মাদনায় গৌরবী
জাগায় বন-দহনে।

অসাড় যুগের জমা তুষার ছিল গিরির নির্ঝরে,
তরঙ্গেরা বন্ধ ছিল জীর্ণশিলার পিঞ্জরে,
জীবন-ধারার মন্দাকিনী গলে আজি ঝরঝরে,
প্রাণ ভরে' তায় সিনান আজি করে'নে।

জলে থলে তৃণের দলে উজ্জীবনের ফুল হাসে
রঙীন প্রাণের বাসনা,
সকল বাঁধন কাটল আজি সঞ্জীবনের উল্লাসে
নবীন প্রাণের সাধনা।

জাতির নব জাগ্রত এই জীবন-দোলের উৎসবে,
মাত্‌বি কে রে ফাগের ঘোরে মাতবি কে রে তাণ্ডবে?
আপ্‌নাকে আজ বিলাবি কে অমৃত-জয় গৌরবে?
এই বেলা আয় মরে'নে ভাই মরে'নে।

৮

বসন্তের বনরাণী

বসন্তে ঐ কাননরাণী সেজেছে আজ যতনে,
বন্যভূমির গোপন তলের স্বর্ণ মাণিক রতনে।
ঝিক্‌মিকানো নয়নহরা   কিসলয়ে-বয়ন-করা
বসন তাহার শোভায় ধরা, নবীন রসাল-মুকুলে
রসনা তার মুখর হলো, বাসনা তার বকুলে।

অঙ্গে তাহার ঊর্ণনাভের স্বর্ণজালের ওড়না,
হাস্য যেন রক্তশিলায় কুন্দ ফুলের ঝরণা।
কল্পতরু সজ্জা দিয়ে   রইল শুধু লজ্জা নিয়ে
অগুরু-রস কস্তূরিকার গন্ধ ছুটে ভুষাতে।
স্নান ক'রে সে পুণ্যরুচি   কিরণধারায় উষাতে।

খঞ্জনে ঐ কটাক্ষ তার চায় সে মৃগ-নয়ানে,
অঞ্জনে সু-সুপ্ত অলি গুঞ্জনীহীন বয়ানে।
দৃষ্টিতে তার সৃষ্টি করা   ময়ূর-বধূ নৃত্যপরা,
নিশ্বাসে তার মন্দ সমীর উষ্ণ মধুর সুরভি,
কুউতানে সে প্রভাতী গায়, পিউতানে সে পূরবী।

উল্লসিত   ফুল্ল   স্মিত   বল্লী ছায়া বিতরে,
ঝিল্লী-ঘুঙুর বাজে পায়ে, জোনাক জ্বলে নখরে।
শুক্‌নো পাতা মুরমুরিয়ে   পায়ে পায়ে যায় গুঁড়িয়ে,
ঝরে পরাগ ঝুরঝুরিয়ে ব্যথিত পদ জুড়াতে,
মলয়সমীর বীজন করি রহে আঁচল উড়াতে।

লেহন করে চরণ, বুক,—সর্প রচে মেখলা,
কমল উপহারে করী করে তাহায় কমলা।
মোহিয়া সে বীণার তানে কেশর ধ'রে সিংহে আনে,
তমাল ঝাউএর কুঞ্জবনে ছড়িয়ে দিয়ে চিকুরে,
কাননরাণী আনন দেখে নদী-জলের মুকুরে।

অভিশপ্ত

রে বসন্ত—অপ্রশান্ত, 'স্বাধিকার-প্রমত্ত' যৌবন!
এ-কী দণ্ড বর্ষে বর্ষে—জন্মজরা জীবন মরণ!
লক্ষ জন্ম জন্মান্তরে মুক্তি নাই মোক্ষ নাই তোর।
ভবচক্রে ঘূর্ণমান, কাটিল না অবিদ্যার ডোর?
জাতিস্মর তুই, তবু যাতায়াতে হলোনাক জ্ঞান,
ভাঙাইতে চাস্ আজো, মোহমূঢ়! শঙ্করের ধ্যান।
আপনার অনিত্যতা আজো তুই নারিলি বুঝিতে,
'স্মরে' ত্যজি 'স্মরজিতে' আজো তুই না চাস্ পূজিতে।
চিরন্তন মহাকাল বিশ্বপাল আদি—অন্তহীন
চিরধ্রুব বিশ্বচক্রে, নির্ব্বিকার, যোগে সমাসীন,
দ্রোহ ত্যজি আপনারে সমর্পণ কর তাঁর পায়,
কৈবল্য লভিবি, রুদ্র-পাদযুগে ব্যাঘ্রাজিনছায়।
আনন্দময়ের মাঝে অজরত্ব পাবি চিরদিন,
চির মধুমাস হয়ে মৃত্যুহীন, শাশ্বত-নবীন।

চূতমঞ্জরী

আম্র মুকুল! ছন্দোদোদুল, গন্ধে মৃদুল মিঠে।
বনের তূণীর ছাপিয়ে জাগিস্, রতিপতির পিঠে।
'রূপ' ছেড়ে কোন্ তৃষ্ণা ল'য়ে তীক্ষ্ণ কুহুঃ-'শব্দ' হ'য়ে
আসিস্ ছুটে, বিঁধিস্ মোদের প্রাণের গিঁঠে গিঁঠে।

আম্র-মুকুল, অমৃতফুল, মদির রসের ঝোরা,
বন্‌বালাদের হাজার হাতে পিচকারী কি তোরা ?
রাখিস্ বাগান রঙীন ক'রে তুলিস্ কূজন গগন ভ'রে,
তোদের দোলে মনে প্রাণে রঙীন হ'লাম মোরা।

রঙের মশাল মুকুল রসাল আছিস্ রসে ফুলি,
মাধবিকার আঙুলে সব আতস্-রঙিল তুলী।
নানান রঙের চিত্র এঁকে দিলি বনের শ্যামল ঢেকে,
গগনপটে আঁক্‌বি বুঝি বনের স্বপন গুলি।

রসাল মুকুল, সঙ্গীতাকুল, ফুলন্ত মঙ্গল!
কষায়দুকুল-জয়কেতু তুই দিগন্তে উজ্জ্বল।
ভ্রমর-পাঁতির আঁখর লেখা জয়গাথা তায় যাচ্ছে দেখা,
ন'বৎ বাজায় তাহার তলে বৈতালিকের দল।

রসাল মুকুল, রসরাজের পূজার আয়োজন,
ধূপশলা—নৈ-বেদ্য,—মধু-পর্ক—নিবেদন।
ভোগ-আরতির বাদ্যঘটা হোমানলের শিখার ছটা,
বোধন-কলস, অর্ঘ্য-বিলাস, সবার সম্মিলন।

দখিনা

ওগো—দখিন সমীরণ।
এসেছ ভাই, রঙীন মধুর সুরভি তাই বন।
লোকে বলে, গাচ্ছে পাখী পুষ্পে ভ'রে যাচ্ছে শাখী,
মূলের খবর কেউ রাখে কি ? বকায় অকারণ।

আমায় কেবা ফাঁকি দেবে, কার কথা বা মানি,
বনের হৃদয়-পঞ্চতারায় বাজাও তুমিই, জানি।
ঐ বীণাতান শাখায় জাগে মাতাল করে কানন বাগে,
পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কৃত স্বপন।

গমক তোমার নীড়ে নীড়ে কূজন হয়ে বাজে,
তোমার সুরই মীড়ে মীড়ে কীচকবেণু ভাঁজে।
ছন্দ তোমার গন্ধরূপে ঘুরে বেড়ায় চুপে চুপে,
সুরভি মূর্চ্ছনা তোমার, মাতাল করে মন।

সুরের মধু জাগছে ফুলে জমছে চাকে চাকে,
ফিরে আবার হচ্ছে মুখর অলির ঝাঁকে ঝাঁকে।
তোমার যত রাগ রাগিণী পরশে ভাই সবই চিনি,
কাঁদায় আমায় হাসায়, আমার জাগায় শিহরণ।

পঞ্চশরের সখা,—বাজাও পঞ্চতারা বীণ,
পঞ্চমে তান তুলে গাহ নিত্যই নবীন।
গন্ধ-পরশ রূপে রসে সে-সুর আমার মর্ম্মে পশে,
পঞ্চ দুয়ার খুলে প্রাণে করছি আবাহন।

কর্ণিকার

আজি বসন্তে বন-দিগন্তে ফুটিয়া উঠেছে সোনার খনি।
মাটীর তলের সব সোণা আজি কাঙাল তরুরে করেছে ধনী।
চারু পল্লব শ্যাম বৈভব ফল-গৌরব ছিল না তার,
একেবারে সে-যে হয়েছে কুবের বহিতে পারে না সোণার ভার।
আজিকে নিঃস্ব বন-ভূ'র লাগি হিরণ-সত্র খুলিল কেরে?—
দৃষ্টি-ভোজের পরমোৎসব, নয়ন যে আর ফেরে না হেরে'।

কাশী মহীশূর অমৃত-সরের সকল গর্ব্ব করিয়া গুঁড়া,
'নীলকান্তের' মন্দিরে আজি কে গড়িল অই কনক-চূড়া?
শ্যামের বামে কে মিলা'ল হোথায় কনকবরণী রাধারে আনি?
অথবা ও-কি-ও নীলাচল-গায় গোরার কনক-প্রতিমা খানি?
মধু-মাধবের বরণের লাগি "মাধবী" কি আজ সালঙ্কারা?
নবাভিষিক্ত ঋতুরাজ-শিরে কনক-ছত্র ধরেছে কারা?
নভোগঙ্গার স্বর্ণধারা কি নামিল বনের 'জটিল' শিরে?
সোনার স্বপনে বন-বনান্ত দিগ্‌দিগন্ত ভরিল কিরে?

মাটীর তলের সোনারি মতন এ সোনাও ভবে দুদিন রয়,
ঋতুরাজ তবু রাজ-শৌর্য্যেও পারে নি ইহারে করিতে জয়।
জড় কি কখনো জীবনে জিনিবে? দ্যুতিরে কি কভু জিনিবে ক্ষিতি
হিরণ-কুসুমে হোথা পুষ্পিত রবির কিরণ, সোমের প্রীতি।

কুক্ষি চিরিয়া চোরে যাহা হরে ধরা তা যে দেয় ইচ্ছাসুখে,
মরু-পঞ্জরে সে যে কণা কণা, এ যে অজস্র তরুর বুকে।
এর লাগি শত ডুবিবে না পোত-ও সহিবে না কেহ চেতঃপীড়া,
অনশনে, রোগে, শ্রমে, দুর্ভোগে মরিবে না যত সন্ধানীরা।
এর লাগি দেশে ছুটিবে না অসি, বাজিবে না ভেরী দানব-মদে,
'পীতিমা' ইহার হবেনা 'শোণিমা' স্নান করি নর-শোণিত-নদে।
এ-তো জাগাবে না দেশবিদ্রোহ, দ্বেষ, বিগ্রহ, জিগীষা, রোষ,
বিশ্বাস-হানি বিচ্ছেদ গ্লানি ভ্রাতৃবিরোধ রক্ত-শোষ।
ধনদস্যুরা বৃথা শ্রমাতুর, কতটুকু সোনা ঘরের কোণে?
নিখিলের লাগি হেম-কোষাগার ঋতুরাজ আজ খুলেছে বনে।

কানে গুঁজে নে'রে পাহাড়ী রাখাল চুলে গুঁজে নে'রে ব্যাধের মেয়ে,
বনবালাগণ মালা গেঁথে পর, কে আছিস কোথা আয়রে ধেয়ে।
কৃপাণের জোরে লুটিয়া 'কঠোরে' রজনী জাগুক কৃপণপ্রাণ,
'ললিত কোমলে' পাবি মুঠা ভ'রে, নিয়ে যা মায়ের স্নেহের দান
নিখাদ কষিত অম্লান তাজা যত নিবি তুই, ততই পাবি।
নব নব ঢঙে গড় না গহনা, লাগিবে না এতে কুলুপ চাবি।
হেম-মৃগ পাছে ছুটে মূর্খেরা হারা'ক সকলি, পরুক ফাঁসি,
দিয়ে টিটকারি তাজা সোনা পরি নেচে বেড়া' তোরা বাজিয়ে বাঁশী।
মাটীর সোনারে হারায়ে অভাগা জীবন ভরিয়া মরুক কেঁদে।
অঞ্জলি ভোর বর্ষে বর্ষে ভ'রে দিবে ধরা আপনি সেধে।

বাউল বসন্ত

মোদের কানন-পথটি দিয়ে যাচ্ছ তুমি কোন বিদেশে ?
কোন অজানা পথের তুমি যাত্রী ?
কোথা হতে আস্‌ছ পথিক, পথের ধুলায় ধূসর বেশে ?
যে হও তুমি কাটাও হেথা রাত্রি।

ঢাল্‌ছ কানে কলস্রোতে কল্পলোকের অনুভূতি,
করছ প্রাণে স্বপ্ন-সুরা বৃষ্টি।
চেনা গলার জানা গীতি শুনে শুনে শ্রান্ত শ্রুতি,
অর্থহারা পরদেশী তাই মিষ্টি।

আম-বাগানের সরাইখানায় কচি পাতায় আসন পাতো,
মোচন কর দু'দিন তোমার শ্রান্তি,
মুকুল-সুরা সেবন ক'রে গাহাও গাহো, মাতাও মাতো,
ঘটাও তুমি ভুবনভরা ভ্রান্তি।

শুক্‌নো লতায় গজায় পাতা, এলোমেলো উদাস উদাস
বাতাস বহে, হুতাশ করে সৃষ্টি,
'আকল' খেলে মন-মীনেরা, উষ্ণ হলো নাসার নিশাস,
হরিণ-চোখে চপল হলো দৃষ্টি।

বল্‌গা বাঁধন আল্‌গা পেয়ে সবাই করে পলাই-পালাই
পান্থপালায় কণ্ঠ তোমার ছুটলে,
নিখিল জগৎ বাউরা হলো বাউল গাহে, এ কী বালাই !
কোথা হতে এ পড়শে জুটলে ?

ভবের হাটে কাজের ঠাটে বিধিবিধান নিয়মকানুন,
করলে বেবাক বাতিল ছত্র ভঙ্গ,
সুরের ধ্বজায় তুল্লে এযে বিদ্রোহ দুর্দ্দান্ত দারুণ,
পথের পথিক তোমার এ কি রঙ্গ?

গগন-পথের পান্থ ওগো তোমার সনে অসীম পানে
উড়ে যেতে সবারি উৎকণ্ঠা,
পরের কথাই বল্‌ছি কেন, সুদূর স্মৃতি তোমার গানে
বিধুর করে তুল্‌ছে আমার মনটা।

ছট্‌কে পড়া মনকে আমার কেমন করে আট্‌কে রাখি
কেমন করে করি তাহায় ঠাণ্ডা,
ঘরের মাঝে হাজার কাজে কেমন ক'রে আবার ডাকি?
তীর্থ পথের ওগো চতুর পাণ্ডা!

এলানো এই হস্তে গোছাই কেমন ক'রে খুঁজে খুঁজে
যন্ত্রপাতি ঝাঁকা ঝুড়ি ভাণ্ড,
লইগো আপন গণ্ডা আবার কেমন করে বুঝে সুজে,
ওগো বেতাল কেমন তোমার কাণ্ড!

অসীম হতে অসীমে যাও সসীম লোকের মধ্য দিয়া
কাটাও হেথা পানোৎসবের রাত্রি,
আমার অদিম জন্ম-লোকের স্মৃতিটুকুন উদ্বোধিয়া
যাচ্ছ চলে কল্পলোকের যাত্রী।

বসন্তে

কাননমাঝে একটা কেমন চল্‌ছে যেন কাণাকাণি,
কি-যেন কি গোপন কথা হঠাৎ হ'লো জানাজানি।
বকুল ভাবে আকুল হ'য়ে অকালে আজ ফুট্‌ব নাকি।
ভ্রমর বলে কোমর এঁটে 'আগেই আমি উঠ্‌ব ডাকি!'
কুঁড়ির ভিতর গুমরে মরে' পলাশ-কেশর দিচ্ছে উঁকি,
ব্যাপার দেখে হাসছে আজি বনের যত খোকাখুকী।
কি হয়েছে বল্‌লে পরে ফ্যালফেলিয়ে কেবল চায়;
প্রজাপতি আপন মনে লিচুর বনে মধুই খায়।

গাই-কিনা-গাই ভেবে যখন করছে দোয়েল আহা-উহু,
চমক্ ভেঙে ধমক্ দিয়ে হঠাৎ কোয়েল ডাক্‌ল কুহু।
পবন আজি কেমন-কেমন কর্‌ছে বড়ই মাথামাখি,
রঙীন পাতা গাবের গাছে করছে তখন তাকাতাকি।
বাগান-রাণীর হঠাৎ এ কি বাদাম-পাতায় অধর রাঙা!
সারী দেখে শুকের মুখে বচন কেমন ভাঙা-ভাঙা।
আমি বলি কুল্ল তরু বলনা কি গো কথাই শুন,
সুরভি-মন বাতাবি-বন প্রশ্ন শুনে হেসেই খুন।

মত্ত করীর রুক্ষ শরীর আজ মদিরায় গন্ধময়,
জলের ছায়ায় মরাল হেরে 'মরালী ত মন্দ নয়।'
বাঘিনী আজ হিয়ার ক্ষুধায় পেটের ক্ষুধা যাচ্ছে ভুলে,
ছাগীর শিঙের কণ্ডূয়নে ছাগের নয়ন আস্‌ছে ঢুলে

সারস আজি বৈরাগী ঘোর ঠেলে চলেন মাছের ঝাঁক,
বেড়ে গেছে আজকে রাতে চক্রবাকীর করুণ ডাক।
আমি বলি 'হরিণবালা ব্যাপার কিগো বল না হায়?'
মৃগনাভির গন্ধে ভরা মৃগের গা সে চেটেই যায়।

কৃষকবালার ভিজ্‌ছে বসন, কলস ভেসে যাচ্ছে জলে,
চাষার ছেলে বলদ নিয়ে আস্‌ছে ভুলে লাঙ্গল ফেলে।
বৌ-মা আজি পোড়ান ভাজা চুণ না দিয়ে সাজেন পাণ,
গিন্নী আজি কিসের ঘোরে করতে শাসন ভুলেও যান।
চড়ায় জোরে নৌকা ঠেকে, হুঁস তবে পায় আজকে মাঝি,
মাছটা ছুঁড়ে জোয়ান জেলে করছে জড়' শামুক আজি।
শুধাই যদি 'গুরুমশাই, ব্যাপারখানা কি রকম?'
শোনেন তিনি বিভোর হয়ে পায়রাগুলোর বক্‌বকম।

ত'বিল গোলে ঠিকের ভুলে আফিস বাবুর ঝরছে ঘাম,
বড় সাহেব নাম-সহিতে লেখেন নিজের মেমের নাম।
উকিলবাবু টানেন শুধু-গুড়গুড়িটে, তামাক নাই,
এজ্‌লাসেতেই ভাঁজেন 'কাফী' কড়া হাকিম, দেমাক নাই।
ছাত্র দেখেন Calculusএ কণ্ব ঋষির পুণ্যবন,
পুঁথির পাতায় পত্র রচেন চতুষ্পাঠীর শিষ্যগণ।
আমরা দেখি হঠাৎ ভোঁদা সেও কবি আজ, লিখ্‌ছে গান,
নাইতে খেতে ভুলে কবি গাইতে গাইতে লিখেই যা'ন।

প্রাচীন কবিদের বসন্ত

আজি লবঙ্গ-লতাবলী-পরিশীলন-সুরভি মলয়-বায়
কুঞ্জ-কুটীরে মধুকর-কৃত-মিলন-গীতিকা কোকিলা গায়।
মদির কুসুমে, অধীর মধুপে, সুরভি আকুল বকুল তরু,
পথিক-বধূর বিরহ-বিধুর ধূ ধূ করে শুধু হৃদয়-মরু।
নব-কিসলয়দল-ঝলমল উজলে তমাল বনের তমঃ,
স্ফুট কিংশুক, তরুণের বুক চিরিতে স্মরের নখরসম।
মদনরাজের কনকদণ্ড জাগে অই নাগকেশর-বনে
সারাদেহে-অলি অরুণ 'পাটলি' স্মর-তূণখানি স্মরায় মনে।
মাধবিকা নবমালিকা-মুকুল-পরিমলময়ী মাধবী-রমা,
মুনি-মনোহরা, যুবতীজনের আজি অকারণ-বন্ধুসমা।
মাধবীলতার পরিরম্ভণে পেশল রসাল, শিহরি উঠে,
সেথা কোকিলের মুকুলোৎসবে মধু-সম্ভোগে অলিরা জুটে।
অহির কবলে দহিয়া গরলে চন্দন-বনে মলয়াচলে,
ছুটে 'মলয়জ' হিমালয় পানে জুড়াতে সে জ্বালা তুষার-জলে।
আজি বসন্তে 'চিত্রার' যোগ, যৌবন দেন নারীর বুকে,
কিসলয়ে ফুল, ফুলে মধুকর, মদকল দেন মধুপ-মুখে।
মলয়-মারুতে উড়ে পত পত মকর-কেতুর রথের কেতু,
অশোক-তরুতে চরণ-তাড়ন করে তরুণীরা দোহদহেতু।
দারুহরিদ্রা-কুসুম-'চন্দ্রে' ভ্রমরেরা 'করে কলঙ্কিত,
লতার দোলায় ভ্রমরীরা দোলে মধুপানে আঁখি বিঘূর্ণিত।

নবলীর বনে মধু বরষিয়া কোকিল অকাল বরিষা আনে,
'স্মৎকার'-রবে গগন ভরিয়া আজি অনঙ্গ শায়ক হানে।
স্মর-শরে-ক্ষত-গলিত রুধিরে পিচ্ছিল বন-পন্থাগুলি,
পথের পঙ্ক করিতে সান্দ্র মধু-তরু ঢালে ফুলের ধূলি।

মলয় পবনে ঘূর্ণিত শাখা, ভৃঙ্গ-প্রলাপে জড়িত কথা,
কিসলয়ে আঁখি অরুণ, তরুর মধু মদে আজি প্রমত্ততা।
তরুণীগণের গণ্ডূষাসব বকুলাঙ্গলি বাসিত করে,
মধুপানারুণ গণ্ডের ভাতি চম্পা ফুটায় বরষ পরে।
অশোক-কাণ্ডে নূপুর-শিঞ্জ ভৃঙ্গের মুখে জাগায় গীতি,
নবমালিকার সহেনাক ত্বরা, ফুটে সে না মানি ঋতুর রীতি।
পথের দুধার ভরা পুন্নাগ, বকুল, পাটল, সিন্ধুবারে,
গন্ধ আজি নিশীথ-পান্থে পন্থা চিনায় অন্ধকারে।
বিরহিণী আজিকে পরাণ সঁপিতে বুক পেতে দেয় 'কুহুর'বাণে,
চেয়ে রয় আজি চূতাঙ্কুরের স্মরাঙ্কুশের ফলার পানে,
বকুল-বাসিত মলয়-বায়ুর অকূল প্রবাহে অঙ্গ সঁপে,
দাবানল ভেবে নগ্ন দেহটী ঢেলে দেয় রাকা-চন্দ্রাতপে।

মনোজ আজিকে বিজয়ী, বিরহী চরণ-শরণ লইবে কার ?
হর-ললাটের সুধাকরো আজি বহে বিজয়ীর নিদেশ-ভার।
সুরভি শায়ক চূতমঞ্জরী, **রস**ময় বাণ মধুক-সীধু,
ধ্বনিময় শর কোকিলের স্বর, **রূপ**ময় বাণ-তূণীর বিধু।
স্পর্শ-দারুণ শর অকরুণ মলয়-মারুত পৃষ্ঠে ধরে,
পঞ্চশায়কে মনসিজ আজি তরুণ বিরহি-জীবন হরে।

ধারা-যন্ত্রের ঝর্ঝর-নাদে চর্চ্চরী-তালে নূপুর-রবে
বেণুবীণা-তানে, শুকপিক-গানে ধরা ভরা আজি মধূৎসবে।
সীৎকার তুলে "শৃঙ্গক"-কণা মণিমণ্ডিত নাগরী-করে,
আবীরে-আঁধার পুর-চত্বর ভুজগ-পুরীর রূপটী ধরে।
স্বচ্ছ ধবল গৃহশিলাতল অচ্ছোদজল-প্রতিম ভায়,
অরুণ তরুণী-চরণ-পঙ্ক চারু পঙ্কজ ফুটায় তায়।
আগে সীধু দিয়ে মধুমাস করে অবশ মৃদুল তরুণী-হৃদি,
পরে মনসিজ জয়ী হয় আজি নিজ ফুলশরে সহজে বিঁধি।
অশোক-গুচ্ছে মুকুলিত-কুচা, চূত-মঞ্জরী-রঞ্জিনী,
মধূক-কুঞ্জে দশা-সন্ধিতে 'মধু'-বধূ আজি নিতম্বিনী।

খুল'নাক দোর, দক্ষিণ চোর হরিছে আজিকে ফুলের নিধি,
ভূর্জ্জপত্র-প্রণয়-লিপিকা, কটির দুকূল, বিরহি-হৃদি।
রসাল-মুকুল শায়ক যাহার, স্তুতি-গান যার কোকিল-কৃত,
নলিনী-অলিনী চাপ-শিঞ্জিনী, মলয়জ যার দন্তীযূথ,
চন্দ্রমা যার ধবল ছত্র, শরাসন যার পলাশ-পাঁতি,
মদন-সারথি সেই ঋতুপতি নব-গৌরবে উঠেছে মাতি।
অভিনয় করে বনতরুগুলি কুসুম-পরাগে অঙ্গ মাজি,
চারু কিসলয় অঙ্গুলি নাড়ি মুকুল-কুসুম-ভূষণে সাজি।
পরভৃত-রবে রচিয়া বচন, মলয়-পবনে নৃত্য করে,
অলি-ঝঙ্কারে সঙ্গীত গাহি আজি নিখিলের চিত্ত হরে।
কুসুম তুলিতে উদগত করে পদ্ম-কেশর নাগর-বধু,
নয়ন-সরোজে যোগায় লতিকা অরুণিমা আর পরাগ মধু।

পুষ্পহারিণী, রজোভয়ে তাই কলিকা তুলিয়া ফুটায়ে লয়,
রোষে অলি তায় দংশিতে চায় কলিকাগুলিরে আঙুলি রয়।
পুষ্পচয়নে পুষ্পিতা হয় সীমন্তিনীর শ্রীকরলতা,
শাঁখার শোভায় লভে তরুশাখা যজ্ঞোপবীতে পবিত্রতা।
আজি নারী-করে রসাকর্ষণে যে তরুর শাখ হয় না নতা
হোক কুসুমিত, তবু সেত ক্লীব,—পৌরুষ তার কথার কথা।
পুষ্পিতা লতা ভাবি' অলি বসে নারীর উরোজ-তটের স্রজে,
অঙ্গরাগের প্রসাধন রচে প্রকারান্তরে পাখার রজে।
মধুকরে ডরি ছুটিয়া নাগরী নাগরে তাহার আঁকড়ি' ধরে,
অঙ্গের রজ বক্ষোপীড়নে দয়িত-বক্ষ পিঙ্গ করে।
অলি উড়ে যায়, শুধু রজ নয় রেখে যায় ধ্বনি কাঞ্চীদামে,
চপল সুষমা অলক মালায়,—মধু, চুম্বিত অধরধামে।
আজি বসন্তে দিনে ছায়া লাগি নিশীথে জুড়াতে তনুর জ্বালা,
গগনে চন্দ্রাতপ বাঞ্ছিত,—অঙ্গনই আজি চন্দ্রশালা।
বালাশোক-বধূ চরণে লাক্ষা, পরণে রক্ত দুকূল ধরে,
অশোক হৃদিরে সশোক করিয়া, কাজল লোচনে সজল করে।
ফুলের স্তবকে লগ্ন ভ্রমর মগ্ন সে মকরন্দ পি'তে,
লতাবধূ যেন গর্ভিণী হ'লো কৃষ্ণচুচুক স্তনশ্রীতে।
অরুণ কুসুম ঝলমলি' ফুটে শাল্মলী-দেহে, নয়ন ঝলে,
যেন 'অ-পর্ণা' শাখায় শাখায় শিখায় শিখায় অনল জ্বলে।
দুশ্চর তপে কঙ্কালসারা যেন অপর্ণা-গণ্ড' পরে
হর-চুম্বন নবজীবনের শোণিত-পুঞ্জ সৃজন করে।

কমল, পুরাগে 'পরাগত' স্ফুট নবীন 'পলাশে' পলাশবন,
মৃদুল-তাম্র মধু-লতান্ত, সুরভি 'সুরভি' হরিছে মন।
মুছায়ে ললাটে শ্রমজলকণা, দুলায়ে লুলিত অলকরাজি,
বহিছে সমীর তড়াগ-বাপীর অমলিন নীর পরশি আজি।
স্ফুটস্তবক-নবকুরবক-পরাগে ভূষিত, ঈষৎসিত,
চারুলোচনার আঁখি-তারাসম মধুকরগণ বিলোলায়িত।
পুষ্প-কনক চারু চম্পক ঘিরিছে অশোক-গুচ্ছ কিবা,
বিরহিহৃদয়-পিশিত লভেছে যেন স্মরানলে কপিশ বিভা।
'স্মর-মুর্ম্মুর-চূর্ণের' রূপে আম্র-মুকুল-পরাগ গুলি।
পথিক-জনের পথ 'পরি পড়ি ভাতায় তাহার পথের ধূলি।
প্রিয় সখীসম কোকিলা আজিকে মানিনীর কাণে কহে কী কথা,
শুনি তা' বনিতা ত্যজি অভিমান অর্পে দয়িতে অঙ্গলতা।
গড়িয়া তূণীর দূত বসন্ত চূত-কিসলয়-মুকুল-দলে
অলি-পংক্তিরে বসালো তাহার মনোজের নাম লেখার ছলে।
নব শশিকলাসম বঙ্কিম অরুণ পলাশ-মুকুল যত
বনস্থলীর উরসে জাগিল যেন ঋতুরাজ-নখক্ষত।
রবিকর ঝলে কিসলয়ে, বুলে অলিরা তিলকে মধুর লোভে,
যেন তার ঠোঁটে রক্তিমা, চোখে কাজল, গণ্ড তিলকে শোভে।
পিয়ালের বনে ব্যাহত-দৃষ্টি আয়ত নয়নে হ্রস্ব করি'
ছুটে চারিদিকে, জীর্ণপত্র-মর্ম্মরে মৃগ কানন ভরি'।
চূত-মঞ্জরী-কষায় কণ্ঠে কোকিল-নায়ক কি গায় গান?
মনোজের বুঝি নিদেশ ঘোষিছে? শাসনে ভাঙায় মানিনী-মান।

কাহার নিদেশে আজি হেসে হেসে সখী সখা সাথে মিলিছে এসে ?
একই ফুলে বসি' মধুকর, তুষি' প্রিয়ারে মধুতে, পিইছে শেষে।
মৃগীগাত্রের কণ্ডূতি হরে শৃঙ্গে সাদরে কৃষ্ণসার,
আবেশে আলসে মৃগাঙ্গনার আঁখি ঢুলে পড়ে পরশে তার।
কর্ণপবনে করিয়া বীজন, দন্তে হরিয়া গণ্ড-পীড়া,
সল্লকীদল মুখে তুলে করী করিণীর আজ ভাঙায় ব্রীড়া,
কমল-সুরভি গণ্ডূষ-বারি প্রিয়ারে তাহার পিয়ায় সুখে।
অর্দ্ধভুক্ত মৃণাল-খণ্ড চখা তুলে দেয় চখীর মুখে।
আজিকার মধু-মিলনোৎসবে তরুলতারাও পড়েনি বাকী,
নত করি শাখা লতিকা-বধূর ভুজবন্ধন লভেছে শাখী।
ষোড়শীরা আর মদনানুলেপ রচেনা শুষ্ক বিম্বাধরে,
সুরভি তৈলে রচেনাক বেণী খোঁপায় এখন মালতী পরে,
চন্দনে এবে লভে আনন্দ, কুঙ্কুম মুখে মাখে না আর,
তনু-আবরণী ত্যজি তনুখানি পদতলে জড়ো নিদ্রিতার।
লোল-বিলোচনা চোল-বধূদের দোল-কৌতুকে আবির মাখি'
কর্ণাটীদের কর্ণালকের এলা-পরিমল লইয়া ছাঁকি'
কাঞ্চী-নারীর কাঞ্চী দোলায়ে, পাণ্ড্যনারীর গণ্ড চুমি'
দেশে দেশে চলে দখিনা মারুত তেয়াগি', মলয়-ভূধর-ভূমি।
স্মর-শায়কের চালক চতুর, বর-নায়কের সেবক মিতা,
কীচক-বনের গায়ক সে আজ মধু-দূতিকার পালক পিতা,
তাম্বুলবনে করিয়া বিহার, কঙ্কোলিকার বাড়ায়ে আয়ু,
তাম্রপর্ণী-সলিলে নাহিয়া চলেছে সুরভি মলয় বায়ু।

ফুটিল চম্পা নেপালী নারীর কুঙ্কুমমাখা মুখের মত,
অবন্তিকার দন্তের রুচি বহিছে মল্লী-কলিকা যত।
রচেছে নারীর কর্ণ-ভূষণ সজীব কনকে কর্ণিকার,
বহুদিন পরে রচে পয়োধরে শ্রমজলকণা মুকুতাহার।
গুরু নিতম্ব বহনের শ্রমে ফুটি স্বেদকণা ললাট 'পরে,
সুরভি মলয়ে মলয়জ হ'য়ে নিতম্বিনীর শ্রান্তি হরে।
নবীনা নাগরী চূত-মঞ্জরী সঁপে অনঙ্গে পূজার ছলে,
শায়ক হ'য়ে তা' ফিরে আসে মনে সীধু হ'য়ে তার মাধুরী জ্বলে।
চূতবনে পশি' তাড়না লভিয়া কোকিলের কুহু-শাসনরবে
চঞ্চরীকুল, মঞ্জরী ত্যজি' চম্পক-দলে শরণ লভে।
বাজায়ে ভৃঙ্গে মৃগয়া-শৃঙ্গ পথিক-মৃগেরে তুলায় স্মর,
দাবানল ভেবে শলভেরা সব শাল্মলী বনে হয়েছে জড়ো।
শ্যামল-বৃন্ত, নিলীনভৃঙ্গ কিংশুকগুলি মানস হরে,
অলি অলি-বধূ দুই দিকে মধু একসাথে যেন সেবন করে।
অশোকে যাহার অধর-শোণিমা, পুন্নাগে যার তিলক আঁকা,
কুরবকে যার তনু-চিত্রন, চম্পার বিভা অঙ্গে মাখা,
'মাধবী-লক্ষ্মী' নানা ফুলে সেজে বিরাজে, রূপসি, তোমার পাশে,
কি সাজে সাজিবে আজি বসন্তে? হেলা ভুরে সে যে বেলায় হাসে।
নিন্দে সে তব দশনে কুন্দে, অলি-পিকরবে বাণীরে তব,
নব কুরবকে তব করনখে, নব পল্লবে পাণিরে তব,
কেঁদোনা তা' বলে, সকল ঋতুতে আঁখি শোভে বটে অশ্রু-লবে,
আজি তা দূষণ,—নহেত ভূষণ,—অশুভ এনোনা মধূৎসবে।

বসন্ত-লক্ষ্মী

সে-দিনো মাধবী-রাতি, বিশ্ব উঠিল মাতি, চিত্ত ফুটিল মধুহাস্তে,
সব হিয়া পুরণিমা সব রঙ অরুণিমা সব গতি হ'ল মৃদুলাস্তে।
পিকবধূ শিহরিল কুহু কুহু কুহরিল, সীধু হরি' বিহরিল ভৃঙ্গ,
চখাচখী দোঁহে দুহুঁ বুকে টানে মুহুমুহু রতিপতি ফুকরিল শৃঙ্গ।

গাহি আগমনীগীতি তব আগমন-বীথি জানাইল কোটী মধুমক্ষী—
মম মনোমন্দিরে এলে তুমি ধীরে-ধীরে নবীন বসন্তের লক্ষ্মী।
ছিলে বিধুমল্লীতে ছিলে মধুবল্লীতে নখরুচি-কিংশুককুঞ্জে,
অয়ি প্রাণবল্লভে ছিলে নবপল্লবে মাধবীর মাধুরীর পুঞ্জে।

পাটলের ডালে-ডালে পিকরুত-তালে-তালে পা ফেলিয়া এলে হৃৎসদ্মে,
ঋতুরাজ-বৈভব,—মধুরেণুসৌরভ-রূপে জাগে তব লীলাপদ্মে।
তব দুকূলাঞ্চল-ভরা মৃদু চঞ্চল মলয়া আসিল মধু মন্ত্রে,
মরমের বেণুবনে পশি সে যে খনে খনে বাজাইল শতকোটিরন্ধ্রে।

তব মধু-দিঠিপাতে সে দিনের মধুরাতে নয়নের গেল জরালস্য,
সুরভি চিকুর চুমে' জীবনের মরুভূমে পুলকিল ফুলে তৃণ-শস্য।
বাসনার শিখিনীরে নাচাইল ধীরে ধীরে কঙ্কণ তব মণিবন্ধে,
বনভরা সৌরভ বিহগের কলরব সকলি জাগিল মম ছন্দে।

তোমার হরিণ-আঁখি মুদে এস রেণু মাখি প্রিয়ের পিয়াল-মধুচুম্বে,
সে-রজনী কিবা শুভ ভাষা মোর ডুব'-ডুব' আশারস-বিলাসের কুম্ভে।
বাহিরের ঋতুরাজে আনিলে এ-হৃদিমাঝে যেথা তার রাজে রাজছত্র,
সেই হ'তে প্রাণোপমা তুমি তথা রাজরমা খুলি আছ রস-দানসত্র।

ব্যর্থ বসন্ত

এলোনা ব-সন্ত এবার বল্‌ছ তুমি কেমন করে'
কোথায় তুমি ছিলে, মূঢ়, ছিলে তুমি কিসের ঘোরে ?
চিরটা কাল যেমন আসে তেম্‌নি করেই সে ত এলো,
দ্বারে দ্বারে শিঙার ফুঁয়ে তেম্‌নি করেই ডেকে গেল।
তেমনি রঙীন পত্রপুটে রট্‌ল তাহার আমন্ত্রণী,
কুহু-স্বরের পিচ্‌কারীতে ছুট্‌ল তাহার রঙীন ধ্বনি।
বাজ্‌ল ভ্রমর কিঙ্কিনীকুল পঞ্চশরের শরাসনে,
টঙ্কারে ঝঙ্কারে শায়ক বিঁধল তরুণ মনে মনে।
তেমনি বরণ সেই আয়োজন তেম্‌নি মদির উদ্দীপনা,
সেই ভূষাবেশ তেম্‌নি আবেশ, তেম্‌নি হাসির উন্মাদনা,
তেম্‌নি হলো যেমনটি হয় বর্ষে বর্ষে শীতের শেষে,
কেমন করে বল্লে তুমি এলোনা ব-সন্ত দেশে ?

ঐ দেখ না হোলীর রঙে লাল হয়েছে পথের ধুলি,
এখনো ঐ আবির মাখা কুঞ্জশালার দোল্‌নাগুলি।
ঐ দেখ না পলাশবাগে শুক্‌নো কেশর রাশি রাশি,
এখনো ঐ লতাবধূর ঠোঁটের কোণে ঘুমায় হাসি।
দ্বারে দ্বারে দুল্‌ছে হের শুক্‌নো রসাল-মুকুল মালা,
প্রদীপ-শিখার রেখাঙ্কিত ঢুলছে ঘুমে নাট্যশালা।
তরুণ এবং তরুণীদের ডাগর চোখে কি যায় দেখা ?
মধু-নিশার জাগর তথায় এঁকে গেছে কাজল-রেখা।

দেখ দেখি পাখীর পালখ ছিল কি আর এম্‌নি চারু ?
এম্‌নি চিকন পেশল পেলব ছিল কি আর ও-দেবদারু ?
যেমন করে' আসে সে ভাই তেম্‌নি করেই এসেছিল,
অভীষ্ট সে যাদের, তারা আড়ম্বরেই বরে' নিল।
মহোৎসবে মাতল তারা ধন্য করে চৈত্র-নিশা,
এক পিয়ালায় প্রিয়ার সাথে মিটাইল মধুপ তৃষা।
জ্বালায় দিয়ে জলাঞ্জলি জুট্‌ল যারা কুঞ্জ-বনে,
গাইল তারা, নাচ্‌ল তারা নূপুরমুখর সঞ্চরণে,
রঙ-বেরঙে বসন্তেরে ভুত সাজাল সবাই মিলে ;
কোন্ লাভেরি আশায় তুমি কিসের ঘোরে কোথায় ছিলে
মদ-ধারায় নাইল করী শিল্পীরা তার আঁক্‌ল ছবি,
দুল্‌ল তরী, উড়্‌ল পরী, গাইল টোড়ি তরুণ কবি।
লাবণ্যে যার পড়্‌ল ভাঁটা, তারুণ্য যার অপগত,
রসের নিঝর শুকাল যার জীবন যাহার ভারের মত,
চোখঢাকা যে কলুর বলদ সংসারের এই ঘূর্ণীপাকে,
অন্নাভাবে দৈন্য-দাহে জীবন যাহার জ্বল্‌তে থাকে।
স্বার্থ-বিষে জীর্ণ যেজন,—বদ্ধ যেজন বিষয় পাশে,
তাদের ফাগুন আসেনাক, মাঘের পরেই বোশেখ আসে।
বসন্ত তার এসেছিল বসন্ত যার প্রেমের গুরু,
কোথায় পাবে সে, যার প্রাণে মেরুর পরেই মরুর সুরু ?

কোকিল

কুহু কুহু মুহু র্মুহু—উহু উহু উহু কি বেদনা!
কার অই মর্ম্মব্যথা তব কণ্ঠে লভিল মূর্চ্ছনা?
প্রফুল্ল বসন্ত বুকে কোন ব্যথা গুমরে গোপনে,
'পুষ্পে কীটসম' হায় কোন ব্যথা প্রেমের স্বপনে?
চুম্বনে ভুঞ্জনে ভোগে মধুপানে অতৃপ্তি না যায়,
ক্ষণে ক্ষণে অবসাদ দীর্ঘশ্বাসে করে হায় হায়!
কি ব্যথা উদাসরূপে চুপে চুপে বহে সমীরণে?
কেন আসে শিথিলতা ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় আলিঙ্গনে?
কিংশুক-কোরকমাঝে কোন্ ব্যথা ফুটিবারে চায়,
কোন্ অধীরতা পদ্মে বার বার ফুটায় মুদায়?
শিশু-পল্লবেরা কেন মুখ ম্লান করে নাহি জানি,
কোন্ ব্যথা মর্ম্মরিয়া তুলিতেছে বন-মর্ম্মখানি?
কি ব্যথায় ফুল-মধু তিঁত হয়ে কাঁটায় গড়ায়,
অশোকে ফুটালো রক্ত, মুকুলেরে করিল কষায়।
ফুল, তাও শর হ'য়ে বক্ষ বিঁধে' ঝরায় রুধির,
স্ফুটন্ত যৌবন ভারে তনুবৃন্ত ব্যথিত অধীর,
শুভ্র হাস্যে অশ্রু-ফল্গু, ভোগসঙ্গী রোগের মতন,
প্রিয়াকণ্ঠ-লগ্ন বঁধু কি ব্যথায় হয় আনমন!
সব ব্যথা এক হয়ে কুহু কুহু উহু উহু উহু,
তোমাতে, বসন্ত-কণ্ঠ, বিঘোষিত হয় মুহুর্মুহুঃ।

বিষের বুদ্বুদ যেন, সুধানিধি অচ্ছোদের বুকে,
পূরবীর তান যেন বিভাসের বেণুরন্ধ্র-মুখে !
কোন্ বিহরীর ব্যথা সব সুখে করিয়াছে ম্লান ?
কোন ঋষি-অভিশাপ ধীরে দহে সৌভাগ্যের প্রাণ ?
একি-গো 'অলর্কবিষ' লালসার রক্ত-স্রোতে বহে ?
অধ্রুব বলিয়া তারে মৃত্যু-ভয় সদা ঘেরি রহে ?
'কুহু কুহু উহু উহু', রে কোকিল, আহা কি বেদনা !
কে দূরিবে ? সবে ব্যথী ! ও বধির বিশ্বেরে সেধ'না।

বসন্ত-বিদায়

পাংশুল হইয়া আসে কিংশুকের কুঞ্জ সুশোভন,
পাণ্ডুর, ভাণ্ডীর-চম্পা কুরবক অশোক-কানন।
নীরক্ত, বনশ্রী—নব জাতকের প্রসূতির মত।
পিঙ্গল, কামনাবহ্নি পূর্ণাহুতি লভি ভস্মগত।
স্বপ্নের মুকুল লভে রূঢ় সত্যফলে পরিণতি,
'দাড়িম্বের' শাখে শাখে 'অলাবুর' লতা ফলবতী।
আজিকে চৈতালি ক্ষেত্র ভুলি মধু উৎসববারতা,
শুষ্কপত্রপুষ্পে কহে ধরিত্রীর দগ্ধোদরকথা।
যৌবনের বাধাহীন নৃত্যগীতে আনন্দ-মেলায়
সহসা কি অবিবেকী গুরুজন দেখা দিল হায় ?
লাস্য-লোল চরণেরে থামাইয়া আনে লজ্জাভার,
মাঝখানে থেমে আসে মজ্‌লিসে বসন্তবাহার।

বাজিছে ঘুঘুর কণ্ঠে বিরাগের বেহাগের সুর
প্রকৃতি-সীমন্তে ক্রমে ম্লান হয় সিমুল সিঁদুর।
"গোলাপী" কেশর ঝরে রাখি' বৃন্তে জামরুল-গুটী
বেলাশেষে খেলা শেষ, ছকে ছকে গড়াগড়ি ঘুঁটী।
হায়রে তিত্তিরি শুক সুর করি তত্ত্বকথা গায়,
পেচক—তর্জ্জনে আজি স্বপ্ন-লোক কোথায় উড়ায়।
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় কে রে আঁখি করে উন্মীলন ?
'চোখ গেল, চোখ গেল', বিশ্বময় উঠিল রোদন।
হৃদয়ের দানসত্রে কে আনিল হিসাব নিকাশ ?
ছাড়িছে মালিনী-কুঞ্জ ঋষিশাপে মর্ম্মর-নিশ্বাস।
সারল্যের মুক্তি মাঝে দ্বন্দ্ব দ্বিধা সংশয়ের ছায়া !
বিরস বিজ্ঞতা কহে 'এ জীবন স্বপ্ন আর মায়া।'
নিভৃতে ডাকিয়া কহে তত্ত্ববাদী দর্প-তপ্ত বায়ু,
'মূঢ়, ত্যজ চপলতা, ফুরাল যে যৌবনের আয়ু'।
অক্রূরের ক্রূর বাণী কে শুনা'লো তমাল তলায় ?
বেণু-বনমালা ত্যজি নিল আজি বসন্ত

বিদায় !

কুঞ্চিকা

কবিপ্রসিদ্ধি :

"স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকসতি বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ। পাদাঘাতাদশোক স্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাং। মন্দারোনর্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাচ্চম্পকোবক্ত্রবাতাৎ। চূতোগীতান্নমেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ।" নিশাগমে চক্রবাকদম্পতির বিচ্ছেদ। চন্দ্রিকাসম্পাতে চন্দ্রকান্তমণির স্বেদোদ্গম। শমীবৃক্ষ—অগ্নিগর্ভ। মলয়াচল দক্ষিণপবনের জন্মভূমি। চন্দনবৃক্ষ সর্পের আবাসস্থল। বায়ু সর্পের ভক্ষ্য। সর্প ময়ূরের ভক্ষ্য—কেকা তাই বিষময়ী। ইন্দ্র-মেঘবজ্রবর্ষার বিধাতা। আট দিকের প্রহরী আটটি দিগ্‌গজ। সাত্ত্বিক প্রেমের লক্ষণ স্বেদ-বেপথু-রোমাঞ্চ ইত্যাদি। কন্দর্পের পাঁচটি বাণ—অরবিন্দ, নীলোৎপল, মন্দার, চূতমুকুল, অশোক। স্বর্গ হইতে মর্ত্তের পথে গঙ্গার নাম আকাশগঙ্গা। নাগলোকের গঙ্গা ভোগবতী। শিবললাটে চন্দ্রের অবস্থিতি। মেঘাগমে ময়ূরের নৃত্য। বসন্তে করীর কটে মদস্রাব। শ্যামা নারী (তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা) গ্রীষ্মে সুখশীতলা—শীতে উষ্ণদেহা। করী ও হরির (সিংহের) নিত্যশত্রুতা। প্রত্যেক রাগের ৬টি করিয়া পত্নী (রাগিণী)। নলিনী, রবিপ্রিয়া। কুমুদী, চন্দ্রপ্রিয়া। চকোরের পেয় সুধাময়ী জ্যোৎস্না। স্নানান্তে পুরবধূর কেশে ধূপধূমদান। বর্ষাগমে হংসগণ মানসসরের পথে যাত্রী। প্রদীপে শলভের আত্মাহুতি॥ ময়ূরের কণ্ঠধ্বনি ষড়্‌জরাগে। শরতে দিগ্বিজয়যাত্রা ও অস্ত্রসংস্কারানুষ্ঠান (নীরাজনা) অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়ে জলের মালিন্য দূর হয়। প্রোষিতভর্তৃকা, মুগ্ধা, প্রগল্‌ভা ইত্যাদি—বিশিষ্ট নায়িকা।

গ্রন্থে উল্লিখিত ফুলের নাম :

অশোক। কেশর বা বকুল। প্রিয়ঙ্গু। মন্দার। হরিচন্দন। চূতমঞ্জরী। নমেরু (রুদ্রাক্ষ)। কর্ণিকার বা সোঁদাল বা সোনালু (পীতবর্ণ-নির্গন্ধ)। তিলক বা ময়না। উৎপল-শুঁদী। অরবিন্দ, ইন্দীবর (নীল) পুণ্ডরীক (শ্বেত) কোকনদ (রক্ত)। কুন্দ,—অলকভূষা। লোধ্র (বা লোধ) ও কেতকী (বা কেয়া) পরাগবহুল। কুরবক বা কুরুবক (লাল ঝাঁটী)। শাল্মলী—শিমুল। মল্লী—মধুমল্লী, চন্দ্রমল্লী। গিরিমল্লী—কূটমল্লী—কূটজ (কুড়্‌চি)। কিংশুক—পলাশ। মালতী। হেনা। চামেলি। এলা। লবঙ্গ। বেল বা বেলা। আনার—দাড়িম। আউচ্। সপ্তচ্ছদ—সপ্তপর্ণ বা ছাতিম (মদগন্ধি)। শিরীষ, কদম্ব বা নীপ, পেয়ারাফুল, বাবলা (সল্লকী) কেশরসর্ব্বস্ব। যূথী। ধাতকী বা ধাই। অর্জ্জুনমঞ্জরী। সর্জ্জ বা শালমঞ্জরী। সিন্ধুবার—নিসিন্দা। শিলীন্ধ্র—ভূমিকদলী। কন্দলী—কদলী। বেতসীকুসুম বা বেতফুল। তিলফুল। অপরাজিতা। বকফুল। সেফালি। কাশফুল। করবীর বা করবী। বন্ধুজীব বা বাঁধুলী

(রক্ত)। কৈরব—কুমুদ, শাপ্‌লা। জামরুল। বাণকুসুম। জবা। অর্ক—আকন্দ (নীলাভ-শ্বেত)। পারুল। সীম ও মটরফুল (বেগুণী)। সজিনা। মসিনা। বাসক। সরিষাফুল। ঝুড়রফুল। শোনফুল, ও অতসী (পীত)। আফিমফুল (রক্ত)। পাটল (রক্ত)। মাধবী। নাগকেশর—পুন্নাগ। চম্পক। বাতাবিফুল। মধুক—মহুয়া (সুরাগর্ভ)। পিয়াল (রজোগর্ভ)। কৃষ্ণচূড়া। গোলাপ। শমী—শাঁই। ধুতুরা (বিষগর্ভ)। নিম্ব। দ্রোণ—ঘলঘেসে (মেঠো, শ্বেত)। গাঁদা। স্থলপদ্ম। তমাল। দারুহরিদ্রাকুসুম। লবলী। শর। দোপাটী। নবমালিকা। জাতী। ভাণ্ডীর—ভুঁট।

শব্দার্থ

অ—অগ্নিমন্থ—যজ্ঞকাষ্ঠে স-মন্ত্র ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন। অনারত—নিরন্তর। অনুপ—আর্দ্র। অন্তক—যম। অচ্ছোদ—(অচ্ছ+উদক) স্বচ্ছনীর সরঃ। অক্ষমালা—রুদ্রাক্ষহার। অলিনী—অলিশ্রেণী। অলর্ক—ক্ষিপ্ত কুকুর। অভিধা—নাম। অরি-ভব—শত্রুকৃত। অবতংস—কর্ণভূষা ও শিরোভূষা। অরণি—অগ্নিগর্ভ যজ্ঞকাষ্ঠ।

আ—আতস্—আগুন। আনার—দাড়িম। আম—অপক্ব। আপীন—গো-স্তন। আফল—উল্লম্ফন-আস্ফালন। আশ্লেষ-আলিঙ্গন। আভীর—গোপ।

ই—উ—এ—ইন্দ্রগোপ—রক্তবর্ণ বর্ষার কীট বিং। ইন্দ্রায়ুধ—রামধনু। উপচীয়মান—বর্দ্ধমান। উল্লোল—আন্দোলিত। উটজ—কুটীর। উরসিজ বা উরোজ—স্তন। উপায়ন—উপহার। উদ্গত—উত্তোলিত। এলা—এলাচ। একাবলী—মুক্তাহার।

ক—কঙ্কোলিকা—সুগন্ধিলতা বিং। কঞ্চুক—খোলস। কণ্ডুতি—চুলকানী। কম্বু—শঙ্খ। কদলী—রম্ভা। করচ—কটিবস্ত্র। করভক—হস্তী। কলাপী—ময়ূর। কট—করিগণ্ডের ঊর্দ্ধভাগ। কলধৌত—স্বর্ণ ও রৌপ্য। করেণু—হস্তিনী। করোটি—মাথার খুলি। কলবিঙ্ক—পক্ষী বিং। কনকচূড়া—ধান্য বিং। কলম্বী—কল্মী। কাসার—পুকুর। কালীয়ক—চুয়া। কাদম্ব—কলহাঁস। কিঙ্কিনী—ঘুঙুর। কীলক—গোঁজ। কুট্টিম—মেজে। কুটুল—কুঁড়ি। কুস্তিকা—পানহা। কৌষ অংশুক—রেশমী কাপড়।

খ—গ—খালিত্য—টাক। গবয়—বনগোরু। গুলাব—গোলাপজল। গুম্ফিত—গ্রথিত।

চ—চঞ্চরী—অলি। চন্দ্রক—শিখিপুচ্ছ। চর্চ্চরী—করতালি। চন্দ্রশালা—চিলে কোঠা। চাপ—ধনুঃ। চাচর—দোল। চুচুক—স্তনাগ্র।

জ—ঝ—জাগর—জাগরণ। জরদা—স্বর্ণ। ঝরোখা—জানালা। ঝোরা—ঝর্ণা।

ত—তবু—টাণ্ডা। তর্ষ—তৃষ্ণা। তাস্ত—বিস্তৃত। তন্বী—সুন্দরী—কৃশাঙ্গী। তমসা—তমঃ ও নদীবিং। তামরস—পদ্ম। ত্রিপুণ্ড্রক—ললাটিকা।

দ—ধ—দয়িতাধরে—দয়িতার অধরে। দর্ভ—কুশ। দ্বিজ—পক্ষী। দর্দ্দুর—ভেক।

দশা—পল্‌তে, কাপড়ের ছিলে। দাত্যূহ—ডাহুক। দৃষ্টিবিজ্ঞান—Optics. দোহদ—গর্ভসঞ্চার, তরুর পুষ্পোদ্গম। ধারাযন্ত্র—কৃত্রিম ফোয়ারা। ধূত—কম্পিত।

ন—নকীব—জয়-ঘোষক। নর্ম্ম—কেলি। নাগরঙ্গ—ন্যারেঙ্গা নেবু। নিপান—বিল। নীবার—তৃণশস্য বিং। নীরাজনা—অস্ত্রসংস্কার পর্ব্বানুষ্ঠান। নীবি—বস্ত্রের কটিবন্ধন। নেমি—চক্র-পরিধি।

প—পক্ষ্ম—চক্ষুর লোম। পরিবেষ—Halo. পরিরম্ভণ—আলিঙ্গন। পরিশীলন—সংস্পর্শ। পরাগত—ফুল্ল। পর্ব্ব—পাব। পর্জ্জন্য—মেঘ বিং। পথিক--বিরহী। পথিকবধূ—বিরহিণী। পরভৃত…পিক। পল্বল…বিল। পলাশ…পাপড়ি। পিনাক…হরধনু। পিধান…পরিধান। পিশিত…মাংস। পীন পীবর…স্থূল। পীতিমা…পীতবর্ণ। পুরট…স্বর্ণ। পেশল…সুন্দর। প্লক্ষ…পাকুড়। প্রোষিত…প্রবাসস্থ। প্রমাদ…ভুল।

ব…বপ্র…দন্ত বা শৃঙ্গের দ্বারা মাটী-খোঁড়া। বলি…জরাচিহ্ন। বলিরেখা…মাংসের স্তরবিভাজক রেখা, যৌবনশ্রী-সম্পাদক। বকালী…বকপংক্তি। বাপী…দীঘি। বিদ্রুম…প্রবাল। বিশ্বজিৎ…সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ। বিম্ব…প্রতিবিম্ব, তেলাকুচা, বুদ্বুদ। বিষাণ…শৃঙ্গ। বিতত…বিস্তৃত। বিক্রম…পদক্ষেপ। বিসর্প…বিস্তার, ক্ষত। বিপ্রলম্ভ…বিরহ। বেপথু…কম্প। বৈতালিক…চারণ। বৌলি…কুণ্ডল। বল্মীক—উইঢিপি।

ম…মধুজা বা মাধবী…পৃথিবী (মধুদৈত্যজা)। মধু…বসন্ত। মণিবন্ধ…কব্জি। মন্দুরা…আস্তাবল। মন্যু…দৈন্য। মলয়জ…চন্দন, মলয়ানিল। মর্দ্দল…মাদল। মহাশ্বেতা…সরস্বতী। মিত্র…সূর্য্য। মীনকেতু…মনোজ, মনসিজ, মদন। মুস্তা…মুথা। মুর্ম্মুর…তুষানল। মুরজ—পাখোয়াজ। মন্দধী—মূঢ়। মন্দস্মিতা—মৃদুহাসিনী।

র…রক্ষ…রাক্ষস। রশনা…কাঞ্চী…মেখলা। রাহী…পান্থ। রাকা…পূর্ণিমা।

ল…লব…বিন্দু। লীলাশালিকা…খেলাঘর। লুলিত…এলানো। লূন…ছিন্ন।

শ…শকুন্ত…পাখী। শলভ…পতঙ্গ। শফরী…পুঁটী। শটা…কেশর। শম্বুক…শামুক। শরভ…মৃগ বি। শিখণ্ডী…ময়ূর। শিহর (শিখর)…শিয়র। শিলীন্ধ্র…ভূমিকদলী, ব্যাঙের ছাতা। শিঞ্জ শিঞ্জন…ভূষণের ধ্বনি। শিঞ্জিনী…জ্যা, ছিলা। শীকর…সূক্ষ্মজলকণা। শষ্প…ঘাস। শৃঙ্গক…পিচকারী। শোণিমা…রক্তিমা। শ্রোণি…নিতম্ব।

স…সঙ্কর…মিশ্র। সংক্রম…গ্রহাদির গতি। সংবাহন…পদসেবা। সরণী…পথ। সর্জ্জ…শাল। স-ঘন…মেঘময়। সল্লকী…বাবলা। সান্দ্র…ঘন। সিতিমা…শুভ্রতা। সীধু-শীধু…সুরা। সীৎকার…অব্যক্তসুখপ্রকাশক শব্দ। সুৎকার…হিস্-হিস্ শব্দ। সুরভি…বসন্ত ঋতু। সুপ্রতরা…সুতরা (fordable)। স্কন্ধাবার…শিবির। স্মর-জিৎ…মদনজয়ী (শিব)। স্রজ…মাল্য। সানু…উপত্যকা। স্মিত…মৃদুহাস্য।

হ…হংসক…নূপুর। হরি…সিংহ। হামাম…স্নানাগার। হিয়ঙ্গু…নবনী।

সংক্ষিপ্ত টীকা

পৃঃ ১। পং ৭—১২—সাঃ দর্পণের কবিপ্রসিদ্ধির অনুবাদ। ১৩—১৬ পং—মেঘদূত হইতে। বাকী কবির নিজস্ব। পং—৬। কুরুসভায় কৃষ্ণার অফুরন্ত বসনের সহিত প্রকৃতির অশেষ শ্যামলতা উৎপ্রেক্ষিত। পং ১৮। কার্ত্তিকধাত্রী কৃত্তিকারা ছয় ভগিনী। পৃঃ ৪। দশা (পলিতা), স্নেহ (তৈল), অ-সুর, কল্যাণ—শ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্ব্যর্থক। পৃঃ ৫। কুমারের আখ্যানভাগ ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যে বিভক্ত। পং ১৫।১৬—এ জন্যই উমা অ-পর্ণা। পৃঃ ৯। পত্রপুট, শ্লিষ্ট। পৃঃ ১০। পং ১৮। ফুলের মধু ফলের সুরসে পরিণত। পৃঃ ১১। পং ১—গ্রীষ্মের ফুলগুলি প্রায় সবই সাদা। পং ৬—অলিরূপ কঙ্কণের ঝঙ্কার। ৭ পং—প্রবাল (শ্লিষ্ট)। পং ১৩। কিসলয় ঘনপল্লবে পরিণত। পং—১৪। অণ্ডমুক্ত পক্ষী আজ কূজনশীল। বসন্ত অণ্ডপ্রসবের কাল। পং—১২—সং-সাহিত্যের বিরহতপ্তার বর্ণনা। পং ১৪। নূপুরকে আঘাত দিয়া। পং ১৬। শ্যামা যে গ্রীষ্মে সুখশীতলা তাহারই সার্থকতা গাঢ়ালিঙ্গনে। পৃঃ ১৩। পং ৭।৮—কাদম্বরীর পুণ্ডরীক—মহাশ্বেতার কথা। ১১।১২ পং—নৈষধের—দময়ন্তী মরালের কথা। পৃঃ ১৪। ১ পং। যৌবনজাত অঙ্গপুষ্টিহেতু বন্ধুর। প্রবালের তিনকণ্ঠী হার। পং ২। "পয়োধরে রোহন্তি রোহিত-(লোহিত) শ্রীঃ"—নৈষধ। পং ৫। নীলপদ্মোপম নেত্রে শফরীলীলাবৎ কটাক্ষ। পং—১—১০—কালিদাস চণ্ডীদাসাদির ভাবানুগত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪।১৫ বিমেন, হজ্রমঠ, বসোরা, ওমান—আরব পারস্যের স্থল বিং। পৃঃ ১৫—পং ১৬। বিদ্যাসুন্দরের কথা। পং ১৯। ২০। নৈষধের ভাবানুগত। পৃঃ ১৬। পং ৯—হাসিলে গালে যে টোল খায়। পং ১৫।১৬—বর্ষাগমে প্রেম—আরো গাঢ় হইলে। পৃঃ—১৭। পং ১১।১২—তুলসী ও অশ্বথ। পং ১৯।২০—গ্রীষ্মকালে সমুদ্রজলে Phosphorus জ্বলে। পৃঃ ১৮। পং ১।২—Ozone হৃদ্‌যন্ত্রের হিতকর। পং ১৬। পুরীর স্বর্গদ্বারে? পং ১৭। কাদম্বরী। পং ২১।২২—গ্রীষ্মের জড়তা স্বপ্ন-ও-স্মৃতির সহায়। পৃঃ ১৯। পং ৮। ছায়ামণ্ডপ (ছালুনাতলা)—শ্লিষ্ট। পং—রূপযৌবন স্বামীর অনুসরণ করিয়াছে। পৃঃ ২০।—পং ১—৬—"শফরী হ্রদশোষবিক্লবা।"

—মৃচ্ছকটিকের চারুদত্তের কথা স্মর্ত্তব্য। পং ৮—মহোৎসব—মচ্ছব? পং ১৪। বেলফল ও বেলফুল। পং ২২। পয়োধর—শ্লিষ্ট। পৃঃ ২১। পং ৬। মুদিত (শ্লিষ্ট) হৃষ্ট ও নিমীলিত। পং ৯। কুমার সম্ভব। পং ১৮। গিরিচূড়া গ্রীষ্মেও শৈত্যস্নিগ্ধ। পৃঃ ২২। কালিদাস ভবভূতির ভাবানুগত। পং ৮। পাণিনির মতে নিত্যবিরোধী জন্তুর মিলনে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। দ্বন্দ্ব—(শ্লিষ্ট), পং ৯। দক্ষের স্কন্ধে ছাগমুণ্ড। পং ১৭। অমরী—দেবতা। পূজারী দেবতাকে চামরব্যজন করে। চমরীর পুচ্ছলোমই চামর। পৃঃ ২৩। সিন্ধুশোষী বিন্ধ্যজয়ী অগস্ত্যের (কৌস্তু) অসীম তৃষার সৃষ্টি মৃগ। আর তপের সৃষ্টি, উষ্ট্র—তাই সে হেলায় গিরিলঙ্ঘন করে ও মরুসমুদ্র তরিয়া যায়। উৎপ্রেক্ষা। পৃঃ ২৪। পং ৯।১০—মেঘদূত। পং ২০। শকুন্তলা। পৃঃ ২৫। পৃঃ ২৬। পং ৮।৯, সফল, পূর্ণ, ও শাখাময়—শ্লিষ্ট। পৃঃ ২৭। পং ৬—রাগরাগিণীর ধ্যানরূপ দ্রষ্টব্য। পং ৭—যেমন শকুন্তলায়। পৃঃ ২৮। আমাদের জাতীয় চরিত্রে গ্রীষ্মের প্রভাব। পৃঃ ২৯। দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ—শকুঃ। পং ৭।৮—বিরহজ বিকারের লক্ষণাবলী। জামদগ্ন্য—ভৃগুরাম। পৃঃ ৩০। অর্জ্জুন—সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য। রক্ষোনাথ—রাবণ। বিনতাসুত—গরুড়। ত্বষ্টা—বিশ্বকর্ম্মা। ময়দানব—দৈত্যদের (শিল্পী) স্বর্ণকার। ঈশান, কর ও অর্জ্জুন—শ্লিষ্ট। পং ২০। দশরাত্র-ব্রতে অত্রিজায়া অনসূয়া যুগব্যাপী অনাবৃষ্টি বারণ করেন। পৃঃ ৩১। পং ২—পঞ্চতপা। পং ৪। ইন্দ্র-বরুণকে তুষ্ট করিয়া। পং ১২। ভবিষ্যৎ-মনু সাবর্ণি সুমেরু-শিখরে তপোমগ্ন আছেন। পং ১৫।১৬—মরীচিকা গণিকাগণের সহিত উপমিত। অঙ্গ-দেশের ১২-বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি দূর হয়। পৃঃ ৩২। সূর্য্যহৃদয়—সূর্য্যস্তব বিং। পং ১৫। সগর-সন্তানগণ। কবিতাটির শেষাংশের রূপকের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অর্থও আছে। পৃঃ ৩৩। পং ১১। ভাঁড়ার। পং ২০। গন্ধও ছায়াদানে কৃপণ—তুলা দানে আজ দাতা। পৃঃ ৩৪। উজ্জঃ নিদাঘ,—ঋতুসংহার হইতে। অবিকল অনুবাদ নয়। পৃঃ ৩৫। পং ১২—গ্রীষ্মার্ত্তের পক্ষে স্বাভাবিক। কোকনদ—রক্তপদ্ম। পং ১৯। ভবনজ্যোৎস্না—সুন্দরী পুরন্ধ্রী (কাদম্বরী ও রাজতরঙ্গিণী)। পৃঃ ৩৮। শিখরিণীছন্দের অনুসরণ। ৩য়—৪র্থ—৫ম—৬ষ্ঠ—অক্ষরের দীর্ঘ মাত্রায় দীর্ঘ

উচ্চারণ করিতে হইবে। পৃঃ ৩৯—পং ১। নেত্র, মীনোপম। পং ১১।১২—প্রায় প্রতি শব্দে-শব্দে মিত্রাক্ষর। পৃঃ ৪০। পং ১০। দধি, মাঙ্গল্য দ্রব্য। পং ১৩। সুরট রাগিণীর স্বর্ণপুটে। কাজরী এক প্রকার ইক্ষুরও নাম। পৃঃ ৪১। পং ১—"ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ।" মে-দূ। পং ৭।৮…ব্রহ্ম ভূমায় প্রকট বলিয়া ব্রহ্মকে জড়বাদীরা জড়শক্তি মনে করে, তোমারো সেই দশা। পৃঃ ৪৩। শেষাংশ রূপক…প্রচ্ছন্ন অর্থও আছে। পৃঃ ৪৪। ২০ পং…মদন জন্মান্তরে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন। পৃঃ ৪৫। Campbell এর Rainbow এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। পৃঃ ৪৬—৪৯। 'প্রাঃ কঃ বর্ষায়' কবিতা ৪টীর স্থলে স্থলে অনুবাদ,…স্থলে স্থলে কবির নিজস্ব। অধিকাংশ স্থলে "মূলকে বৃন্তস্বরূপ অবলম্বন করিয়া কবি আপন মনের রসসৌন্দর্য্যে নূতন রূপশ্রীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।" যথাক্রমে শিশুপালবধ, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক ও ঋতুসংহারের অনুসরণে রচিত। পৃঃ ৪৭—পং ১১।১২। দ্বিজ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ;…শ্লিষ্ট। সর্জ্জ কি ভীমসেন? পৃঃ ৪৮। সুরেশ, অম্বর (আকাশ ও বস্ত্র), দশা (বস্ত্রের ছিলা…অবস্থা), ও কর…শ্লিষ্ট। ঋষি…বিশ্বামিত্র? সোম…রামচন্দ্র? জ্যোছনা…সীতা? পং ২০। বর্ষায় পদ্ম ফোটেনা বলিয়া। পৃঃ ৪৯। পং ১৫। কূল (কুল?) শ্লিষ্ট। পৃঃ ৫০। পং ৯…১ম করবী স্থলে **কবরী** পৃঃ ৫১। পং ১০। মন্থরতা, মন্থরগমনা নিতম্বিনীকে স্মরায়। পৃঃ ৫৩। পং ১৪…কলসী স্থলে **গাগরী** হইবে। পৃঃ ৫৫। পং ২। "বর্হেণেব…বিষ্ণোঃ।" মেঘ। পং ৪। মাল্যবৎ বলাকাপংক্তি। পং ৯।১০…"রম্যাণি বীক্ষ্য…সৌহৃদানি।" শকুঃ। পৃঃ ৫৭। পং ৮। শচীমাতা…শ্লিষ্ট। শ্রাবণ…ইন্দ্রের পুত্র? পৃঃ ৫৮। পং ৩। বর্ষাশেষে কাশ ফুটে। পং ১১।১২…যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। পৃঃ ৬০…পং ১০। শিউলীর বোঁটা রাঙা। পৃঃ ৬১ পং ৭…'কুমারসম্ভবে নন্দী হেমবেত্র করে হরতপোবনে প্রহরী…পং ৮। পাতা খসিয়া আখের চোঁখ জেগে উঠে। পং ১৭। ভারত…মহাভারত। কলুষ…সর্পযজ্ঞজাত। পৃঃ ৬৪। পং ১৯। শরৎবর্ণনায় নীতিজ্ঞ কবি তাঁহার রাজনীতিক বৈশিষ্ট্য ভুলিয়াছেন। পৃঃ ৭০। পং ১৪। নীবন স্থলে **নবীন** হইবে। পৃঃ ৭৩—৭৭…স্থলে স্থলে অনুবাদ, স্থলে

স্থলে কবির নিজস্ব। পৃঃ ৭৫। পং ৬। সফল—শ্লিষ্ট। পং ৮। অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সহোক্তি? ভ্রম-দ্বিধাই শৈবাল। পং ১৪। ধান্যক্ষেত্রের দেবতা লক্ষ্মী-চরণে ইন্দ্রের ধনু অর্ঘ্যরূপে (?) বিগলিত। শরাশন? (শরাসন)। পৃঃ ৭৭...পং ১৩।১৪...অগস্ত্যনক্ষত্রের উদয়ে জল নির্ম্মল। বিদ্রোহদমনের কাল সমাগত। জলের মালিন্য (কলুষ) বিদ্রোহীর শঙ্কিত অন্তরে আশ্রয় করিল। পৃঃ ৭৮। পং ৪। হিমবতী...মেনকা। পং ১২।১৩...কর্কট, মকর (ক্রান্তি): দক্ষিণ...শ্লিষ্ট। রবির দক্ষিণায়ন কাল। পং ১৭। পর্ব্ব...শ্লিষ্ট। পাতা খসায় আখের 'পাব' জাগিয়াছে...তাহাতে শিশির গড়াইতেছে। পৃঃ ৭৯। পং ৮। শীতের বৃষ্টি ক্লেশকর। পং ১৮। কলস আশ্রয় করিয়া সন্তরণের কথা। "ঘট বুক দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে, চৈঃ ভাঃ"। শৈত্যনদী—উত্তরণে অবলম্বন যুগ্ম বধূ-দেহজ কুম্ভ? পং ২০। বসন্তের সীৎকার, গ্রীষ্মের স্বেদ, বর্ষার অশ্রু, শরতের হাস্য, শীতের বেপথু (কম্প)। পং ২২। নৌকা মেরামতের কথা। পৃঃ ৮০। পং ১১।২...হৈম (হেম...হিম+ষ্ণ) শ্লিষ্ট। কবিতার পর্ব্ব-বিভাগ..."এলো হিম॥ ঋতু.লয়ে॥ গিরিশিবে॥ সিতিমা—॥ পাণ্ডুতা॥ লয়ে বনে॥ লোধ্রে—।" পং ১৭। নারীর পাণিকমল লাঞ্ছিত ও আরক্ত। পৃঃ ৮২। পং ১১।১২...ভাই বলিয়া ডাকিলে দস্যুও বশীভূত। পৃঃ ৮৩। পং ৯।১০...ভ্রাঃ দ্বিঃ...যম ও যমীর প্রীতিপর্ব্ব। পৃঃ ৮৪...পং ২০...শিউলীর লাল বোঁটার রস হলুদে। পৃঃ ৮৬। পং ৩...দারুর ভাজন...বারকোষ। পং ১৬। কবিগুণাকরের। পৃঃ ৮৮, পং ১৪...আলু মূলা ইঃ। পৃঃ ৮৯...কনকচূড়া ধান। পং ৫। অড়বফুলেও গন্ধ আছে। পং ৬...পীত...(শ্লিষ্ট)...হলুদে ও পা+রক্ত। পং ৭।৮। অহিফেন স্বপ্নস্পৃহায় ও বেদনাহর। পং ১৭।১৮ নীলাভ আকন্দ, নীল পূজার পুষ্প। পং.১৯। ভুক্ত—যবশীষের উপমেয়। পৃঃ ৯০। পং ১৪। যোগ আচরণে রূঢ়। পৃঃ ৯২। পং ২২...আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম-কাণ্ডের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় জ্ঞানকাণ্ডের আরম্ভ। পৃঃ ৯৪। পং ৪। কবি-কল্পনার অনন্তদেব। 'কুন্দ' কবির অধুনালুপ্ত 'কুন্দ' গ্রন্থের ১ম কবিতার সংহত রূপ। হেম ও লাজ...শ্লিষ্ট। পং ৮...সুদন্ত কুন্দের সহিত উপমিত। পৃঃ ৯৭। পং ৫। ফুলে হলুদ...পরাগে তেল। পৃঃ ১০০। প্রতি শ্লোকের